

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-২

২৯ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১৩ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

কেবলমাত্র অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি
ও ব্যবহার নির্দেশিকা

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাজেট শাখা-১১

নং- ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫৪০

তারিখ :- ২৯/০৭/১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১৩/১১/২০১২ খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় :- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিগত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে জারীকৃত অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/২০০৪/৮৪৬ নং স্মারকটি বাতিলপূর্বক সরকার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত বিস্তারিত পদ্ধতিসমূহ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

- ২। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার সম্পর্কিত এই নির্দেশিকা কার্যকর থাকবে।
- ৩। এ নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে কিংবা পদ্ধতি উন্নয়নে কোন সুপারিশ থাকলে তা অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগের নজরে আনার অনুরোধ করা হল।

(সুধাংশু শেখর বিশ্বাস)
অতিরিক্ত সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৪৬১

নং- ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫৪০(১৪)

তারিখ :- ২৯/০৭/১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১৩/১১/২০১২ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :-

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ২। বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ৪। সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৫। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবর্গ।
- ৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ট্যারিফ কমিশন।
- ৭। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ/কম্পিউটার জেনারেল, ডিফেন্স ফাইন্যান্স/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
- ৮। মহা-পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী/পরিচালক, সকল অধিদপ্তর / পরিদপ্তর।
- ৯। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।
- ১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল সিটি কর্পোরেশন/ সকল পৌরসভা।
- ১১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ১২। বিভাগীয় হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সকল বিভাগ।
- ১৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সকল জেলা/থানা।
- ১৪। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ মাহমুদুল হাসান)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৭২০৩

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	স্থানীয় মুদ্রা (জিওবি অংশ) (সিডি ভ্যাট ব্যতিত) বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি	১
২.	শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (CD VAT) পরিশোধ নিমিত্তে অর্থ অবমুক্তি	২
৩.	পুনর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে) অর্থ অবমুক্তি	৩
৪.	পুনর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বিশেষ হিসাবের মাধ্যমে) বরাদ্দের অথরাইজেশন	৪
	(ক) by SAFE Account	৪
	(খ) by CONTASA Account	৫
	(গ) by Imprest Account	৫
	(ঘ) by DOSA Account	৫
৫.	খাদ্য সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ/ খাদ্য-সামগ্রী অবমুক্তি	৬
৬.	প্রতিরূপ তহবিল এর বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ অবমুক্তি ও ব্যবহার	৬
৭.	জি ও বি অর্থায়নে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তি ও ব্যবহার (এডিপি ১৮ নং কলামে অন্যান্য বাবদ বরাদ্দ)	৭
৮.	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ জেলা পরিষদ/ উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম সরকার/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন সহায়তা খোক ছাড়াও অন্যান্য খোক বরাদ্দ অবমুক্তি	৭
৯.	পুণঃ উপযোজন/ পুণঃ বরাদ্দ/অতিরিক্ত বরাদ্দ ও অর্থ অবমুক্তি	৮
১০.	এডিপি বহির্ভূত টাকা অবমুক্তি (নগদায়ন)	৯
১১.	এডিপি বহির্ভূত জিওবি অর্থ অবমুক্তি (পিকেএসএফ/এসডিএফ/বিএমডিএফ ইত্যাদি)	৯
১২.	সরকারী হিসাব হতে চেক প্রদানক্ষম অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি	১০
১৩.	বেসরকারী সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অর্থ অবমুক্তি	১০
১৪.	উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ	১১
১৫.	বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন	১১
১৬.	অর্থ ব্যয়ের বিবরণী দাখিল	১১
১৭.	স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)/ আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত	১১
১৮.	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ	১১
১৯.	উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, বিভাজন, অবমুক্তি, ব্যবহার এবং হিসাব সংরক্ষনের সাধারণ শর্তাবলী	১২-১৩
২০.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ	১৪

সংলগ্নী

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সংলগ্নী-১	বিভাজন অনুমোদনের নমুনা সরকারী আদেশ	১৫
সংলগ্নী-২	অর্থ অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ	১৬
সংলগ্নী-৩	স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাবীণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ	১৭-১৮
সংলগ্নী-৪	সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	১৯
সংলগ্নী-৫	অর্থ অবমুক্তি, প্রকৃত খরচ ও পুনর্ভরণের বিবরণী	২০-২১
সংলগ্নী-৬	শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্থ বরাদ্দ/ অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ	২২
সংলগ্নী-৭	সিডি ভাট অবমুক্তির/ বরাদ্দ এবং ব্যবহারের বাৎসরিক বিবরণী	২৩
সংলগ্নী-৮	পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের নমুনা সরকারী আদেশ	২৪
সংলগ্নী-৯	জিওবির মাধ্যমে আরপিএ এর পুনর্ভরণের মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	২৫
সংলগ্নী-১০	পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্পসমূহের জন্য সেফ তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি	২৬-২৭
সংলগ্নী-১১	সেফ/ ইমপ্রেস্ট/ কোনটাসা/ ডসা তহবিলের অর্থ সদ্যবহার সংক্রান্ত সমন্বয় আদেশের নমুনা	২৮
সংলগ্নী-১২	কোনটাসা তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ	২৯-৩০
সংলগ্নী-১৩	ইমপ্রেস্ট তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ	৩১-৩৩
সংলগ্নী-১৪	বাণিজ্যিক ব্যাংকে ইমপ্রেস্ট তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ	৩৪-৩৫
সংলগ্নী-১৫	ডসা (DOSA) তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ	৩৬-৩৭
সংলগ্নী-১৬	এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা তদুর্ধ্ব বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার পূর্বে বাছাই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারী আদেশ	৩৮
সংলগ্নী-১৭	বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদনের নমুনা	৩৯
সংলগ্নী-১৮	চেক প্রদানক্ষম সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাজেট বহির্ভূত ব্যয় রোধ প্রসংগে	৪০
সংলগ্নী-১৯	চেক প্রদানক্ষম সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাজেট ব্যয় রোধ প্রসংগে	৪১
সংলগ্নী-২০	পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ আদেশের নমুনা	৪২
সংলগ্নী-২১	বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অগ্রীম অর্থ উত্তোলন প্রসংগে	৪৩
সংলগ্নী-২২	উন্নয়ন বাজেটের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কতিপয় অনুসরণীয় বিষয়	৪৪
সংলগ্নী-২৩	বাজেট বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সংক্রান্ত	৪৫
সংলগ্নী-২৪	যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে বিল দাখিলের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন	৪৬
সংলগ্নী-২৫	অন্যান্য আরপিএ অর্থ ব্যয়ের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের নমুনা	৪৭
সংলগ্নী-২৬	স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাবীণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ	৪৮-৪৯
সংলগ্নী-২৭	ডিএসএল পরিশোধের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের নমুনা	৫০
সংলগ্নী-২৮	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লোকবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান প্রসংগে	৫১
সংলগ্নী-২৯	উন্নয়ন প্রকল্পে সাকুল্য ও স্কেলভিত্তিক জনবল নিয়োগ প্রসংগে	৫২-৫৩
সংলগ্নী-৩০	প্রকল্পের পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বছরওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণীর বিস্তারিত ব্যয় খাতে অর্থনৈতিক কোড ব্যবহারের নমুনা। বিস্তারিত ব্যয় খাত	৫৪-৫৭
সংলগ্নী-৩১	১লা জুলাই, ১৯৯৭ থেকে চালু হয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলের বেতন ভাতা প্রদান প্রসংগে	৫৮
সংলগ্নী-৩২	জিওবি অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার প্রসংগে	৫৯
সংলগ্নী-৩৩	স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবমুক্ত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখা সংক্রান্ত।	৬০
সংলগ্নী-৩৪	এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পাঙ্কিক/মাসিক প্রতিবেদন	৬১
সংলগ্নী-৩৫	উন্নয়ন প্রকল্পে জনবল নিয়োগ, মেয়াদকাল, বেতন ইত্যাদি নির্ধারণ	৬২-৬৩
সংলগ্নী-৩৬	উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোটরযান ক্রয় প্রসংগে	৬৪-৬৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সংলগ্নী-৩৭	উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়, বরাদ্দের বিভাজন, পদ সৃষ্টি ইত্যাদি আদেশে অর্থ বিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন (Endorsement) পদ্ধতি রহিতকরন প্রসংগে	৬৬-৬৮
সংলগ্নী-৩৮	১৯৯৭ সালের পূর্বে শুরু হওয়া সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করিয়া সুপারিশ প্রদানের জন্য সচিব কমিটি গঠন	৬৯
সংলগ্নী-৩৯	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের পিসিপি/পিপি প্রণয়নকালে পদ/লোকবলের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন	৭০
সংলগ্নী-৪০	নতুন পিসিপি/পিপি/টিএপিপিতে নতুন জনবল নির্ধারণের জন্য তথ্য-ছক সংশোধন প্রসংগে	৭১-৭২
সংলগ্নী-৪১	৩০জুন ১৯৯৭ বা তৎপূর্বে শুরু হয়ে সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সুযোগ পাননি, তাদের এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান	৭৩
সংলগ্নী-৪২	উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান সংক্রান্ত	৭৪
সংলগ্নী-৪৩	পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তদুর্ধ্ব বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার পূর্বে বাছাই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারী আদেশ	৭৫
সংলগ্নী-৪৪	জিওবির মাধ্যমে আরপিএ এর পুনর্ভরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন	৭৬
সংলগ্নী-৪৫	প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ বিভাজন (সংক্ষিপ্ত)	৭৭
সংলগ্নী-৪৬	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল নিয়োগ, মেয়াদকাল, বেতন-ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ বিষয়ক নীতিমালা	৭৮-৭৯
সংলগ্নী-৪৭	‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের সুবিধাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা	৮০-৮৩
সংলগ্নী-৪৮	‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের সুবিধাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা স্থগিতকরণ সম্পর্কিত পরিপত্র	৮৪
সংলগ্নী-৪৯	উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাকুল্য বেতন নতুন জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯-এর ধারাবাহিকতায় বৃদ্ধিকরণ।	৮৫-৮৮
সংলগ্নী-৫০	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যয়ের হার সংক্রান্ত।	৮৯-৯০
সংলগ্নী-৫১	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর অত্যাবশ্যকীয়/অপরিহার্য পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র	৯১
সংলগ্নী-৫২	উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত জনবলের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্যতা প্রসংগে	৯২
সংলগ্নী-৫৩	এক প্রকল্পের কর্মচারীকে অন্য প্রকল্পে পুনঃ নিয়োগ প্রসংগে	৯৩
সংলগ্নী-৫৪	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার জন্য বাছাই কমিটির অনুমোদন গ্রহণ না করা প্রসংগে।	৯৪
সংলগ্নী-৫৫	সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রকল্প সমাপ্তিতে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান প্রসংগে।	৯৫
সংলগ্নী-৫৬	১৯৯৭ সালের পূর্বে শুরু হয়ে সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯৬
সংলগ্নী-৫৭	উন্নয়ন প্রকল্পে জনবল নিয়োগ প্রসংগে।	৯৭
সংলগ্নী-৫৮	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর অত্যাবশ্যকীয় পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র	৯৮
সংলগ্নী-৫৯	জুলাই/১৯৯৭ এবং তদপূর্ববর্তীতে শুরু হওয়া সমাপ্ত প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং থোক বরাদ্দ থেকে বেতন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।	৯৯

উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১।	স্থানীয় মুদ্রা (জিওবি অংশ) (সিডি ভ্যাট ব্যতীত) বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দকৃত জিওবি অংশের ৩য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি, অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তি এবং জানুয়ারী-মার্চ সময়ে ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ২(দুই) কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (গ) ৩য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম ও ২য় কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ৩(তিন)টি কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (ঘ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(২) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দ অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে চতুর্থ কিস্তি সহ যে কোন কিস্তির অর্থ এপ্রিল - জুন (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।</p> <p>(৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট সরকারের পাওনা ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক পরিশোধ সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দ্বিতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ২(দুই) কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে</p>	<p>(১) যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।</p> <p>(২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক নগদে জমা সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p> <p>(৩) তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে কার্যক্রম বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।</p>	<p>(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে (কিস্তি ভিত্তিক/একত্রে) বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ অতিরিক্ত কিস্তিতে অবমুক্ত করা যাবে।</p> <p>(২) অর্থ বছরের শুরুতে (১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিভাজন আদেশ জারী করবে। অননুমোদিত পিসিপি/পিপি/টিএপিপি অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ অনুসরণেই বিভাজন আদেশ জারী করতে হবে। উন্নয়ন বাজেট/এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর রাজস্ব মূলধন পরিবর্তন করাসহ অননুমোদিত/ সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভাজন পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক অননুমোদিত হতে হবে।</p> <p>(৩) প্রস্তাবিত বিভাজন এবং অননুমোদিত প্রকল্প ছকে বর্ণিত সংস্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য হলে তা পরিবর্তনে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে।</p> <p>(৪) উন্নয়ন বাজেটের মূল বরাদ্দে কোন পরিবর্তন হলে সংশোধিত বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধিত বিভাজন আদেশ জারী করতে হবে।</p> <p>(৫) বিভাজন অননুমোদনের সরকারী আদেশ সংলগ্নী-১ -এ বর্ণিত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী এবং অর্থ অবমুক্তির আদেশ সংলগ্নী-২ (স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে অর্থ অবমুক্তির আদেশ সংলগ্নী ৩) অনুযায়ী জারী করতে হবে।</p> <p>(৬) অর্থ বিভাগে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংলগ্নী - ৪ ও ৫ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যাংক একাউন্টের স্টেটমেন্ট প্রস্তাবের সংগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(৭) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত জারীকৃত সকল সরকারী আদেশের অনুলিপি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(৮) ডিএসএল বাবদ সরকারের প্রাপ্য অর্থ নগদে জমা প্রদান ব্যতিরেকে কোন কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করতে হলে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে।</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অনুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		<p>হবে।</p> <p>(৪) সরকারের পাওনা ডি. এস. এল. পরিশোধ এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ অনুযায়ী চতুর্থ কিস্তির অর্থ এপ্রিল - জুন (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে।</p> <p>(৫) সংশোধিত এডিপি/বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্থ কিস্তির অর্থ অথবা বর্ধিত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি করতে হলে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন হবে।</p>		
২।	শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (CD VAT) পরিশোধের নিমিত্তে অর্থ অবমুক্তি	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করের (CD VAT) জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্ত অনুসরণ পূর্বক অর্থ বিভাগকে অবহিত রেখে প্রয়োজনের ভিত্তিতে (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই - মার্চ সময়ে) অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে।</p> <p>(২) সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী এপ্রিল - জুন সময়ে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই খাতের অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই খাতের অর্থ অবমুক্ত করা যাবে।</p> <p>(৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>(১) পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ সিডি ভ্যাটের অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অবমুক্ত করতে পারবে।</p> <p>(২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>(১) ১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনের (গ্যাপ্ট নং ৪, ১৯৬৯) ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী শুল্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে 'হিসাব চলতি (Account Current)' খুলে সেখানে সিডি ভ্যাট বাবদ অবমুক্তকৃত অর্থ জমা দিতে হবে। অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার নামে একটি মাত্র 'হিসাব চলতি' খুলতে হবে এবং প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব বই রাখতে হবে। প্রকল্পের মালামাল একাধিক বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হলে সংশ্লিষ্ট বন্দরের কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের অধীনে অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার নামে পৃথক 'হিসাব চলতি' খোলা যেতে পারে। 'হিসাব চলতি' খোলা না হলে কোন অর্থ ছাড় করা যাবে না।</p> <p>(২) অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব সংলগ্নী-৭ সহ পাঠাতে হবে এবং সরকারী আদেশ সংলগ্নী - ৬ -এ বর্ণিত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী জারী করতে হবে।</p> <p>(৩) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সিডি ভ্যাট বাবদ অর্থের চেক শুধু মাত্র কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট 'হিসাব চলতি' এর অনুকূলে প্রদান করবেন।</p> <p>(৪) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিডি ভ্যাট অবমুক্তির পরিমাণ, পরিশোধ এবং 'হিসাব চলতি'র জের ইত্যাদির বাৎসরিক বিবরণী (সংলগ্নী - ৭ অনুযায়ী) অর্থ বিভাগ, সি.এ.ও. অফিস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবে।</p> <p>(৫) সংশ্লিষ্ট কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ তাদের আওতায় পরিচালিত 'হিসাব চলতি' তে ৩০ জুনের ব্যালেন্স সংলগ্নী -৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং সিএও অফিসে জুলাই মাসে প্রেরণ করবে।</p> <p>(৬) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ যতক্ষণ পর্যন্ত সিডি ভ্যাট পরিশোধ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে বলে নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ বাবদ অর্থ ছাড় করবে না। মোট ছাড়কৃত অর্থ যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের মধ্যেই ব্যয় হয় তাও নিশ্চিত</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
				<p>করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রকল্প সাহায্যের অর্থে মোটরযান ক্রয়/আমদানীর ক্ষেত্রে সিডিভ্যাটের অর্থ ছাড়ের পূর্বেই অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(৭) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সিডিভ্যাট পরিশোধের পর যদি কোন অর্থ অব্যয়িত থেকে যায় তবে তা সংশ্লিষ্ট 'হিসাব চলতিতে'ই জমা থাকবে এবং এ অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরের বরাদ্দের সাথে সমন্বয় পূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সিডিভ্যাট অবমুক্তির আদেশ জারী করতে পারবে।</p> <p>(৮) প্রকল্পের শেষ বর্ষে অথবা তার পূর্বে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সমুদয় মালামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানী সমাপ্ত হয়ে থাকলে সমুদয় সিডি ভ্যাট পরিশোধের পর 'হিসাব চলতি'তে জমা থাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে (১/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর এর কোড...../প্রকল্পের কোড/২৬৭১) জমা দিতে হবে।</p> <p>(৯) উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা যদি স্থানীয় বাজার থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি/ যানবাহন ক্রয়ে অর্থায়ন করে এবং চুক্তির শর্ত অনুসারে যদি সিডিভ্যাটের অর্থ সরকারের পরিশোধের বিধান থাকে সে ক্ষেত্রে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সিডি ভ্যাটের বরাদ্দ থেকে সরবরাহকারীর অনুকূলে চেক জারী করতে পারবে :</p> <p>(ক) প্রকল্প দলিলে ক্রয়কৃত মালামালের সংখ্যা ও অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংস্থান থাকতে হবে। সিডিভ্যাট ব্যতীত সরবরাহ মূল্যের বাকী অংশ দাতা দেশ/সংস্থা কর্তৃক পরিশোধিত হওয়ার সমর্থনে প্রামাণ্য কাগজপত্র থাকতে হবে এবং মালামাল প্রাপ্তির প্রামাণ্য কাগজপত্র কাষ্টমস এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে;</p> <p>(খ) প্রকল্প দলিলে সিডিভ্যাট খাতে বরাদ্দ থাকতে হবে;</p> <p>(গ) মূল্য পত্রে (Price Quotation)/দরপত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে সিডিভ্যাট অংশের অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে;</p> <p>(ঘ) 'মূল্যপত্রে বর্ণিত সিডিভ্যাট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিশোধ করা হয় না এবং তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদান যোগ্য' এই মর্মে প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়ন থাকতে হবে;</p> <p>(ঙ) 'সরবরাহকারীর অনুকূলে শুধুমাত্র সিডিভ্যাট অংশের চেক প্রদান করা যাবে' এই মর্মে অর্থ অবমুক্তির আদেশে উল্লেখ থাকবে।</p>
৩.	পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে)	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংলগ্নী-১ এর ৫নং কলামে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম	(১) কিস্তি ভিত্তিক বরাদ্দ এবং যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ অতিরিক্ত কিস্তিতে অবমুক্ত করা যাবে। (২) বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের ঋণচুক্তি অনুসারে যোগ্য আইটেমের উপর এবং

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		<p>কিস্তি এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ২(দুই) কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জানুয়ারী-জুন সময়ে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি সহ যে কোন কিস্তির বরাদ্দ, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।</p> <p>(৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক নগদে জমা সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p> <p>(৪) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে। অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংলগ্নী-৪৪ পূরণ করতে হবে।</p>	<p>(২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে;</p> <p>(৩) চলতি প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ১ম কিস্তির এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ২য় কিস্তির অবমুক্ত অর্থের ৭৫% ব্যয়, ব্যয়িত অর্থের ৭৫% উন্নয়ন সহযোগীর নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ এবং দাবীকৃত অর্থের ৭৫% উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে পুনর্ভরণ করতে হবে।</p> <p>(৪) অর্থ অবমুক্তির সকল সরকারী আদেশ (সংলগ্নী-৮ অনুযায়ী) পৃথকভাবে জারী করতে হবে এবং এই আদেশের অনুলিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তবে স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংলগ্নী-২৬ অনুযায়ী সরকারী আদেশ জারী করতে হবে।</p> <p>(৫) উপরের (৩) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে এই মর্মে সরকারী আদেশে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে;</p> <p>(৬) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অক্টোবর, জানুয়ারী, এপ্রিল ও জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩(তিন) মাসের পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ, ব্যয়, দাবী এবং প্রকৃত প্রাপ্তি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-৯) অর্থ বিভাগে এবং সংশ্লিষ্ট সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ করবে।</p>
৪.	পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বিশেষ হিসাবের মাধ্যমে) বরাদ্দের অথরাইজেশন জারী (ক) SAFE Account (Special Account for Foreign Exchange)	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। অথরাইজেশন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংক চার কিস্তিতে (প্রথমে এক চতুর্থাংশ) অর্থ প্রকল্প একাউন্টে স্থানান্তর করবে। পূর্বের ছাড়কৃত অর্থ সমন্বয় করা হ'লে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।</p> <p>(২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে।</p> <p>(২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>(১) SAFE তহবিলের যাবতীয় কার্যক্রম অর্থ বিভাগের ৫/০৮/১৯৯৩ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র (সংলগ্নী-১০) অনুযায়ী পরিচালিত হবে।</p> <p>(২) অর্থ বিভাগে অথরাইজেশন জারীর প্রস্তাব প্রেরণের সময় (ক) সংলগ্নী-১ অনুযায়ী বিভাজন আদেশ, (খ) সংলগ্নী-৫ অনুযায়ী খরচ/পুনর্ভরণ বিবরণী, (গ) সংলগ্নী -১১ অনুযায়ী সমন্বয় আদেশ, (ঘ) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং (ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ববর্তী অর্থ বছরে স্পেশাল হিসাব হতে লেনদেনের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রাপ্তি মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত হিসাব প্রাপ্তি সম্পর্কে সি. এ. ও. কর্তৃক দেয়া প্রত্যয়ন পত্র প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তরের বা পরিশোধের সকল আদেশে প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর এবং এমবোস সীল সম্বলিত হতে হবে।</p> <p>(৪) অথরাইজেশন আদেশ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন অর্থ স্থানান্তর/পরিশোধ করতে পারবে না।</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
	(খ) CONTASA Account (Convertible Taka Special Account)	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংরক্ষিত CONTASA হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) CONTASA হিসাবের ব্যবহার পদ্ধতি এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ৪/০৫/১৯৯২ তারিখের পরিপত্র (সংলগ্নী-১২) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৪ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।
	(গ) Imprest Account	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের প্রকল্প পরিচালনা হিসাব হতে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) Imprest হিসাবের ব্যবহার পদ্ধতি এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ২৫/০৪/১৯৯৩ ও ২৪/১০/১৯৯৬ তারিখের পরিপত্র (সংলগ্নী -১৩ ও ১৪) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৪ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।
	(ঘ) DOSA (Dollar Special Account)	(১) ঋণচুক্তির শর্ত অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইউ এস ডলারে একটি বিশেষ হিসাব (DOSA) খোলা যাবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত DOSA হিসাব হতে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করা যাবে। (৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) DOSA হিসাবের ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ৫/০১/১৯৯৩ তারিখের পরিপত্র (সংলগ্নী-১৫) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৪ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
৫.	খাদ্য সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ/ খাদ্য- সামগ্রী অবমুক্তি	<p>(১) স্থানীয় মুদ্রা (নগদ অর্থ) অবমুক্তির ক্ষেত্রে ১নং ক্রমিকের ৩ নং কলামে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করতে হবে। খাদ্য শস্য অবমুক্তির ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তি পর্যন্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অবমুক্ত করতে পারবে এবং আদেশের একটি কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(২) সরকারের নিজস্ব সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে তিন কিস্তির সমপরিমাণ খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করতে পারবে।</p> <p>(৩) চতুর্থ কিস্তির খাদ্য সামগ্রী (এপ্রিল-জুন সময়ে) পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিতে এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ চূড়ান্ত হলে শুধু অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অবমুক্ত করা যাবে।</p>	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বৈদেশিক সাহায্য পুষ্টি/ সরকারের নিজস্ব সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করতে পারবে। খাদ্য সামগ্রী দেশে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>(২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>(১) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে খাদ্য সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের কোন কিস্তির খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করা যাবে না।</p> <p>(২) খাদ্য সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের স্থানীয় মুদ্রা (নগদ অর্থ যদি থাকে) অবমুক্তির ক্ষেত্রে ১ নং ক্রমিকে ৫নং কলামের বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>(৩) খাদ্য সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের অর্থ (নগদ অর্থ যদি থাকে) অবমুক্তির ক্ষেত্রে ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>(৪) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং নির্ধারিত খাদ্য সামগ্রী দেশে এসে পৌঁছে থাকলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে তিন কিস্তির সমপরিমাণ খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করতে পারবে।</p>
৬.	প্রতিরূপ তহবিল এর বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ অবমুক্তি ও ব্যবহার	১ নং ক্রমিকের ৩ নং কলামে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে।	১ নং ক্রমিকের ৪ নং কলামে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে।	<p>(১) ১ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>(২) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক দাতা সংস্থার সম্মতির ভিত্তিতে (Project Implementation Letter - PIL) চিহ্নিত প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের বিপরীতে এবং প্রতিরূপ তহবিল (কাউন্টার পার্ট ফান্ড) জমা/পরিশোধ করার লক্ষ্যে স্থানীয় মুদ্রায় এই অর্থ অবমুক্ত হবে। অবমুক্তির আদেশ সংলগ্নী - ২ অনুযায়ী জারী করতে হবে এবং তাতে প্রতিরূপ তহবিলের অর্থ অবমুক্তির আদেশে 'স্থানীয় মুদ্রা, অর্থ অবমুক্তির পর সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রতিরূপ তহবিল থেকে সরকারী হিসাব খাতে অর্থ স্থানান্তরের' নির্দেশ থাকতে হবে। জি. ও. 'এর একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে দিতে হবে।</p> <p>(৩) সি. এ. ও. কর্তৃক স্থানীয় মুদ্রায় ছাড়ের পর পরই উক্ত টাকা প্রতিরূপ তহবিল হতে ডেবিট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সি.জি.এ. কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পর সি.জি.এ. কার্যালয় অর্থ বিভাগকে অবহিত করবে।</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
৭.	জি ও বি অর্থায়নে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তি ও ব্যবহার (এডিপির ১৮ নং কলামে অন্যান্য বাবদ বরাদ্দ)	জি ও বি অর্থায়নে এডিপিতুক্ত প্রকল্পের নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বরাদ্দের (এডিপির ১৮ নং কলামে অন্যান্য বাবদ বরাদ্দ) যে কোন কিস্তির টাকা ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।		অর্থ বিভাগের ২১/০৪/২০১০ তারিখের ৬০৯ নং স্মারকে ঋণপত্র খোলার পূর্বে বাছাই কমিটির সম্মতি গ্রহণের বিধান রহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকলে এলসি খোলা যাবে।
৮.	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ জেলা পরিষদ/ উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম সরকার/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন সহায়তা থোক ছাড়াও অন্যান্য থোক বরাদ্দ অবমুক্তি	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন সহায়তা সহ অন্যান্য থোক জন্য ধার্যকৃত উন্নয়ন সহায়তার থোক বরাদ্দ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অবমুক্ত করা যাবে।		(১) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ সহ সকল 'থোক বরাদ্দ', উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নির্ণায়ক অনুসারে বন্টন এবং নির্ণায়ক মোতাবেক বিভাজন প্রস্তুত পূর্বক অর্থ ছাড় করতে হবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই মর্মে নিশ্চিত হয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করবে যে, পূর্ববর্তী অবমুক্ত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ইতোমধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ সহ সকল থোক বরাদ্দের টাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতিত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না। (৩) অর্থ বছরের শেষে (৩০ জুন তারিখে) 'থোক বরাদ্দের' অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারী কোষাগারে চালানের মাধ্যমে জমা/সমর্পণ করবে এবং তা অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৪) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ সহ সকল থোক বরাদ্দের অর্থের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্টে হিসাব পরিচালনা করতে হবে। (৫) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থের বিবরণ নির্ধারিত ছকে সংলগ্নী- ১৭ অনুযায়ী পরবর্তী বছরের ১৫ই জুলাই তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
৯.	পুণঃ উপযোজন/ পুণঃ বরাদ্দ/অতিরিক্ত বরাদ্দ	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে কোন প্রকল্পের প্রধান খাত সমূহের বরাদ্দ পুণঃ উপযোজনের মাধ্যমে পুনঃবরাদ্দ প্রদান করতে পারবে :</p> <ul style="list-style-type: none"> বছরওয়ারী বিভাজন (রাজস্ব ও মূলধন অপরিবর্তিত রেখে) প্রধান খাতসমূহের বরাদ্দ পুণঃ উপযোজনের মাধ্যমে অননুমোদিত পিপির কোন কম্পোনেন্টের ব্যয় অতিক্রম করা যাবে না। এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে পুণঃ উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না। তবে এরূপ পুণঃ উপযোজনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে এবং পিপির এক অংগের অর্থ অন্য অংগে পুণঃ উপযোজনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। সিডি ভ্যাট বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য কোন খাতে পুণঃউপযোজন করা যাবে না। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই উপযোজন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলন নিশ্চিত করবে। <p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এক প্রকল্পের সিডিভ্যাটের অর্থ অন্য প্রকল্পের সিডিভ্যাটের বরাদ্দের মধ্যে পুণঃ উপযোজন করতে পারবেঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> উক্ত পুণঃ উপযোজন অবশ্যই উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে হতে হবে। একই অর্থ বছরে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন হবে এরূপ প্রকল্পের বরাদ্দ হতে উপযোজন করা যাবে না। এই পুণঃ উপযোজন শুধু মাত্র অর্থ বছরের জুলাই - মার্চ পর্যন্ত সময়ে করা যাবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই উপযোজন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলন নিশ্চিত করবে। <p>(৩) কোন প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ সমর্পন পূর্বক পুনরায় তা অন্য প্রকল্পে পুণঃ উপযোজন করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না।</p> <p>(৪) সংসদে উপস্থাপনের নিমিত্তে সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট (মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী) চূড়ান্ত হওয়ার পরে পুণঃ উপযোজন/পুণঃ বরাদ্দ/অতিরিক্ত বরাদ্দের ভিত্তিতে অর্থ অবমুক্তির কোন প্রস্তাব অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না।</p>		

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১০.	এডিপি বহির্ভূত টাকা অবমুক্তি (নগদায়ন)	<p>(১) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রাপ্য খাদ্য শস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দিষ্ট হিসাবে স্থানান্তর সংক্রান্ত মানিটাইজেশন আদেশ জারী পূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। অতঃপর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ হতে এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে টাকা প্রাপ্তির সম্মতি গ্রহণ করবে। বাজেট অনুবিভাগের উক্ত সম্মতিসহ বাজেট অনুবিভাগে অর্থ অবমুক্তি/স্থানান্তরের জন্য নথিতে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>(২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রস্তাবের সাথে (১) বিভাজন আদেশ (সংলগ্নী-৪৫ অনুযায়ী) (২) অবমুক্তি, ব্যয় ও অব্যয়িত টাকা সম্পর্কে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং (৩) চুক্তি অনুসারে প্রস্তাবিত টাকা দিয়ে কি কাজ করা হবে ও পূর্ববর্তী বছরের টাকা দিয়ে কি কাজ করা হয়েছে তার বিবরণ দাখিল করবে।</p> <p>(৩) অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ থেকে সম্মতি পাওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সি. এ. ও.) বরাবরে জি. ও. জারী করবে। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জারীকৃত সরকারী আদেশসমূহের প্রেক্ষিতে সি. এ. ও. ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সমন্বয় (Reconciliation) আদেশ জারী করবে।</p> <p>(৪) খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য শস্য মানিটাইজেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব সি. এ. ও. খাদ্য, বাজেট উইং, উন্নয়ন উইং, সিজিএ ও বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের হিসাব সি. এ. ও. খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাজেট অনুবিভাগকে জানাবে।</p> <p>(৫) বাজেট অনুবিভাগ এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ, মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় বিভাজনের কপি খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ্য ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও বাজেট অনুবিভাগে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রতি অর্থ বছরের শেষ সপ্তাহে সমন্বয় আদেশ জারী করে তার একটি কপি সি. এ. ও. খাদ্য মন্ত্রণালয়, সি. জি. এ., খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ ও উন্নয়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করবে।</p>		
১১.	এডিপি বহির্ভূত জিওবি অর্থ অবমুক্তি (পিকেএসএফ/এসডিএফ/বি এমডিএফ ইত্যাদি)	<p>(১) অননুমোদিত প্রকল্প ডকুমেন্টের সংস্থান মোতাবেক ফান্ডের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত বাজেট প্রস্তাব যথাসময়ে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(২) উন্নয়ন বাজেট অনুবিভাগ তা পরীক্ষান্তে রাজস্ব বাজেট অনুবিভাগে প্রেরণ করবে।</p> <p>(৩) সংস্থা প্রধান বিভাজন আদেশ (সংলগ্নী-১), সংলগ্নী-৪ ও সংলগ্নী-৫ যথাযথভাবে পূরণ করে ব্যাংক একাউন্টের স্টেটমেন্টসহ অর্থ বিভাগে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>(৪) বাজেট অনুবিভাগের সম্মতি নিয়ে অর্থ ছাড় করতে হবে এবং বাজেট অনুবিভাগ অর্থ ছাড়ের জিও সমন্বয় করবে।</p> <p>(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হবেন। অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিবের প্রতিশ্রুতির বিলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা অর্থ ছাড় করবে।</p> <p>(৬) যাবতীয় বিল-ভাউচার বিধি অনুযায়ী নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল করতে হবে।</p>		

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১২.	সরকারী হিসাব হতে চেক প্রদানক্ষম অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি	<p>(১) অনুমোদিত ও পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণক্রমে ব্যয়িত অর্থের উপর ভিত্তি করে এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রেখে তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত চেক ইস্যু করতে এবং প্রতি চেকের অপর পৃষ্ঠায় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত আছে এই মর্মে চেক উত্তোলনকারীকে প্রত্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের ১২/১২/৯২ ইং তারিখের অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৭১৫ নং স্মারকের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>(২) অননুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত পূর্বে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না বা চেক প্রদান করা যাবে না।</p> <p>(৩) বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কোন ব্যয় মোটানোর জন্য চেক ইস্যু করা যাবে না।</p> <p>(৪) জিওবি, আরপিএ সরকারের মাধ্যমে, স্থানীয় ভ্যাট/ট্যাক্সের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>(৫) যে সকল সরকারী দপ্তর/সংস্থার বাংলাদেশ ব্যাংকের রক্ষিত সরকারী একাউন্টের অনুকূলে চেক ইস্যুইং ক্ষমতা রয়েছে তাদেরও ক্রমিক নং ৪ এ উল্লিখিত ডসা, সেফ, ইমপ্রেস্ট, কোনটাসা হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>(৬) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে চতুর্থ কিস্তি সহ যে কোন কিস্তির অর্থ এপ্রিল - জুন (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।</p>	<p>(১) সংলগ্নী -১ ও ২ অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিভাজন এবং অর্থ অবমুক্তির আদেশ জারী করবে।</p> <p>(২) চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট অর্থরিট কোন চেক প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সে চেকের বিপরীতে কোন টাকা উত্তোলনে সম্মতি দিবে না। অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতিক্রমে একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে (সরকারী হিসাব বিভাগে) প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(৩) এছাড়াও সংলগ্নী -১৮ ও ১৯ অনুসরণ করতে হবে।</p>	
১৩.	বেসরকারী সংস্থা/স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের অর্থ অবমুক্তি	<p>(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংলগ্নী-২ এর ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ২(দুই) কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জানুয়ারী - জুন সময়ে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দ, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা যাবে।</p> <p>(৩) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মতি এবং জানুয়ারী</p>	<p>(১) কিস্তি ভিত্তিক বরাদ্দ এবং যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।</p> <p>(২) অননুমোদিত প্রকল্পের প্রথম-তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।</p>	<p>(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে অর্থ অবমুক্ত করতে হবে।</p> <p>(২) ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ১ম কিস্তির এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ২য় কিস্তির অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারের হিসাব ও প্রত্যয়ন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ দপ্তরের মাধ্যমে সিএও অফিসে দাখিলের পর অর্থ অবমুক্ত করা যাবে।</p> <p>(৩) যাবতীয় বিল -ভাউচার বিধি অনুযায়ী নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তরে দাখিল করতে হবে।</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		- জুন সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।		
১৪.	উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারী দপ্তর/অধিদপ্তর/কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ ৩০ জুন তারিখের মধ্যে (জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সি.এ.ও. বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে) সমর্পণ করতে হবে এবং বিবরণীর কপি (সংলগ্নী - ১৭ অনুযায়ী) অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে উত্তোলিত অর্থের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ ৩০ জুন তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোড নং - ১/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কোড-----/ প্রকল্পের কোড-----/২৬৭১ “অতিরিক্ত প্রদত্ত আদায়” খাতে জমা দিয়ে চালানের কপি সহ অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।		
১৫.	বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন পরিশিষ্ট-১ (সংলগ্নী-৪৫) ও সংলগ্নী - ৩০ অনুসারে প্রস্তুত করে ১৫ই জুলাই এর মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বিভাজন আদেশ যথাসময়ে পাওয়া না গেলে প্রকল্প বরাদ্দ (রাজস্ব ও মূলধন) খোক হিসাবে প্রদর্শন করতঃ বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট চূড়ান্ত করা হবে। এ ক্ষেত্রে খোক বরাদ্দে প্রদর্শিত অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।		
১৬.	অর্থ ব্যয়ের বিবরণী দাখিল	(১) উন্নয়ন প্রকল্পের পাঙ্কিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রনয়নের নিমিত্তে সংলগ্নী - ৩৪ অনুযায়ী অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের তথ্যাদি প্রতি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (২) ১৫ জানুয়ারী ও ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রকল্পওয়ারী অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের ষাণ্মাসিক বিবরণী (সংলগ্নী - ৫, ৯) অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। অর্থ বছর শেষে সংলগ্নী - ১৭ অনুসারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উহার অধীনস্থ প্রকল্প সমূহের রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদন ১৫ জুলাই 'এর মধ্যে সি. এ. ও. এর কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) প্রতি অর্থ বছর শেষে সংলগ্নী-১৭ মোতাবেক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উহার অধীনস্থ প্রকল্প সমূহের ব্যয় বিবরণী জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।		
১৭.	স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)/ আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উন্নয়ন সহযোগীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে ঠিকাদার/কনসালটেন্ট এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর/আয়কর পরিশোধের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরবরাহ সেবা খাতের বরাদ্দের ছাড়কৃত অর্থ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। (২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ছাড় করা যাবে। (২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রকল্পের সরবরাহ সেবা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকতে হবে। (২) আমদানীর জন্য নির্ধারিত সিডি ভ্যাট খাতের বরাদ্দ থেকে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর বা আয়করের অর্থ পরিশোধ করা যাবে না।
১৮.	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের জন্য পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের আদেশ জারী করবে এবং তার অনুলিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ এবং পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকল্পের পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণের আদেশ জারী করতে পারবে। (২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	সকল প্রকার প্রকল্পের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের আদেশ সংলগ্নী - ২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর ভিত্তিক হতে হবে এবং বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংলগ্নী - ২৯ অনুসরণ করতে হবে।

১৯। উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, বিভাজন, অবমুক্তি, ব্যবহার এবং হিসাব সংরক্ষণের সাধারণ শর্তাবলী

- (১) প্রকল্পে কিছু কিছু অংশ বা অংশ বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের বিধান রয়েছে। প্রকল্পের দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশ বা আইটেমের জন্য খন্ড খন্ড ভাবে প্রশাসনিক অনুমোদন দানের পরিবর্তে সাধারণভাবে আগস্ট মাসের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সকল অংশ বা আইটেমের জন্য একত্রে (বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতিত) একবারে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রকল্প থেকে এই নির্দেশিকায় বর্ণিত সংলগ্নী-৫, ৯, ১৭, ২৫, ২৭ ও ৩৪ অনুযায়ী বিবরণী ও প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে অর্থ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রেরণ করা হচ্ছে। হাল নাগাদ এ সকল বিবরণী ও প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে পাওয়া না গেলে অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন এবং অন্যান্য আরপিএ খাতের অর্থ ছাড়ে অথরাইজেশন জারী করা হবে না।
- (৩) হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকল্প পরিচালক অত্যাবশ্যিকীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হিসাব দাখিল নিশ্চিত করবেন।
- (৪) প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এডিপি/আরএডিপি -তে প্রকল্পের নামের পার্শ্বে প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ পূর্বক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার ভিত্তিতে অর্থ অবমুক্ত ও ব্যবহার করা যাবে। অন্যথায় মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কোন অর্থ অবমুক্ত করা যাবে না।
- (৫) কোন অনিয়মিত ব্যয়, ক্ষমতা/অর্থের অপব্যবহার হলে এই স্মারক বলে প্রদত্ত ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে।
- (৬) অর্থ বিভাগের ২/৬/১৯৯৪ তারিখে জারীকৃত (অর্থ বিভাগের প্রেরিতব্য বিষয়সমূহের তালিকা) এবং ২২/০২/২০০০ এবং তারিখে জারীকৃত “উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা ” শীর্ষক স্মারকদ্বয়ের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- (৭) উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ হতে অগ্রিম গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২৩-০২-৯৮ তারিখের অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৮/৭২ নং পরিপত্র অনুসরণ পূর্বক (সংলগ্নী- ২১) প্রস্তাবিত অগ্রিমের তিন মাস ভিত্তিক ব্যয়ের নিম্ন ছকে বর্ণিত পরিকল্পনা (Quarterwise Expenditure plan) সহ প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে :

অর্থনৈতিক (খরচ) খাত ও কোড নং	বিস্তারিত খাত ও কোড নং	বাজেট বিভাজন অনুযায়ী বরাদ্দ	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আনুমানিক ব্যয়	অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে আনুমানিক ব্যয়	জানুয়ারী-মার্চ সময়ে আনুমানিক ব্যয়	এপ্রিল-জুন সময়ে আনুমানিক ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

- (৮) (ক) কোন কোন ক্ষেত্রে পুন: উপযোজন বা সংশোধিত এডিপি এর মাধ্যমে প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করা হয়ে থাকে। এধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, সংশোধিত এডিপি হওয়ার পূর্বেই মূল এডিপি -র অনুসরণে সংশোধিত মোট বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যে প্রকল্প থেকে বরাদ্দ প্রত্যাহার করা হয়েছে তার জন্য অবমুক্তকৃত অর্থ হতে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এ সম্পর্কে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রত্যয়ন সংগ্রহপূর্বক দাখিল করতে হবে। এই প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট যে প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ঐ প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি দেয়া যাবে না।
- (খ) মূল এডিপির বরাদ্দ অনুসারে অবমুক্তকৃত ও ব্যয়িত অর্থের তুলনায় যদি সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমে যায় এবং যদি সংশোধিত এডিপির বরাদ্দের তুলনায় কোন খাতের অর্থ অতিরিক্ত অবমুক্ত ও ব্যয়িত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিতে খাত সমন্বয় পূর্বক ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।
- (৯) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে প্রকল্পের বরাদ্দ বন্টন পূর্বক সংলগ্নী-১ অনুসারে (মূলধন ও রাজস্ব অপরিবর্তিত রেখে) বিভাজন আদেশ জারী ও সংশোধন করতে পারবে। শর্ত থাকবে যে, সিডি ভ্যাট খাতে এডিপিতে যে বরাদ্দ রয়েছে তা থেকে অন্য কোন খাতে অর্থ পুন:উপযোজন / স্থানান্তর করা যাবে না।

- (১০) ক. অর্থবিভাগ কর্তৃক অর্থ প্রদানের অথরাইজেশন জারী করা না হলে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে ডসা, কোনটাসা, সেফ ও ইমপ্রেষ্ট হিসাব হতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ প্রদান করা যাবে না।
- খ. বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নিম্ন ছকে প্রকল্প হিসাবের পূর্ববর্তী অর্থ বছরের লেনদেন সম্পর্কে অর্থবিভাগ ও সিএও এর নিকট বিবরণী দাখিল করতে হবে।

১. প্রকল্পের নাম	:
২. অর্থ বছর	:
৩. হিসাব নম্বর ও প্রকৃতি	:

লেনদেনের বাৎসরিক বিবরণী

মাস ও সন	প্রারম্ভিক জমা	মাসিক জমা	মাসিক প্রদান	সমাপনী ব্যালেন্স	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

৪. অর্থ বিভাগের অথরাইজেশন অনুযায়ী অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	:
৫. প্রকল্প হিসাব থেকে এই অর্থবছরে প্রদত্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অর্থের পরিমাণ	:
৬. অথরাইজেশনের চেয়ে কম/বেশী প্রদান (৪-৫)	:

- (১১) প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। সিএও এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ এই হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। এই হিসাবের অর্থ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিপি অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই হিসাব থেকে কোন অর্থ অন্য কোনভাবে অন্য উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করা যাবে না।
- (১২) অবমুক্তকৃত অর্থ অব্যয়িত থেকে থাকলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অবমুক্তিযোগ্য অর্থ অবমুক্ত করা হলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে। এর স্বপক্ষে তথ্যাদিসহ (অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুসারে) প্রত্যয়ন দিতে হবে এবং সংলগ্নী-২২, ২৩ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
- (১৩) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের ত্রৈমাসিক হিসাব (সংলগ্নী-৫ ও ৯ অনুযায়ী) এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবে।
- (১৪) পিপি চূড়ান্তকরণের সময় প্রকল্প মূল্যায়ন সভা/গ্রাক-একনেক সভা, একনেক সভা, ডিপিইসি/এসপিইসি সভার কার্যবিবরণীসমূহে অর্থ বিভাগের মতামত অন্তর্ভুক্ত পূর্বক পিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে।
- (১৫) প্রকল্পের অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব প্রতি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

২০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ

- (১) হিসাব ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর উন্নয়ন বাজেটের অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে আর্থিক শৃংখলা বিষয়ক নীতি, বিধি-বিধান এবং নিয়মকানুন অনুসরণ নিশ্চিতকরণে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব তথা প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।
- (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে এই স্মারকের বিভিন্ন শর্তাদি ও পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- (৩) এই স্মারকে বর্ণিত শর্তাদি/পদ্ধতির কোনরূপ রহিতকরণ/শিথিলতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে তার যৌক্তিকতাসহ অবশ্যই অর্থ বিভাগের (বাজেট অনুবিভাগ) সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং কোনরূপ রহিতকরণ/শিথিলকরণে অর্থ বিভাগের (বাজেট অনুবিভাগ) সম্মতিপত্রের ভিত্তিতে জারীকৃত সরকারী আদেশ ব্যতীত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কোনক্রমেই অর্থ প্রদান করতে পারবেন না।
- (৪) সরকারী অফিস, অধিদপ্তর এবং পরিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের পর বিল ভাউচারের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২২/২/২০০০ তারিখে জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত আদেশের ক্রমিক নং ৩৬ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করা যাবে না। সংলগ্নী-২৪ ও ৩০ অনুসারে ও অন্যান্য যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- (৫) অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে থাকলে ও সংশ্লিষ্ট বিবরণী যথাসময়ে পাওয়া না গেলে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তা অর্থ বিভাগ এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।
- (৬) যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদনক্রমে জারীর আবশ্যিকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের ভিত্তিতে জারীকৃত সরকারী আদেশ ব্যতীত কোন অর্থ অবমুক্ত করা যাবে না।
- (৭) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রকল্পের জিওবি এবং আরপিএ অংশের (সরকারের মাধ্যমে) অর্থ অবমুক্তি, খরচ ও পুনর্ভরণের ত্রৈমাসিক হিসাব সংলগ্নী-৫ ও ৯ (যে অংশ প্রযোজ্য) অনুসারে অর্থ বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। অর্থ বছর শেষে সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে দাখিল করবে।
- (৮) প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক সরাসরি প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য, সেফ/কোনটাসা/ইমপ্রেস্ট/ডসা পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন, ব্যয় ও পুনর্ভরণ সংক্রান্ত হিসাব/তথ্য নিয়মিত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশদান, মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় তার পালন পরিবীক্ষণ, এবং সংলগ্নী-১১ অনুসারে সমন্বয় আদেশ জারী নিশ্চিত করবেন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রকল্প সাহায্যের হিসাব/ তথ্য তাঁর অফিসে নিয়মিত পৌঁছাতে ব্যর্থ প্রকল্প পরিচালকদের নামের তালিকা প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং অর্থ বিভাগকে অবহিত রাখবেন। প্রয়োজনবোধে এ সব প্রকল্পের জিওবি অংশের অর্থ অবমুক্তির সাথে উপরোক্ত তথ্য প্রদানের শর্তারোপ ও তার পালন অনুসরণ করা যেতে পারে।

(পিপি/টিএপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ও বিভাজন অনুমোদনের নমুনা সরকারী আদেশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... মন্ত্রণালয়

নং

তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষন অফিসার
..... মন্ত্রণালয়।বিষয় : অর্থ বৎসরে অনুমোদিত /অননুমোদিত /..... (প্রকল্পের নাম) প্রকল্প কোড নং জন্য
উন্নয়ন বাজেটে ধার্যকৃত বরাদ্দের বিভাজন অনুমোদন সংক্রান্ত।

উপরে উল্লিখিত প্রকল্পটির জন্য বর্তমান অর্থ বৎসরের উন্নয়ন বাজেটে মঞ্জুরী নং মন্ত্রণালয়ের নাম
..... ও কোড নং প্রকল্পের নাম ও কোড নং এর অধীন বরাদ্দকৃত টাকা
..... কথায় এর নিম্নোক্ত বিভাজনের সরকারী অনুমোদন জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি। মূলধন ও রাজস্ব খাতের নির্দিষ্ট ব্যয়
খাত অনুসারে এই বিভাজন আদেশ জারী করা হইয়াছে।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			সর্বমোট
		পুনর্ভরণযোগ্য (জিওবির মাধ্যমে)	ডসা,কোনটাসা,সেফ, ইমপ্রেষ্ট,বিশেষ হিসাব	ডিপিএ	
রাজস্ব ব্যয়					
৪৫০০	অফিসারদের বেতন				
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন				
৪৭০০	ভাতাদি				
৪৮০০	সরবরাহ ওসেবা				
৪৯০০	সমরামত,সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন				
৫৯০০	সাহায্য ও মঞ্জুরী				
৬৬০০	অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়				
	মোটঃ রাজস্ব ব্যয়				

মূলধন ব্যয়

৬৮০০	সম্পদ সৃষ্টি/ক্রয়				
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়				
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত				
৭১০০	শেয়ার ও ইকুয়িটিতে বিনিয়োগ				
৭২০০	মূলধন মঞ্জুরী				
৭৩০০	ঋণ ও অগ্রিম প্রদান				
৭৯০০	মূলধন খাতে সিডিভাট				
৭৯৮০	বিনিয়োগ মূলধন ব্যয়				
	মোটঃ মূলধন ব্যয়				
৩.(ক)	সর্বমোট ব্যয়ঃ				

২। (অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে) এই বিভাজনে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(নামঃ)
সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নম্বরঃ-

অনুলিপি : ১। সিনিয়র সহকারী সচিব.....

উন্নয়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

২। সিনিয়র সহকারী প্রধান

পরিকল্পনা কমিশন।

৩। মহা-ব্যবস্থাপক, সরকারী হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(বি: দ্র:- অপ্রাসংগিক অংশ কাটায় দিন। বিভাজন প্রদর্শনে সংলগ্নী-৩০ এ প্রদর্শিত অর্থনৈতিক কোড অনুসরণ করতে হবে। অনুমোদিত/পিপিপি অনুমোদিত প্রকল্পের বিভাজন আদেশ
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জারী করতে পারবে। অননুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(স্থানীয় মুদ্রা (জিওবি) অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... মন্ত্রণালয়

নং :

তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার
..... মন্ত্রণালয়

বিষয় : অর্থবৎসরে মন্ত্রণালয়ের (নাম ও কোড নং সহ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থবরাদ্দ।

এই বিভাগ/মন্ত্রণালয় কর্তৃক তারিখে নং সরকারী আদেশে অনুমোদিত থোক বরাদ্দের বিভাজন অনুযায়ী আমি এই মর্মে আদিষ্ট হইয়া জিওবি বরাদ্দ হইতে নিম্নরূপে অর্থ বরাদ্দের সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম ও কোড নং	প্রকল্পের নাম ও কোড নং	অনুমোদিত/ পিসিপি অনুমোদিত/ অননুমোদিত	কিস্তির নাম ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ	রাজস্ব খাতের অর্থ	মূলধন খাতের অর্থ	মোট অবমুক্ত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

- এই ব্যয় বর্তমান অর্থ বৎসরের উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং, মন্ত্রণালয় (নাম ও কোড নং) হইতে বহন করা হইবে।
- উপরোক্ত অর্থ শুধু টাকা বরাদ্দের অংক নির্দেশ করে। (শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর এবং পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের জন্য বরাদ্দ টাকা এই অংকের বর্হিতত।)
- এই বরাদ্দের অধীনে ব্যয় অনুমোদিত প্রকল্প ছকে বর্হিত দফাওয়ারী বরাদ্দ অনুযায়ী করিতে হইবে এবং মোট ব্যয় অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের অতিরিক্ত হইবে না।
- এই আদেশ অর্থ বিভাগের তারিখের অম/অবি/উঃবাঃ১/..... নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগকে/মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হইল।
- কিস্তি/অতিরিক্ত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তিতে অর্থ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগের তারিখের অম/অবি/উঃবাঃ/...../..... নং স্মারকমূলে (অনুলিপি সংযুক্ত) সম্মতি রয়েছে।

(নামঃ)

সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন নম্বরঃ-

- দ্রষ্টব্য : ১. অগ্রাসংগিক অংশ কাটিয়া দিন।
২. অননুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগ অর্থ বরাদ্দের সময় যদি কোন শর্ত আরোপ করেন তবে তাহা সরকারী আদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
৩. চেক ইস্যুয়িং অথরিটি/সংস্থা ক্ষেত্রে জিও এর ১টি কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রেরণ করিতে হবে।
৪. প্রতিরূপ তহবিলের অর্থ ছাড়ের জিও'র কপি মহাব্যবস্থাপক, সরকারী হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক দিতে হবে।

(স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক
বাস্তবায়নায়ী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের স্থানীয় মুদ্রা (জিওবি) অংশের অর্থ অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... মন্ত্রণালয়

নং

তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষন অফিসার,
..... মন্ত্রণালয়।

বিষয় : অর্থ বৎসরে মন্ত্রণালয়ের (নাম ও কোড নং সহ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ
বরাদ্দ।

এই মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তারিখে নং সরকারী আদেশে অনুমোদিত খোক বরাদ্দের বিভাজন
অনুযায়ী আমি এই মর্মে আদিষ্ট হইয়া স্থানীয় মুদ্রা (জিওবি) অংশের বরাদ্দ হইতে সংস্থার অনুকূলে নিম্নরূপে অর্থ ছাড়ে
সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম ও কোড নং	প্রকল্পের নাম ও কোড নং	অনুমোদিত/ পিসিপি অনুমোদিত/ অনুমোদিত	কিস্তির নাম ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ	ঋণের অর্থের পরিমাণ	বিনিয়োগের অর্থের পরিমাণ	অনুদানের অর্থের পরিমাণ	রাজস্ব খাতের অর্থ	মূলধন খাতের অর্থ	মোট অবমুক্ত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ক. উপরোক্ত অর্থ অনুদান/ বিনিয়োগ/ ঋণ হিসাবে দেওয়া হইল।

খ. এই ব্যয় বর্তমান অর্থ বৎসরের উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং
মন্ত্রণালয়ের (নাম ও কোড নং) প্রকল্প (নাম ও কোড নং
.....) অর্থনৈতিক কোড নং হইতে বহন করা হইবে।

গ. ঋণের অর্থ নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে পরিশোধ করিতে হইবেঃ

১. বার্ষিক হারে (কথায়) সাময়িকভাবে এই ঋণের সুদ দিতে হইবে।
২. এই ঋণ টি (কথায়) সমান বাৎসরিক/ ঋণায়িক কিস্তিতে আসল ও
সুদসহ পরিশোধ করিতে হইবে।
৩. ঋণের টাকা তোলার তারিখ হইতে বৎসর পর এই ঋণের টাকা আদায়যোগ্য প্রথম
..... বৎসর পর্যন্ত আহরিত টাকার উপর সকল সুদ দিতে হইবে।

ঘ. তাছাড়া অর্থ বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে তারিখে সম্পাদিত ঋণচুক্তি অনুযায়ী ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ
করিতে হবে।

২. উপরোক্ত অর্থ শুধু টাকা বরাদ্দের অংক নির্দেশ করে। (শুষ্ক ও মূল্য সংযোজন কর এবং পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের জন্য বরাদ্দ টাকা
এই অংকের বর্হিত।)

৩. এই বরাদ্দের অধীনে ব্যয় অনুমোদিত প্রকল্প ছকে বর্ণিত দফাওয়ারী বরাদ্দ অনুযায়ী করিতে হইবে এবং মোট ব্যয় অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের
অতিরিক্ত হইবে না।

৪. চলতি অর্থবছরে উপরোক্ত ডিএসএল এর বিপরীতে প্রথম/ দ্বিতীয়/ তৃতীয়/ চতুর্থ কিস্তি বাবদ টাকা নগদ জমা প্রদান
করা হয়েছে।

৫. এই আদেশ অর্থ বিভাগের তারিখের নং স্মারকের অধীনে অত্র
বিভাগকে/মন্ত্রণালয়কে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, সেই অনুসারে জারী করা হল।

৬. এই মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রতীক্ষাকরিত বিল উপস্থাপনের মাধ্যমে সংস্থার পক্ষে সংস্থার এই অর্থ
উঠাইতে পারিবেন।

(নামঃ)
সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-

-
- দ্রষ্টব্য : ১. অপ্রাসংগিক অংশ কাটিয়া দিন।
২. অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত পরিবর্তন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড লগী/ পুণলগী শর্ত প্রযোজ্য হইবে।
৩. ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাস্তুবায়নকারী সংস্থার জন্য অর্থনৈতিক কোড নং ৭০৩৭ এবং অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে ৭৩০১ অর্থনৈতিক কোড উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পের বরাদ্দের অনুদান বাবদ প্রদানযোগ্য রাজস্ব অংশের জন্য অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০ অর্থ নৈতিক কোড সাহায্য মঞ্জুরী অধীনে ব্যবহার করতে হবে এবং অনুদান বাবদ প্রদানযোগ্য মূলধন অংশের জন্য ৭২০০ অর্থনৈতিক কোড উল্লেখ করতে হবে।

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :-

বাস্তবায়নকারী সংস্থা :-

প্রকল্পের নাম ও কোড নং-

পিপির বরাদ্দ অনুযায়ী	(চলতি) অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই হতেমাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা হতেমাস পর্যন্ত			মন্তব্য
অংগের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

প্রতি স্বাক্ষর

সিনিয়র সহকারী সচিব, প্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

নাম ও ফোন:-

স্বাক্ষর

প্রকল্প পরিচালক

নাম ও ফোন:-

(প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উপরোক্ত তথ্যাদি অর্থ বিভাগে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের সময় যথাযথভাবে প্রেরণ করবে)

৫। ক্রমপুঞ্জিত্ব প্রকল্প ব্যয় :

ক্রম নং	বিবরণ	প্রকল্প দাখিল অনুযায়ী মোট বরাদ্দ					শুরু থেকেসন..... পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত্ব ব্যয়					অব্যয়িত ব্যালেন্স
		জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	ডসা,কেনটা,সেফ,ইমপেপ্লি	ডিপিএ	সর্বমোট	জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	ডসা,কেনটা,সেফ,ইমপেপ্লি	ডিপিএ	সর্বমোট	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাজস্ব ব্যয়												
৪৫০০	অফিসারদের বেতন											
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন											
৪৭০০	ভাতাদি											
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা											
৪৯০০	সমন্বিত,সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন											
৫০০০	সাহায্য ও মঞ্জুরী											
৬৬০০	অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়											
	মোটঃ রাজস্ব ব্যয়											

মূলধন ব্যয়

৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়											
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়											
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত											
৭১০০	শেয়ার ও ইকুয়িটিতে বিনিয়োগ											
৭২০০	মূলধন মঞ্জুরী											
৭৩০০	ঋণ ও অগ্রিম প্রদান											
৭৯০০	মূলধন খাতে সিডিভাট											
৭৯৮০	বিনিয়োগ মূলধন ব্যয়											
	মোটঃ মূলধন ব্যয়											
৩.(ক)	সর্বমোট ব্যয়ঃ											

৬। ক) আরপিএ সরকারের মাধ্যমে পুনর্ভরণের অবস্থাঃ-

	অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	পুনর্ভরণ দাবীর পরিমাণ	পুনর্ভরণ প্রাপ্তির পরিমাণ	পার্থক্য
বর্তমান অর্থ বছরেমাস পর্যন্ত				
ক্রমপুঞ্জিত্ব। শুরু থেকে বর্তমান অর্থ বছরেরমাস পর্যন্ত				

খ) আরপিএ (বিশেষ হিসাবের মাধ্যমে) পুনর্ভরণের অবস্থাঃ

	অথরাইজেশন জারীর পরিমাণ		পুনর্ভরণ দাবীর পরিমাণ		পুনর্ভরণ প্রাপ্তির পরিমাণ		পার্থক্য	
	টাকায়	বৈদেশিক মদ্রায়	টাকায়	বৈদেশিক মদ্রায়	টাকায়	বৈদেশিক মদ্রায়	টাকায়	বৈদেশিক মদ্রায়
বর্তমান অর্থ বছরেরমাস পর্যন্ত								
ক্রমপুঞ্জিত্ব.....মাস পর্যন্ত								

প্রতি স্বাক্ষর
যুগ্ম-সচিব
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

স্বাক্ষরঃ প্রকল্প পরিচালক
(নাম ও পদবী)
(ফোন নং-)

(শুষ্ক ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্থ অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....মন্ত্রণালয়

.....বিভাগ

নং :

তারিখ :

প্রেরক :

.....

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা

.....মন্ত্রণালয়

বিষয় :অর্থ বৎসরে অনুমোদিত /অননুমোদিত.....মন্ত্রণালয়ের (নাম ও কোড নং)
.....(প্রকল্পের নাম) প্রকল্প কোড নং এর শুষ্ক ও মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের জন্যঅর্থ
বরাদ্দ /অবমুক্তি সংক্রান্ত ।

উপরে উল্লেখিত প্রকল্পটির জন্য(প্রকল্পের বাস্তবায়নায়ী সংস্থা/বিভাগ এর নাম) অনুকূলে শুষ্ক ও
মূল্য সংযোজন কর (সিডি ভ্যাট) পরিশোধ বাবদ টাকা (কথায়.....)
অবমুক্তির সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি ।

২. এই ব্যয় বর্তমান অর্থ বৎসরের (.....) উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং মন্ত্রণালয়ের (নাম ও
কোড নং) (প্রকল্পের নাম ও কোড নং) হইতে বহন করা হইবে ।

৩. নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এই অর্থ অনুদান/ বিনিয়োগ/ঋণ হিসাবে মঞ্জুরী করা হইল ।

৪. প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত বিল দাখিল হইবে এবং শুষ্ক আইনের ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী কমিশনার অব
কাস্টমস -এর আওতাধীনব্যাকেরশাখার নং একাউন্ট কারেন্ট-এর অনুকূলে চেক
জারী করিতে হইবে ।

৫. এই আদেশ অর্থ বিভাগের তারিখের অম/অবি/উঃবাঃ১/..... নং
স্মারকের মাধ্যমে বিভাগকে/মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হইল ।

৬. কিস্তি/অতিরিক্ত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তিতে অর্থ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগের তারিখের
.....অম/অবি/উঃবাঃ:/...../ নং স্মারকমূলে (অনুলিপি সংযুক্ত) সম্মতি রয়েছে ।

(নামঃ)

সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ

দৃষ্টব্য : অপ্রাসংগিক অংশ কাটিয়া দিন ।

(সিডি ভ্যাট অবমুক্তির/ বরাদ্দ এবং ব্যবহারের বাৎসরিক বিবরণী)

..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ
 (সংস্থা/অধিদপ্তর)

বিষয় : অর্থ বৎসরে এডিপি হইতে সিডি ভ্যাট অবমুক্তি/ বরাদ্দ এবং ব্যবহারের বাৎসরিক বিবরণী।

প্রকল্পের নাম :

বাস্তবায়কারী সংস্থা ও কোড নং	প্রকল্পের নাম ও কোড নং	হিসাব চলতি নম্বর	হিসাব চলতিতে বর্তমান অর্থ বছরের প্রারম্ভিক জের	চলতি অর্থ বছরে এ হিসাব চলতিতে জমাকৃত অর্থ	চলতি অর্থ বছরে এ হিসাব চলতি থেকে ব্যয়কৃত অর্থ	৩০ জুন তারিখে হিসাব চলতিতে অব্যয়িত জের
১	২	৩	৪	৫	৬	(৪+৫-৬)=৭

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর
(নাম ও ফোন)

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম ও ফোনঃ

দ্রষ্টব্য : জুলাই মাসের ১৫তারিখের মধ্যে প্রেরণযোগ্য।

(সরকারের মাধ্যমে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের নমুনা সরকারী আদেশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়
বিভাগ

নং :

তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার
মন্ত্রণালয়

বিষয় : অনুমোদিত/ পিসিপি অনুমোদিত/ অননুমোদিত (প্রকল্পের নাম) প্রকল্প কোড নং
এর জন্য উন্নয়ন সহযোগী (দেশ / সংস্থার নাম) চুক্তি নংএর অধীনে
 প্রদত্ত পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের (জিওবি'র মাধ্যমে) অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত ।

উপরে উল্লেখিত প্রকল্পটির জন্যকিস্তি পর্যন্ত/.....কিস্তিতে
বিভাগের অনুকূলে সরকারের মাধ্যমে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য বাবদ টাকা
(কথায়.....) এর সরকারী বরাদ্দ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি । এই ব্যয়
 বর্তমান অর্থ বৎসরের (.....) উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং মন্ত্রণালয়ের (নাম ও কোড নং)
প্রকল্পের নাম ও কোড নংহইতে বহন করা হইবে ।

২. প্রকল্প ছক/ পিসিপিতে বর্ণিত দফাওয়ারী বরাদ্দ অনুযায়ী এবং উন্নয়নসহযোগী দেশ/ সংস্থার সহিত
 সম্পাদিত কার্যকর চুক্তির শর্ত মোতাবেক এই অর্থ ব্যয় করিতে হইবে ।

৩. অর্থ বিভাগেরতারিখেরনম্বর স্মারকের অধীনে অত্র মন্ত্রণালয়/
 বিভাগ কে যে ক্ষমতাপর্ণ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী এই আদেশ জারী করা হইল ।

৪. কিস্তি/অতিরিক্ত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তিতে অর্থ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগের. তারিখের
অম/অবি/উঃবাঃ:// নং স্মারকমূলে (অনুলিপি সংযুক্ত) সম্মতি রয়েছে ।

(নামঃ)
 সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
 ফোনঃ

দ্রষ্টব্য : ১. অগ্রাসর্বণিক অংশ কাটিয়া দিও ।
 ২. অনুমোদিত /পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের অর্থ অবমুক্তির জন্য এবং অননুমোদিত প্রকল্পের সকল
 কিস্তির অর্থ অবমুক্তির জন্য অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন ।

(জিওবি'র মাধ্যমে আরপিএ এর পুনর্ভরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন)

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ
 প্রকল্প সাহায্য পুনর্ভরণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
 (.....হতে.....পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ:
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

(লক্ষ টাকায়)

	অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	পুনর্ভরণ দাবীর পরিমাণ	পুনর্ভরণ প্রাপ্তির পরিমাণ	পার্থক্য
বর্তমান অর্থ বছরেমাস পর্যন্ত				
ক্রমপুঞ্জিভূত। শুরু থেকে বর্তমান অর্থ বছরেরমাস পর্যন্ত				

প্রতিস্বাক্ষর
 প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিনি: সহ: সচিব
 নাম ও ফোন

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
 স্বাক্ষর ও সিল।
 ফোন নম্বর

(পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্পসমূহের জন্য সেফ তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন উইং

নং - অম/ অবি/ উঃ গঃ শাঃ ১৬/ ৯৩/ ২০৪

তারিখ : ০৫/০৮/১৯৯৩ইং

বিষয় : পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্পসমূহের জন্য সেফ হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি।

পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্পসমূহের জন্য সেফ হিসাব পরিচালনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-সেফ একাউন্ট হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের একাউন্টে স্থানীয় মুদ্রায় অর্থ স্থানান্তরের নিয়মাবলী :

- ক. যে সব পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্পের জন্য এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খোলা হয় নাই এই ধরনের প্রকল্পের হিসাব খোলার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডিসিএ -এর অনুলিপি সহ অর্থ বিভাগের উন্নয়ন উইং এর নিকট প্রস্তাব করিবে। অর্থ বিভাগ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত যে কোন একটি ব্যাংককে মনোনীত করিবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের নাম প্রস্তাব করিবে। নির্ধারিত ব্যাংকের শাখা নির্ধারণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থির করিবে।
- খ. কেবলমাত্র স্থানীয় মুদ্রায় খরচ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (অর্থাৎ টাকা) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প একাউন্টে স্থানান্তর করা যাইবে।
- গ. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-সেফ একাউন্ট হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প একাউন্টে প্রারম্ভিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য অর্থের পরিমাণ উন্নয়ন উপযোগী কর্তৃক ঐ প্রকল্পের জন্য প্রদত্ত প্রারম্ভিক জমার বেশী হইবে না।
- ঘ. পরবর্তী কালে স্থানান্তরযোগ্য অর্থের পরিমাণ ঐ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক পুনর্ভরণযোগ্য অর্থের বেশী হইবে না। এই শর্ত সকল প্রকল্পের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।
- ঙ. চলতি অর্থ বৎসরে সর্বমোট স্থানান্তরযোগ্য অর্থের পরিমাণ কোন মতেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী উন্নয়ন বাজেটে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বেশী হইবে না। (যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী উহার হেরফের হইবে না) তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং অর্থ বিভাগের পূর্বনুমোদনক্রমে যদি কোন দপ্তর/ সংস্থা কোন নির্দিষ্ট অর্থ বৎসরের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমিত রাখিয়া নিজস্ব উৎস হইতে ব্যয় নির্বাহ করিয়া উক্ত অর্থ বৎসরে দাতার নিকট হইতে পুনর্ভরণের জন্য দাবী পেশ করেন এবং দাতা যদি ঐ একই বৎসরে পুনর্ভরণের পরিবর্তে পরবর্তী অর্থ বৎসরে উক্ত অর্থ পুনর্ভরণ করেন তবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের হিসাবে স্থানান্তরের পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট বরাদ্দই এই উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং এই পরিমাণ অর্থের জন্য পরবর্তী বৎসরের বাজেটে বরাদ্দের প্রয়োজন হইবে না। তবে এরূপ ব্যয় এবং অর্থ স্থানান্তরের জন্য অর্থ বিভাগের পূর্বনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।
- চ. যেহেতু সেফ-তহবিল প্রকল্প সাহায্য/ পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের একটি অগ্রিম অংশ যেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/ উন্নয়ন বাজেটের পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ হইতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক অর্থ বিভাগের পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে কোন অর্থ অবমুক্ত করা যাইবে না।
- ছ. বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে প্রকল্প একাউন্টে স্থানান্তরকৃত অর্থ পুনরাবহন না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ছক/ উন্নয়ন ঋণ চুক্তি অনুযায়ী খরচ নির্বাহের জন্য এই একাউন্টে রক্ষিত অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বহিঃ সম্পদ বিভাগ ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবেন।
- জ. উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-সেফ একাউন্টে রক্ষিত সেফ -তহবিলে অব্যয়িত অর্থ (অর্থ বিভাগের অথারাইজেশন সাপেক্ষে একাউন্টে স্থানান্তরিত না হইলে) ঐ একাউন্টে জমা থাকিবে।
- ঝ. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-সেফ একাউন্ট হইতে স্থানান্তরকৃত সেফ তহবিলের অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ উন্নয়ন ঋণ চুক্তির অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ব্যয়সমূহ (Admissible Liable Expenditure) নির্বাহের জন্য (অর্থাৎ যে সকল ব্যয় উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক পুনর্ভরণযোগ্য) টাকা খরচ করিতে পারিবেন।
- ঞ. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন অনুভব করিলে তাহাদের অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে উহা স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করিবেন। তবে এ ধরনের অনুরোধ সংশ্লিষ্ট সিএও কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করিতে হইবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সিএও -এর নিকট অনুরোধ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর করিবেন। সাব সেফ একাউন্ট হইতে বহনযোগ্য ব্যয়সমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় নির্বাহের জন্য সমপরিমাণ টাকা জমা দান পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেহাই দেওয়া হইবে এবং উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার (Official Rate of Exchange) প্রযোজ্য হইবে।
- ট. যে সকল সরকারী দপ্তর/ সংস্থার বাংলাদেশ ব্যাংকের রক্ষিত সরকারী একাউন্টের অনুকূলে চেক ইস্যুর ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকে কোন একাউন্ট (সেফ -তহবিল সন্ধ্যাবহারের জন্য) খুলিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল দপ্তর/ সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক রক্ষিত তাহাদের স্ব স্ব একাউন্টের মাধ্যমে সেফ -তহবিল পরিচালনা করিতে পারেন। তবে এই সকল দপ্তর/ সংস্থা পৃথক হিসাব বহি, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে সেফ -তহবিল সংক্রান্ত ইত্যাদি খরচাদি সংস্থার অন্যান্য খরচাদি হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

৪. সেফ -তহবিল সংক্রান্ত অর্থ কেবলমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানান্তর করা যাইবে। অননুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতি গ্রহণপূর্বক অর্থ বিভাগে সেফ - তহবিল এর অর্থ স্থানান্তরের প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন।
৬. বাংলাদেশ ব্যাংক তার সাব-সেফ- একাউন্ট সংক্রান্ত একটি মাসিক প্রতিবেদন প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সিও -এর নিকট প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেরণ করিবেন। এই মাসিক প্রতিবেদন সংস্থাকে সেফ -তহবিল এর খরচকৃত অর্থ পুনর্ভরণের জন্য দাতা সংস্থার নিকট দাবী পেশে (Reimbursement Claim) সাহায্য করিবে।
৮. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেফ -তহবিল এর অর্থ উত্তোলনের অব্যবহিত পরেই খরচ করিবেন এবং খরচের পরপরই উহা পুনর্ভরণেরজন্য দাতা সংস্থার নিকট দাবী পেশ করিবেন। সেফ তহবিল হইতে একত্রে প্রকল্পের তিন মাসের স্থানীয় মুদ্রায় খরচের বেশী অর্থ টাকায় স্থানান্তর করা যাইবে না।
৭. বাংলাদেশ ব্যাংক (হিসাব বিভাগ) প্রতিটি সাব-সেফ একাউন্টের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট যথাক্রমে ৭ই অক্টোবর, ৭ই জানুয়ারী এবং ৩০শে জুনের মধ্যে অর্থ বিভাগ (উন্নয়ন উইং) বহিঃসম্পদ বিভাগ (বৈদেশিক সাহায্য বাজেট শাখা) সংশ্লিষ্ট সিএও এবং মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করিবেন। সরকারী দপ্তর/ সংস্থা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার সেফ একাউন্ট হইতে সেন্ট্রাল একাউন্টে স্থানান্তরকৃত যাবতীয় সেফ তহবিল এর এবং সেফ একাউন্ট হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা খরচাদির প্রকৃত ও সঠিক হিসাবে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন। উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট সিএও তাহার নিকট রক্ষিত হিসাব মিলাইবেন। ৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রেরিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ দপ্তর, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনকে ঐ প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলের জন্য প্রকল্প সাহায্য/ পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) এর সংশোধিত বরাদ্দ চাহিদা পরীক্ষায় সাহায্য করিবে।
৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত ৩০শে জুন এর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সঠিক হিসাব নিরূপণ এর জন্য প্রতি (অর্থ) বছরের ৩০শে জুন তারিখে সমগ্র অর্থ বৎসরে সেফ তহবিলের অর্থ প্রাপ্তি ও খরচ সম্পর্কীয় একটি সমন্বয় আদেশ (Adjustment GO) জারী করিবেন। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক প্রতিটি প্রকল্প এর জন্য চলতি অর্থ বৎসরে সেফ একাউন্ট হইতে স্থানান্তরিত তহবিলের প্রকৃত প্রতিফলনপূর্বক Adjustment GO যথাসময়ে জারীর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সিএও নিশ্চিত করিবেন।
- থ. সেফ তহবিল সংক্রান্ত সকল খরচাদি এবং লেনদেন সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রকল্প ছক/ উন্নয়ন ঋণ চুক্তি/ প্রকল্প চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাদি সাপেক্ষে করিতে হইবে। এতদসংক্রান্ত অর্থবিভাগের ২৯/০৫/১৯৮৫ইং তারিখের এমএফডি-১/ বিটি-১/ ১এ-২৬/ ৮৪-৮৫/ ত৭৬/ ১(১০০) নম্বর স্মারকে বর্ণিত শর্তাদিও যথাযথ ভাবে পালন করিতে হইবে।
- দ. ঋণপত্র (Letter of Credit) খোলা এবং Retirement সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সরকারের বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

স্বাক্ষর/-

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী

উপ-সচিব (উন্নয়ন-১)

অর্থবিভাগ

(সেফ/ইমপ্রেস্ট/কোনটাসা/ডসা তহবিলের অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত সমন্বয় আদেশের নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

নং

তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাবরক্ষন অফিসার
..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

বিষয় : অনুমোদিত (প্রকল্পের নাম)..... (সেফ/কোনটাসা/ইমপ্রেস্ট/ডসা) প্রকল্প কোড নং এর জন্য উন্নয়ন ঋণচুক্তি নং এর অধীনে অর্থ বৎসরে বৈদেশিক সাহায্যের বিশেষ তহবিল (সেফ/কোনটাসা/ইমপ্রেস্ট/ডসা) ব্যবহারের সমন্বয় আদেশ।

আমি আদিষ্ট হইয়া উপরে উল্লেখিত প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ বৎসরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ হইতে সেফ তহবিল (কোনটাসা/ইমপ্রেস্ট/ডসা) সাহায্যের নিম্নোক্ত সমন্বয়ের জন্য সংস্থা/দপ্তর/কর্পোরেশনের অনুকূলে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

.....সনের বার্ষিক/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ	সেফ,কোনটাসা,ডসা ও ইমপ্রেস্ট (প্রকল্প হিসাব) এ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)	বরাদ্দের তুলনায় কম/বেশী প্রাপ্তির পরিমাণ (১-২)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত মোট অথরাইজেশন	ডসা,কোনটাসা, সেফ ও ইমপ্রেস্ট হিসাব থেকে মোট ব্যয়	অথরাইজেশনের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম/বেশী (৬-৭)
১	২	৩	৪	৫	৬

২। উপরে ১নং কলামে বর্ণিত টাকার মধ্যে হইতে টাকা (বরাদ্দের সমপরিমাণ অথবা কম প্রাপ্তির পরিমাণ) অর্থ বৎসরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং মন্ত্রণালয়ের নাম ও কোড নং প্রকল্প নাম ও কোড নং হতে বহন করা হয়েছে।

৩। উপরে ৩নং কলামে বর্ণিত অতিরিক্ত প্রাপ্তির সমপরিমাণ অর্থ টাকা অর্থ বৎসরের উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম প্রকল্পের নাম ও কোড এর সহিত সমন্বয় করা হবে।

৪। উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক (সেফ/কোনটাসা/ইমপ্রেস্ট/ডসার মাধ্যমে) এই প্রকল্পের জন্য ৩০শে জুন, তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প একাউন্টে প্রদত্ত অর্থের ক্রমপঞ্জীকৃত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় (সমপরিমাণ টাকা), খরচের পরিমাণ টাকা, পূর্ণভরণ দাবী পেশের পরিমাণ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা)। এ পর্যন্ত টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা) পূর্ণভরণ করা হয়েছে। প্রকল্প একাউন্টে ব্যালান্সের পরিমাণ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা) মাত্র।

৫। অর্থ বিভাগের/উন্নয়ন অনুবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের (অথরাইজেশন জারীর নং ও তারিখ) এর অধীনে এই মন্ত্রণালয়/বিভাগকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে সেই অনুসারে এই সমন্বয় আদেশ জারী করা হইল।

(নামঃ)
সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ

অনুলিপি :

মহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সিনিয়র সহকারী সচিব, উন্নয়ন-১, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সচিবালয়, ঢাকা।

মহাব্যবস্থাপক, (বাণিজ্যিক ব্যাংক)

* বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার নাম সহ পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

(কোনটাসা তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন)

**GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing**

No. MF/FD/DRS/3/91/444(20)

DATED: May 04, 1992

**From : Mr. Md. Shareefullah
Joint Secretary (Dev)**

**To : The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of
.....Ministry/Division**

**Subject : Procedure for operation of convertible taka special account (CONTASA)
of IDA aided development projects under Government
Deptts/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies (Revised)**

The Government has decided, in consultation with IDA, to introduce a Convertible Taka Special Account (CONTASA) for IDA aided autonomous bodies. It is, however, to be noted that on going projects funded by IDA for which SAFE accounts has been in operation since 1985 shall not come under the purview of CONTASA until a renew has been completed by the Government and IDA and both parties are in agreement to change the status of projects currently operation under SAFE to allow them to operate under CONTASA. The following procedures shall be applicable for the operation of CONTASA.

1. Opening of the Account:

- (a) With prior approval of the Finance Division and wehre permitted by the IDA Development Credit Agreement, one project Executing Agency may open under the title of the project one CONTASA WITH A COMMERCIAL BANK (Explanation where more than one project executive agencies are involved, each such agency can open one such CONTASA). CONTASA will be interest bearing and convertible to foreign exchange axstipulated in 2(i).
- (b) The specimen signature of the Project Implementing Authority/Project Director responsible for operating the account shall have to be attested by the Head of the Deptt./Agency and the Administrative Ministry/Division in the specimen signature card of the Bank.
- (c) In cases where several drawing authorities are involved in a CONTASA, the Administrative Ministry/Division may in appropriate cases, authorize them for drawing from the CONTASA under intimation to the Finance Division. In such cases, too, the procedure (b) shall have to be followed.

2. Procedure for depositing to and fund utilization from CONTASA:

- (a) Immediately after the deposit of foreign currency by IDA with the Bangladesh Bank the latter shall transfer the Taka equivalent to the commercial bank for crediting the same to the CONTASA of the project.
- (b) The Finance Division shall issue authorization showing budget allocation against the project in the project aid head at the beginning of each financial

year. This authorization will show the respective head of account and the break up of the fund for different phases of implementation of the same project given by the Administrative Ministry/Division. The Administrative Ministry/Division could revise this break-up, if necessary, and have revised authority issued by the Finance Division reflecting the original authorization.

- (c) In cases where expenditure in addition to the authorization is necessary, the Administrative Ministry/Division may incur such additional expenditure with prior permission and authorization from the Finance Division. The total expenditure, including the amount of additional expenditure, shall not exceed the amount available in the projects CONTASA.
- (d) In case of Project Concept Paper (PCP) approved/ unapproved projects permission from the Planning Commission and Finance Division will be needed for issuing authorization.
- (e) Project Director/Project Implementing Authority shall not pay any bill from CONTASA. Unless authorization or additional authorization as the case may be issued from the Finance Division against the project.
- (f) Payment from CONTASA shall be made on the basis of work done goods supplied consultants services and training provided (for payment in foreign currency, please see (j) below.
- (g) However, advance payment stipulated in the respected contracts would be made from CONTASA for any work to be done goods to be supplied, consultants services and training to be provided so specified in the Development Credit Agreement/ Project Agreement or agreement.
- (h) The bill against which payment could be made available from CONTASA shall contain attestation of the Project Director/Project Implementing Authority in services and training provided. The Project Director/Project Implementing Authority shall maintain accounts of each bill in a separate ledger.
- (i) The commercial bank shall send a month-wise report concerning CONTASA maintained with them to the Project Implementing Agency. Administrative Ministry/Division, concerned Chief Accounts Officer and the Finance Division in the first week of the following month. The Project Implementing Agency shall prepare a statement of expenditure based on such report/account showing the head of account and shall send it to the necessary entries in the Government Account according to the report.
- (j) All project expenditure eligible for IDA financing in local currency and any expenditure in foreign currency up to US\$ 50,000.00 equivalent or less shall be met from CONTASA. The limits would be agreed with IDA for new IDA project to be negotiated which require a CONTASA account based on the total amount of each project.
- (k) Proceeds of all IDA Credit converted into Taka for deposit in CONTASA shall be freely convertible and may be used to meet eligible expenditure in Taka as well as in foreign currency subject to the provision stipulated in para "2(l)" above.

3. General Conditions:

- (a) Project Implementing Agency/Project Implementing Unit (PIU) must submit claims in Taka for reimbursement for the bills paid on monthly basis to IDA immediately after the end of each month. The implementing agency must reconcile the bank

statement and submit both the reconciliation and bank statements will replenishment applications, in accordance with the intervals specified in IDA's disbursement letter for each project.

- (b) All expenditure /payment under CONTASA shall be incurred/ made as per approved project proforma (PP) and terms and conditions of FCA and Project Agreement.
- (b) At the end of the financial, year Administrative Ministry/Division shall issue an adjustment G.O. in respect of Autonomous and Semi-Autonomous bodies showing therein project-wise ADP allocation, revised ADP allocation, Taka received under CONTASA and expenditure thereof up to 30th June. If such G.O. is not issued by the 31st July, no fund from CONTASA can be used thereafter.
- (c) CONTASA shall be audited every year by the Foreign Aided Projects Audit Department of the Government.
- (d) Instruction regarding interest accrued and bank charges in respect of CONTASA shall be issued separately at a later date.

Md. Shareef Ullah
Joint Secretary

Distribution:

- 1. Comptroller & Auditor General, Bangladesh
- 2. Governor, Bangladesh Bank, Dhaka
- 3. Controller General of Accounts, Bangladesh
- 4. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects
AG Bhaban, Segunbagicha, Dhaka
- 5. Director, Foreign Aid Budget & Accounts Branch, ERD.
- 6. The Chief Accounts Officer of all concerned Ministries.
- 7. All Officers of this Wing.

(ইমপ্রেস্ট অহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ)

**GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing**

No. MF/FD/DRS/25/92(P-1)141(200)**Dated: 25-4-1993**

From: Mr. Md. Shareef Ullah
Joint Secretary (Dev)

To: The Secretary/Addl. Secretary-in-Charge of
.....Ministries/Divisions

**Subject: Operational procedure for enhanced Imprest Account Facility under
ADB Loans**

1. The undersigned is directed to say that the Government of Bangladesh and the Asian Development Bank (ADB), have agreed to enhance the use of existing Imprest Account facility to a more comprehensive facility, similar to the World Bank's SAFE. Such Imprest Account will cover all loan categories (except for unallocated and service charge during construction), both foreign and local expenditures. In principle, all new ADB loans will adopt the Imprest Account Procedures, if executing agency's accounting and administrative capability is satisfactory to ADB. ADB's Statements of Expenditure (SOE) procedures should be combined with Imprest Accounts to facilitate replenishment/liquidation. Detailed Procedures of Imprest Accounts of Expenditure will be included in ADB's disbursement letter which will be sent to the concerned parties after signing of Loan Agreements.
2. **Opening of Imprest Accounts:**
Executing Agency (EA) through their Administrative Ministry/Division, will apply to the Finance Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account under new procedure. Finance Division will issue permission and instruct Bangladesh Bank (BB) to open an Imprest Account with (BB). The MOF will designate a Commercial Bank, on the basis of the recommendation of the Administrative Ministry, where a corresponding account to the Imprest Account (Second Stage Imprest Account in local currency) would be opened. Such account in the Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be deposited on the 1 of July every year to the Government Account under the head 24-interest-24-Kha-Foreign Loan Interest Imprest Account. Government departments and agencies having power to issue checks on Government Accounts are not required to open Second Stage Imprest Accounts with Commercial Banks.
1. **Government's Budget Allocations.**
FD, MOF will issue, at the beginning of each financial year, an advice to BB informing Annual Development Program (ADP) allocation for all ADP-Financed approved project which have Imprest Accounts and will authorize BB to release funds from Imprest Accounts to the Executing Agencies. Thus BB gets an umbrella authorization for approved projects from FD to release fund and does not have to get FD's clearance as they are within the limit of current year's ADP allocation. EA's have to ensure they do not submit to ADB Withdrawal Applications for advance exceeding current year's ADP allocations.

2. Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or in the Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3 to 6 months requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a Withdrawal application and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADP Headquarters through ADB Bangladesh Resident Office. ADB's Controller's Department in Dhaka possesses the transfer and will advise Executing Agencies accordingly.
3. **Payments of Expenditure:**
Executing Agencies will make
- (i) all local payments from the Imprest Accounts, and
 - (ii) Foreign Exchange payments (limit US\$ 50,000 equivalent per payment from imprest fund held at the Commercial Ban. Imprest fund can be utilized for all kinds of payments and transactions including small letter of credit (L/C) amounting US\$ 50,000 or less. Such small L/C transactions can be made between the shipper and the buyer without going through commitment letter procedures. \$ 50,000 limit will be reviewed by the Government and the ADB periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct payments in Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank.
6. **Liquidation & Replenishment:**
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment of documents and then submit withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a monthly basis. Withdrawal applications must be supported by the standard documentation as required under ADB procedures along with the Bank statements of Imprest Account. Bangladesh Resident Office of ADB reviews the applications and sends them to ADB's Controller Departments for replenishment. This process will continue till, (i) amount one year before loan closing date or (ii) the time when the undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing ceiling of the Imprest fund, whichever come first; after-which, withdrawal applications received will be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund.
2. **Programme Loans:**
For Programme Loans, above stated procedures will generally apply.
3. **Audit:**
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the Comptroller and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of Expenditure may be carried out as part of the regular annual report of Executing Agency's general accounts and financial statements, but the opinion of that part of the examination relating to Imprest Accounts and statements of Expenditure should be separately set out in the auditor's report.

**Joint Secretary (Development)
Finance Division
Ministry of Finance**

Distribution:

1. Secretary.....Ministry/Division
2. Governor, Bangladesh Bank
3. Comptroller & Auditor General of Bangladesh
4. Controller General of Accounts (CGA)
5. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects.
6. Bangladesh Resident Office of ADB.
7. Managing Director.....Bank
8. All Chief Accounts Officers

(বাণিজ্যিক ব্যাংকে ইমপ্রেস্ট তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ)

**GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing**

No. MF/FD/DRS/85/96/931

Date: 24 October 1996

CIRCULAR

Subject: Procedures for Operation of Revised Imprest Accounts for ADB aided Development projects under Govt.Depts/ Autonomous/ Semi-Autonomous Bodies.

The Government of the People's Republic of Bangladesh (GOB) in consultation with Asian Development Bank (ADB) have decided to introduce Revised Imprest Accounts with commercial Banks for ADB aided development projects under Government Departments, Autonomous/Semi-Autonomous bodies. It is, however, to be noted that ongoing projects funded by ADB under Imprest Account procedure as per Finance Division's circular No.MF/ FD/ DRS/ 25/92 (P-1)/141(200), dated 25-4-93 shall not come under the purview of Revised Imprest Account procedures. Such Imprest Accounts will cover all loan categories (except for unallocated and service charge during construction), both foreign and local expenditure. All new ADB loans will adopt the Imprest Account Procedures. ADB's Statements of Expenditure procedures should be combined with Imprest Accounts to facilitate replenishment/liquidation. Detailed Procedures of New Imprest Accounts and Statements of Expenditure will be included in ADB's disbursement letter, which will be sent to the concerned parties after signing of Loan Agreements.

1. **Opening of Imprest Accounts:**
Executing Agencies, through their Administrative Ministry/Division, will apply to the Finance Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account under new procedure. Finance Division will issue permission to open an Imprest Account with a commercial Bank, on the basis of the recommendations of the Administrative Ministry (Administrative Ministry/Division will recommend at least three names of Commercial Banks). Such account in the Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be deposited in Taka at the months of January and July every year to the Government Account under the Head "24-interst-24-Kha-Foreign Loan Interest".
2. **Government's Budget Allocation:**
Finance Division, Ministry of Finance will issue, at the beginning of each financial year, an advice to the Commercial Banks informing Annual Development Programme (ADP) allocation for the project which has Imprest Account and will authorize to release funds from Imprest Accounts to the Executing Agencies. Executing Agencies have to ensure that, they do not submit to ADB withdrawal applications for advance exceeding current year's ADB allocation.
3. **Initial Advance and ceiling:**
Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or in the Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3 to 6 months requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a Withdrawal application and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADB Headquarters through ADB Bangladesh Resident Office. ADB's Controller's Department in Dhaka possesses the transfer and will advise Executing Agencies accordingly.
4. **Payments of Expenditure:**
Executing Agencies will make

- (i) all local payments from the Imprest accounts, and
- (ii) Foreign Exchange payments (limit US\$ 50,000 equivalent per payment) from imprest fund held at the Commercial Bank. Imprest fund can be utilized for all kinds of payments and transactions including small letter of credit (L/C) amounting US\$ 50,000 or less. Such small L/C transactions can be made between the shipper and the buyer without going through commitment letter procedures. \$ 50,000 limit will be reviewed by the Government and ADB periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct payments in Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank.

5. Liquidation and Replenishment:

For replenishment, Executing Agencies accumulate payment documents and then submit withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a monthly basis. Withdrawal applications must be supported by the standard documentation as required under ADB procedures along with the Bank statements of Imprest Account. Bangladesh Resident Office of ADB reviews the applications and sends them to ADB's Controller Departments for replenishment. This process will continue till (i) amount one year before loan closing date, or (ii) the time when the undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing ceiling of the Imprest fund, whichever come first after-which, withdrawal applications received will be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund.

6. Programme Loans:

For programme Loans, above stated procedures will generally apply.

7. Audit:

Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the Comptroller and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of Expenditure may be carried out as part of the regular annual audit of Executing Agency general accounts and financial statements, but the opinion of that part of the examination relating to Imprest Accounts and statements of Expenditure should be separately set out in the auditor's report.

**Md. Mozammel Huq
Joint Secretary (Development)
Finance Division
Ministry of Finance**

Distribution:

1. Secretary.....Ministry/Division
2. Governor, Bangladesh Bank
3. Comptroller and Auditor General of Bangladesh
4. Controller General of Accounts (CGA)
5. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects
6. Bangladesh Resident Office of ADB
7. Managing Director.....Bank
8. All Chief Accounts Officers
9. All Officers of Development Wing of Finance Division.

(ডসা (DOSA) তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১

নং : অম/অবি/উ:গ:শা:/১০/৯২/৮৪(১০০)

তারিখ : ০৫/০১/১৯৯৩ ইং

বিষয় : আই,ডি,এ, ক্রেডিট ২৩৯৩-বিডি'র অধীনে বাস্তবায়নাবীন কারিগরী সহায়তা প্রকল্প-৬(টি,এ-৬) এর জন্য ডলার স্পেশাল একাউন্ট (ডসা) পরিচালনা পদ্ধতি।

ডলার বিশেষ হিসাব পদ্ধতি পরিচালন ও অর্থ ব্যবহারের নিয়মাবলী :

- (ক) আই,ডি,এ, ক্রেডিট ২৩৯৩-বিডি'র অধীনে ডলার স্পেশাল একাউন্ট (ডসা) নামে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইউ এস ডলারে একটি বিশেষ হিসাব খোলা হইবে এবং আলোচ্য প্রকল্প(টি,এ-৬) চালুকালীন সময় পর্যন্ত ইহা কার্যকর থাকিবে।
- (খ) ডলার বিশেষ হিসাবে আই,ডি,এ প্রারম্ভিক জমাসহ পুনর্ভরণের ভিত্তিতে অর্থ জমা করিবে।
- (গ) আই,ডি,এ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ডলার হিসাবে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রকল্প পরিচালক, অসবি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগকে অবহিত করিবে।

অর্থ ব্যবহারের নিয়মাবলী :

- (ক) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প-৬ এবং উপ প্রকল্পসমূহ এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে ঋণচুক্তি নং ২৩৯৩ বিডিসহ প্রতিফলিত করিতে হইবে।
- (খ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রকল্প পরিচালকের নিকট অথরাইজেশন জারীর প্রস্তাব প্রেরণের সময় উপ-প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের খরচের বিভাজন উল্লেখপূর্বক প্রকল্প সাহায্য অংশের বৈদেশিক মুদ্রা ও টাকাংশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবে। উপ প্রকল্পের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত বিভাজনের ভিত্তিতে অথরাইজেশন জারীর জন্য প্রকল্প পরিচালক (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ), অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করিবেন। প্রয়োজনবোধে সামগ্রিক বাজেট বরাদ্দের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এই বিভাজন সংশোধন করিতে পারিবে। তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবগত করাইতে হইবে।
- (গ) প্রকল্প পরিচালক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ প্রতি অর্থ বছরে উপপ্রকল্প সমূহের বিপরীতে উন্নয়ন বাজেটে প্রদর্শিত প্রকল্প সাহায্য হিসাবে দেখানো বরাদ্দের অথরাইজেশন জারী করিবে।
- (ঘ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে উপ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ব অনুমোদনসহ প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করিবেন। তদনুযায়ী সংশোধিত অথরাইজেশন জারী করিবার জন্য প্রকল্প পরিচালক অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করিবেন।
- (ঙ) অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অথরাইজেশন জারীর পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতি লাগিবে।
- (চ) অর্থ বিভাগ হইতে প্রকল্পের বিপরীতে অথরাইজেশন জারী না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক/বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ডসা হইতে কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।
- (ছ) যে বিলের বিপরীতে ডসা হিসাব হইতে অর্থ পরিশোধ করা হইবে তাহাতে উপ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে। প্রতিটি বিলের উপ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উপ প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক লেজার সংরক্ষণ করিবেন।
- (জ) বাংলাদেশ ব্যাংক ডসা সংক্রান্ত আদান প্রদানের মাসিক প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক, বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় অফিসে পরবর্তী মাসের ২য় সপ্তাহে প্রেরণ করিবে। এই প্রতিবেদনের

- উপর ভিত্তি করিয়া প্রকল্প পরিচালক পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের নিকট পুনর্ভরণ দাবী করিবেন। প্রতি বছর ৩০ জুন উপপ্রকল্পওয়ারী খরচের একটি প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট সি,এ,ও কে প্রদান করিবেন যাহা সংশ্লিষ্ট সিএও সরকারী হিসাবে প্রতিফলন কটুরিবেন।
- (বা) 'ডসা' হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ও টাকাংশে ব্যয় করা যাইবে তবে টাকাংশ ব্যয়ের সময় চলতি বিনিময় হার অনুযায়ী ডলারকে টাকায় রূপান্তর করিতে হইবে।
- (এ৩) অনুমোদিত বিল পরিশোধের জন্য ১৫ দিন পূর্বে উপ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালকের নিকট বিল পেশ করিবেন। প্রকল্প পরিচালক তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবেন। প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবেন। প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত পত্রের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উপ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (ট) বিল পরিশোধের পরে মাসিক ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক পুনর্ভরণের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট মার্কিন ডলারে দাবী পেশ করিবেন।
- (ঠ) 'ডসা'র মাধ্যমে সম্পাদিত সকল খরচাদি ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রকল্প ছক ঋণচুক্তি/প্রকল্প চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাদি অনুযায়ী করিতে হইবে।
- (ড) সরকারের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প অডিট দস্তুর কর্তৃক ডসা এবং এর অধীনে পরিচালিত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প-৬ এর উপপ্রকল্পসমূহ প্রতি বছর অডিট করিতে হইবে। অডিট হইয়াছে এই মর্মে অর্থ বিভাগকে এবং আই,ডি,এ-কে অবহিত করিতে হইবে।
- (ঢ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প-৬ এর সকল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উপ প্রকল্পের জন্য ডসা পদ্ধতি কার্যকর থাকিবে।
- (ণ) দাতা সংস্থা, অর্থ বিভাগ এবং অসবি হইতে কারিগরী সহায়তা প্রকল্প-৬ সংক্রান্ত যে সকল আদেশ জারী করা হইবে প্রকল্প পরিচালক তাহা উপ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

স্ব/-

এম শরীফ উল্লাহ
 যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন)
 অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ

নং- অম/অবি/উ:-১/উন্নয়ন-১/বিবিধ-৭২/০১/৩৬১

তারিখ :- ৫/১১/২০০১

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে এখন হইতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাকে সরকারের/সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট সহ) বা রাজস্ব বাজেটের আওতায় এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা তদুর্ধ্ব বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার পূর্বে নিম্নবর্ণিত বাছাই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে :

- | | | |
|---|---|---------|
| (১) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক | : | আহবায়ক |
| (২) সদস্য, প্রোগ্রামিং
পরিকল্পনা কমিশন | : | সদস্য |
| (৩) সচিব, অর্থ বিভাগ,
অর্থ মন্ত্রণালয় | : | সদস্য |
| (৪) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | সদস্য |

অর্থ বিভাগ বাছাই কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে। এই বিষয়ে সকল প্রস্তাব যথাসময়ে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

স্বাক্ষর/
(শেখ এ, কে, মোতাহার হোসেন)
উপ-সচিব(উন্নয়ন)।

- (১) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- (২) সদস্য(প্রোগ্রামিং), পরিকল্পনা কমিশন।
- (৩) সচিব, অর্থ বিভাগ।
- (৪) সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অর্থ বিভাগের ০১/০৭/২০০৪ তারিখের অম/অবি/উবা-১/বিবিধ-৭২/০১(অংশ)/৬২৬ নং পরিপত্রের মাধ্যমে এক মিলিয়ন ডলার সংশোধন করে পাঁচ মিলিয়ন ডলার করা হয়েছে।

(বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদনের নমুনা)

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন বিভিন্ন সরকারী অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়নাব্যয় প্রকল্পসমূহের বিগত----- অর্থ বছরে বছরের অর্থ অবমুক্তি ব্যয়, ও অব্যয়িত অর্থ সমর্পন/সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়ার বিবরণী :

মন্ত্রণালয়ের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	বিগত.....সালের বাজেট বরাদ্দ			বিগত.....সালের অবমুক্তির পরিমাণ			বিগত.....সালের প্রকৃত ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ সমর্পন/সরকারী কোষাগারে জমাদানের বিবরণী(কপি সহ)			
			জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		টাকা	পত্র/চালান নং, তাং
				আরপিএ (জিওবি)	আরপিএ (বিশেষ হিসাব)			ডিপিএ	আরপিএ (জিওবি)			আরপিএ (বিশেষ হিসাব)	ডিপিএ		

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিনি: সহ: সচিব

নাম ও ফোন

(অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহ উপরোক্ত তথ্যাদি সঠিকভাবে বছরান্তে (১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে) সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। চেক ইস্যুইং অথরিটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উপরোক্ত তথ্যাদি বছরান্তে (১৫ই জুলাই) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় উপরোক্ত তথ্যাদি প্রত্যয়ন পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে ৩১ শে জুলাই এর মধ্যে)

(চেক প্রদানক্ষম সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাজেট বহির্ভূত ব্যয় রোধ প্রসংগে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়(অর্থ বিভাগ)
বাজেট অনুবিভাগ
শাখা-৩

নং : অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৭১৫

তারিখ : ১২/১২/১৯৯২ইং
২৮/০৮/১৩৯৯বাং

বিষয় : চেক প্রদানক্ষম সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাজেট বহির্ভূত ব্যয় রোধ প্রসংগে।

অর্থ বিভাগের ১১-১০-৯২ ইং তারিখের স্মারক নং অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৬৮১ এর মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তাহাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব-স্ব অধীনস্থ নিবাহী কর্মকর্তা/ডিভিশনকে বিভাজন করিয়া দেওয়ার জন্য এবং কোন অবস্থাতেই বিভাজনকৃত/বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় না করার নির্দেশদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এক্ষণে উক্ত আদেশের অনুবৃত্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ/নিবাহী কর্মকর্তা/ডিভিশন/অফিস কর্তৃক যথাযথ অনুসরণের জনদায় নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারী করা হইল :

- (ক) বাজেট বিভাজনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সিএও, পরিচালক হিসাব নিরীক্ষা ও জেলা হিসাব নিরীক্ষা কর্মকর্তাকে প্রেরণ করিতে হইবে।
- (খ) মাসিক হিসাব বিবরণীর সাথে সাথে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক মোট ব্যয়ের পরিমাণ জানাইতে হইবে।
- (গ) প্রত্যেক হিসাব রক্ষণ অফিস বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভাগওয়ারী অডিট রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যদি বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় পরিলক্ষিত হয় তবে তাহা তাৎক্ষনিকভাবে অর্থ বিভাগ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় প্রধান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক হিসাব নিরীক্ষাকে অবহিত করিতে হইবে।
- (ঘ) মাসিক হিসাব বিবরণীতে অনিশ্চিত খাতে ডেবিট-ক্রেডিট এর কারণ ও মতব্য সন্নিবেশিত করিতে হইবে।
- (ঙ) ৩০ জুনের মধ্যে অবশ্যই সমর্পণ ও পুণ: উপযোজনের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ/বিভাগীয় প্রধান/প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।
- (চ) বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চেক প্রদানক্ষম কর্মকর্তাগণকে চেক প্রদানের সময় চেকের উল্টা পিঠে নিম্নরূপ প্রত্নয়নপত্র প্রদান করিতে হইবে।
 - (১) হিসাব খাত.....
 - (২) মোট বরাদ্দের পরিমাণ.....
 - (৩) বর্তমান চেকসহ গ্রস ব্যয়ের পরিমাণ.....
 - (৪) অবশিষ্ট.....

উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর
হাবিবুর রহমান
যুগ্মসচিব (বাজেট)

(চেক প্রদানক্ষম সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাজেট ব্যয় রোধ প্রসঙ্গে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ, শাখা-৩

নং : অম/অবি/বাঃ-৩/বিবিধ-১/৯৫/৫১১

তারিখ : ২৬/০২/১৯৯৫ ইং

বিষয় : চেক প্রদানক্ষম সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাজেট বহির্ভূত ব্যয় রোধ প্রসঙ্গে।

সাসপেন্স খাতের হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাজেট বহির্ভূত ব্যয় রোধের লক্ষ্যে এ যাবৎ জারীকৃত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না। এই সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনাক্রমে পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ/নিবাহী কর্মকর্তা/ডিভিশন/অফিস কর্তৃক যথাযথ অনুসরণের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারী করা হইলঃ

- (ক) অর্থ বিভাগের ১২-১২-১৯৯২ ইং তারিখের অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৭১৫ নং স্মারকে বর্ণিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে এবং চেকের উল্টা পিঠে বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কিত প্রত্যয়ন ছাড়া কোন চেক গ্রহণ করা যাইবে না।
- (খ) গণপূর্ত বিভাগসহ সকল প্রকৌশল বিভাগ যাহাতে নির্দিষ্ট অর্থ বৎসরের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করিতে পারে সেইজন্য ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সকল ডিপার্টমেন্ট তাহাদের কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগকে প্রয়োজনীয় অর্থ ন্যস্ত করিবে এবং উক্ত তারিখের পর গণপূর্ত বিভাগ অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিবে না।
- (গ) সংশোধিত বাজেটে পূর্ত কাজের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইবে না।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/-
মো: নুরুল্লাহী
যুগ্ম সচিব(বাজেট)

(পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ আদেশের নমুনা)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... মন্ত্রণালয়

নং :

তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার
..... মন্ত্রণালয়

বিষয় : মন্ত্রণাধীন শীর্ষক প্রকল্পের পিসিপি/পিপি/টিএপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

অত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিগত স্মারক মোতাবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের (কোড নং-.....) অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত/অননুমোদিত পিসিপি/পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আদিষ্ট হইয়া নিন্মবর্ণিত পদসমূহের তারিখ হইতে তারিখ পর্যন্ত সৃষ্টি ও সংরক্ষণের সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি :-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন গ্রেড	সর্বমোট/সর্বসাকল্য বেতন	নিয়োগের পদ্ধতি
১.					অতিরিক্ত দায়িত্ব/সার্বক্ষণিক
২.					প্রেষণে
৩.					সরাসরি
৪.					নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
৫.					শূণ্য

- ২। এ ব্যয় মঞ্জুরী নং হিসাবের খাত এবং প্রকল্পের জন্য অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ হইতে বহন করা হইবে।
- ৩। উল্লিখিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৫. এই আদেশ অর্থ বিভাগের তারিখের নং স্মারকের অধীনে অত্র বিভাগকে/মন্ত্রণালয়কে যে ক্ষমতাপূর্ণ করা হইয়াছে সেই অনুসারে জারী করা হইল।
৬. কিস্তি/অতিরিক্ত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তিতে অর্থ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগের তারিখের অম/অবি/উঃবাঃ. / নং স্মারকমূলে (অনুলিপি সংযুক্ত) সম্মতি রয়েছে।

(নামঃ)
সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ

- দ্রষ্টব্য : ১. অপ্রাসংগিক অংশ কাটিয়া দিন।
২. অননুমোদিত প্রকল্পের পদ সংরক্ষণে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদানের সময় যদি কোন শর্ত আরোপ করেন তবে তা সরকারী আদেশে উল্লেখ করতে হবে।

(বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অগ্রিম অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত স্মারক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১

নং : অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৮/৭২

তারি : ২৩/২/১৯৯৮ ইং

বিষয় : বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অগ্রিম অর্থ উত্তোলন প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন কিছু কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের নিমিত্তে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইতেছে। বর্তমানে বলবৎ বিধি অনুযায়ী অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি ছাড়া কোন বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করা যায় না। এই সকল প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণের সময় যথাযথভাবে প্রেরণ করা হয় না। ফলে প্রস্তাবসমূহ নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

- ২। এমতাবস্থায় মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে কোন অগ্রিম উত্তোলন করা হয়ে থাকলে তা সমন্বয় করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সি,এ,ও এর প্রত্যায়নসহ অর্থ উত্তোলনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- ৩। এ বিষয়ে ২৩/২/৯৮ তারিখে জারীকৃত নং স্মারক এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

স্বা/-
অরিজিৎ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব

- ১। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ঢাকা।
- ২। সচিব,.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
- ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
- ৪। উন্নয়ন অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৫/৫৮২

তারিখ :- ০৮/০৪/২০০২ ইং

উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি আর্থিক বৎসরের এডিপি/বাজেট ব্যয়ের মোট বরাদ্দ সাধারণ নিয়মে চার কিস্তিতে ভাগ করে অবমুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যে দেখা যায়, অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সময় অতিক্রান্ত হলেও অর্থ অবমুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শেষ মাসে, শেষ সপ্তাহে, এমন কি শেষ কার্যদিবসে অর্থ অবমুক্ত করা হয়। অর্থ অবমুক্তির এই অসময়ানুবর্তিতা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসূচীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর ফলে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিধি অনুসরণে অনিয়ম, অপব্যয় এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে অর্থ বছরের শেষ প্রান্তে ক্ষেত্র বিশেষে অর্থ অবমুক্তি এবং তড়িঘড়ি করে সাধারণত: সেই অর্থ ব্যয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কর্মসূচীভিত্তিক বাস্তবায়ন ব্যহত হয়। অধিকন্তু অর্থ বছরের মধ্যে অবমুক্ত অর্থ হতে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে অর্থ বছরের শেষ কার্যদিবসে বা এর পূর্বে তা সরকারী খাতে সমর্পন/কোষাগারে ফেরত প্রদানের বিধানটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। লক্ষ্য করা গিয়েছে, অর্থ বছর সমাপ্তির পর অবমুক্ত অর্থ অব্যয়িত রেখে সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে পরবর্তী অর্থ বছরে সে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।

২। উন্নয়ন বাজেটে আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা উন্নয়ন বাজেটের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে :

- (১) ৩০ জুন এর মধ্যে যে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না সে অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা যাবে না:
- (২) অর্থ বছরের শেষে অবমুক্ত কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা সরকারী খাতে সমর্পন/কোষাগারে জমা দিয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদন ও চালানের কপি, ব্যাংক হিসাবের বিবরণীসহ পরবর্তী অর্থ বছরের জুলাই মাসের মধ্যে অর্থ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগে দাখিল করতে হবে।
- (৩) অর্থ বিভাগ থেকে অর্থ ছাড়ে সম্মতি দানের ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপ করা হলে জি,ও তে তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত না করা হলে জি,ও, পৃষ্ঠাংকনের জন্য উহা অর্থ বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করা হবে না।

স্ব/-

(মোহাম্মদ আবদুল মজিদ)
উপ-সচিব(উন্নয়ন-১)

বিতরণ :-

- ১। সচিব.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ২। হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
.....(সকল).....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৫(অংশ-৩)/৭৬০

তারিখ:- ৫/৬/২০০২ ইং

বিষয় :- বাজেট বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সংক্রান্ত।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের তামাদি এড়ানোর জন্য অর্থ বছরের শেষ পর্যায়ে এসে প্রয়োজনের সাথে সংগতি না রেখে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রতিপালনীয় পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ না করে এভাবে অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের সীমিত সম্পদের অপব্যবহার, অপচয় এবং নানা অনিয়মের সম্ভাবনা থাকে। সময়ের স্বল্পতাহেতু বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে প্রয়োজনে পরবর্তী অর্থ বছরে নতুন বরাদ্দের আওতায় সে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা যায়। কাজেই অপরিহার্যতা না থাকা সত্ত্বেও কেবল তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে তাড়াছড়া করে বৎসরের শেষে অর্থ ব্যয়ের আবশ্যিকতা নেই।

২। জাতীয় সংসদে নতুন বাজেট অনুমোদিত হওয়ার পরপরই বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে এবং প্রচলিত বিধি বিধান অনুসারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কিস্তি ভিত্তিক সময়সূচী অনুযায়ী অর্থ ছাড় ও ব্যয় নিশ্চিত করতে পারে। কোন কারণে অর্থ বৎসরের শেষে ঐ বৎসরের বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ব্যয় না করার কারণে নতুন অর্থ বছরের বাজেটে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল প্রতীয়মান হলে বিষয়টি অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের নজরে আনলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দানের বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। কাজেই অত্যাাবশ্যিকীয়তা না থাকলে অর্থ বৎসরের শেষে অর্থ ব্যয় পরিহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এখন থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রকল্পে/সংস্থায় অর্থ বৎসরের শেষ তিন মাসে ব্যয়িত অর্থের বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

স্বাক্ষর

(সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী)

যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন)

অর্থ বিভাগ।

বিতরণ :-

- ১। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ।
- ২। সচিব,.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৩। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব-১/২, অর্থ বিভাগ।
- ৫। যুগ্ম-সচিব, উন্নয়ন/বাজেট/প্রশাসন, অর্থ বিভাগ।
- ৬। উপ-সচিব, উন্নয়ন-১/২/৩/৪, অর্থ বিভাগ।
- ৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ-১

নং অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-১/৯৬/২৩৭

তারিখ : ০৮/০৬/২০০০ ইং/

২৫/০২/১৪০৭ বাং

বিষয় : যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে বিল দাখিলের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন।

সূত্র : সিএজি অফিসের পত্র নং - সিএজি/পদ্ধতি-১/উন্নয়ন প্রকল্প/৫৪০(খন্ড-৩/৪৪৭
তারিখ : ১৯/০৪/২০০০ইং

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস সূত্রে বর্ণিত পত্র মারফত জানিয়েছে যে উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরী আদেশ ব্যতীত এবং যথাযথ স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে ট্রেজারী বিধি ২৭ অবলম্বনে হিসাবরক্ষণ অফিসে বিল দাখিল পূর্বক অর্থ উত্তোলন করা হচ্ছে। বিষয়টি অর্থবিভাগে পরীক্ষাপূর্বক এ সম্পর্কে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র ছমিকম্প, বন্যা বা অনুরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জানমাল রক্ষা এবং নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্ন জড়িত থাকলে ট্রেজারী রুল ২৭ অবলম্বনে বিল দাখিলপূর্বক অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

- উপযুক্ত বর্ণনানুসারে ট্রেজারী রুল ২৭ অবলম্বনে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন অর্থ এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় উপরে অনুঃ ১ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন অর্থ উত্তোলন আর্থিক বিধির পরিপন্থী হবে। ট্রেজারী বিধি ২৭ অবলম্বন করে যেন উপরে অনুঃ ১ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন অর্থ উত্তোলন করা না হয় এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, তাদের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প পরিচালক এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রকসহ সকল জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষন কর্মকর্তাবৃন্দ নিশ্চিত করবেন।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলী অনুসরণপূর্বক অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষর

শেখ. এ. কে মোতাহার হোসেন
উপ সচিব (উন্নয়ন-১)

বিতরণ :

- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- সচিব, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
- হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক/ কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনেন্স/ অতিরিক্ত মহা নিয়ন্ত্রক, রেল কর্তৃপক্ষ।

(আরপিএ বিশেষ হিসাবের অর্থ ব্যয়ের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের নমুনা)

..... অর্থবছরে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের ত্রৈমাসিক বিবরণী :

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও কোড নম্বর
২. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও কোড নম্বর
৩. উন্নয়ন সহযোগীর নাম
৪. মাসের প্রতিবেদন

আরপিএ (বিশেষ হিসাবের মাধ্যমে) পুনর্ভরণের অবস্থাঃ

বর্তমান অর্থ বছরেরমাস পর্যন্ত	অথরাইজেশন জারীর পরিমাণ		পুনর্ভরণ দাবীর পরিমাণ		পুনর্ভরণ প্রাপ্তির পরিমাণ		পার্থক্য	
	টাকায়	বৈদেশিক মদ্যায়	টাকায়	বৈদেশিক মদ্যায়	টাকায়	বৈদেশিক মদ্যায়	টাকায়	বৈদেশিক মদ্যায়
ক্রমপুঞ্জিত..... মাস পর্যন্ত								

প্রতি স্বাক্ষর
যুগ্ম-সচিব
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

স্বাক্ষরঃ প্রকল্প পরিচালক
(নাম ও পদবী)
(ফোন নং-)

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা প্রতিস্বাক্ষর
(নাম, পদবী ও পদবী)

স্বাক্ষরঃ প্রকল্প পরিচালক
(নাম:)
ফোন নং-

- দ্রষ্টব্য : ১. অক্টোবর, জানুয়ারী, এপ্রিল ও জুন মাসের ১৫তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের ব্যয়ের বিবরণী অর্থ বিভাগ ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরে পেশ করিতে হইবে।
২. প্রত্যেক সংস্থা তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে 'আরপিএ' বরাদ্দসম্বলিত সকল প্রকল্পের জন্য একটি একীকৃত বিবরণী পেশ করিবেন।
৩. যদি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা অতিরিক্ত কোন তথ্য প্রদান করিতে চাহেন তবে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ প্রদান করিবেন।
৪. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক হিসাব নিয়মিত প্রাপ্তির প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে অর্থ বিভাগ হতে অথরাইজেশন জারী করা হবে না।

(স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক
বাস্তবায়নাবীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জিওবি'র মাধ্যমে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য অবমুক্তির নমুনা সরকারী আদেশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... মন্ত্রণালয়
..... বিভাগ

নং তারিখ :

প্রেরক :

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষন অফিসার,
..... মন্ত্রণালয়।

বিষয় : উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের নাম) চুক্তি নং এর অধীনে প্রদত্ত জিওবি'র মাধ্যমে
পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত।

আমি আদিষ্ট হইয়া উপরে উল্লিখিত প্রকল্পের বিপরীতে বর্তমান বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জিওবি'র মাধ্যমে
পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য বাবদ বরাদ্দ হইতে সংস্থার অনুকূলে নিম্নরূপে অর্থ ছাড়ে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন
করিতেছি।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম ও কোড নং	প্রকল্পের নাম ও কোড নং	অনুমোদিত/ পিসিপি অনুমোদিত/ অনুমোদিত	কিস্তির নাম ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ	ঋণের অর্থের পরিমাণ	বিনিয়োগের অর্থের পরিমাণ	অনুদানের অর্থের পরিমাণ	রাজস্ব খাতের অর্থ	মূলধন খাতের অর্থ	মোট অবমুক্ত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

এই ব্যয় বর্তমান অর্থ বৎসরের উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং মন্ত্রণালয়ের
(নাম ও কোড নং) প্রকল্প (নাম ও কোড নং) অর্থনৈতিক
কোড নং হইতে বহন করা হইবে।

২. নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এই অর্থ অনুদান/ বিনিয়োগ/ ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করা হইল :
 - ক. বার্ষিক হারে (কথায়) সাময়িকভাবে এই
ঋণের উপর সুদ দিতে হইবে।
 - খ. বার্ষিক টি (কথায়) সমান বাৎসরিক ষাটমাসিক
কিস্তিতে আসল ও সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
 - গ. ঋণের টাকা তোলা তারিখ হইতে বৎসর পর এই ঋণের টাকা আদায়যোগ্য। প্রথম
..... বৎসর পর্যন্ত আহরিত টাকার উপর কেবল সুদ দিতে হবে।
৩. প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে :
 - ১) বর্তমান বৎসরের বাজেট বরাদ্দ হইতে ১ম/ ২য় কিস্তি পর্যন্ত টাকা (কথায়
.....) অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের শতকরা ৭৫ভাগ অথবা তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থ পূর্ণভরণের
জন্য দাতা সংস্থা/ দেশের নিকট দাবী পেশ করা হইয়াছে।
 - ২) ১ম/ ২য় কিস্তি পর্যন্ত টাকা (কথায়) অবমুক্ত করা
হইয়াছে এবং তাহা হইতে টাকা (কথায়)
অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের শতকরা ৭৫ভাগের কম অর্থ পুনর্ভরণেরজন্য দাতা দেশের নিকট দাবী করা হইয়াছে।
সেই কারণেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এই আদেশ জারী করা হইতেছে।
 - ৩) প্রকল্প ছকে বর্ণিত দফাওয়ারী বরাদ্দ অনুযায়ী এবং দাতা সংস্থা/ দেশের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে
শর্তমোতাবেক এই অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

(নামঃ)
সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ

দ্রষ্টব্য :	১.	অপ্রাসংগিক অংশ কাটিয়া দিন
	২.	অর্থবিভাগের অনুমোদিত পরিবর্তন ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড লগ্নী/পূণলগ্নী শর্ত প্রযোজ্য হইবে।
	৩.	ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য অর্থনৈতিক কোড নং ৭০৩৭ এবং অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে ৭৩০১ অর্থনৈতিক কোড উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পের বরাদ্দের অনুদান বাবদ প্রদানযোগ্য রাজস্ব অংশের জন্য অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০ অর্থ নৈতিক কোড সাহায্য মঞ্জুরী অধীনে ব্যবহার করতে হবে। এবং অনুদান বাবদ প্রদানযোগ্য মূলধন অংশের জন্য ৭২০০ অর্থনৈতিক কোড উল্লেখ করতে হবে।

(ডিএসএল পরিশোধের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের নমুনা)

বিষয় : অর্থ বৎসরের ১ম/ ২য়/ ৩য়/ ৪র্থ কিস্তির ডিএসএল আদায়ের ত্রৈমাসিক বিবরণী

সংস্থার নাম		বর্তমান বৎসরের ডিএসএল ধাপ্য			বর্তমান/ কিস্তিতে আদায়কৃত ডিএসএল		গত অর্থবছরে মোট ডিএসএল)		বর্তমান বৎসরে ডিএসএল -এর জের			
		বৈদেশিক ঋণ	স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ	নগদ জমা	সমস্থয়	মোট	নগদ জমা	সমস্থয়	মোট	বৈদেশিক ঋণ	স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ	মোট
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	আসল §											
	সুদ §											
২.	আসল §											
	সুদ §											
৩.	আসল §											
	সুদ §											
৪.	আসল §											
	সুদ §											
মোট §												

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা প্রতিনিধি
(নাম, পদবী ও পদবী)

স্বাক্ষর
(নাম: প্রকল্প পরিচালক)
ফোন নং-

দ্রষ্টব্য : ১, ৮ ও ৯ নং কলামে যে হিসাব প্রদান করা হইবে তাহাতে ৪, ৫ ও ৬ নং কলামের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ, শাখা-৩

নং : অম/অবি/উঃ-৩/পউবো-১৬/৯৮(অংশ-১)/২৭৪

তারিখ : ১৯/০৬/২০০০ইং

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লোকবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান প্রসংগে।

অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/ অবি/ উঃ-১/ বিবিধ-৫২/ ৯৬/ ৩২০ তারিখ ০৩/০৭/১৯৯৭ইং, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম/ সওব্য/ টিম-৪(২) উঃ প্রঃ নিঃ/ ৪৭/ ৯৭/-১৮৮ তারিখ ২১/০৮/১৯৯৭ইং এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং পরি/ সমন্বয়-২/ ১৫/ ৯৪/ ২২৯ তারিখ ১০/০৬/১৯৯৯ইং এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ১৯৯৭ইং থেকে চালুকৃত প্রকল্পের (দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পসহ) লোকবল নিয়োগ এবং সাকুল্য (Consolidated pay) বেতন প্রদানের বিধি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

২। উপর্যুক্ত বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে স্কেল ভিত্তিক লোক নিয়োগের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। উপরে অনুচ্ছেদ নং-১ -এ উল্লেখিত স্মারকসমূহ অনুসারে ১লা জুলাই, ১৯৯৭ইং থেকে চালু সকল প্রকল্পের (দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পসহ) লোকবল নিয়োগ ও সাকুল্য বেতন প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষর

শেখ, এ, কে, মোতাহার হোসেন

উপ সচিব (উন্নয়ন-১)

বিতরণ :

১. সচিব,
..... মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
৩. হিসাব মহানিয়ন্ত্রক।
৪. উন্নয়ন অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৫২/৯৬/৬৭

তারিখ:- ২২/০৪/২০০১ খ্রি:

পরিপত্র

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্পে সাকল্য ও স্কেলভিত্তিক জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে।

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগ, মেয়াদকাল ও জনবলের বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :-

- ১। ১লা জুলাই ১৯৯৭ থেকে শুরু হওয়া সকল প্রকল্পের (দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পসহ) লোকবলকে, নিম্নে অনুচ্ছেদ নং ২তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিত, সাকল্য বেতনে নিয়োগ করতে হবে। সংযোজনী - ক তে প্রদর্শিত সাকল্য বেতন কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োজিত লোকবলকে বেতন প্রদান করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর সাকল্য বেতনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন অর্থ বিভাগের অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৫২/৯৬/৪১৬ তারিখ : ১৪-১০-১৯৯৭ স্মারক অনুযায়ী আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
- ২। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক ও চিকিৎসক পদের মধ্যে যে সকল পদ প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য ঐ সকল পদে সাকল্য বেতনের পরিবর্তে স্কেল ভিত্তিক লোকবল নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের ব্যতিক্রম করার জন্য ঐ সকল পদ ও পদের সংখ্যা প্রকল্প সারপত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে এবং একনেক (ECNEC) থেকে এ ধরনের ব্যতিক্রমের জন্য প্রতিক্ষেত্রে অনুমোদন নিতে হবে। বিষয়টি একনেক (ECNEC) সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্গশিষ্ট পিসিপি/পিপি প্রয়োজনীয় সংশোধন/প্রণয়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হল।

স্বা/-
(সমর চন্দ্র সিনহা)
উপ-সচিব।
ফোন- ৮৬১৮৩৯৫

- ১। মন্ত্রি পরিষদ সচিব/মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রির কার্যালয়।
- ২। সচিব, -----মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৩। সদস্য (সকল),-----বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৪। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- ৫। সকল কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ।

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৫২/৯৬/৬৭

তারিখ : ২২/০৪/২০০১ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

- ১। অর্থ মন্ত্রীর মহোদয়ের একান্ত সচিব,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ২। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্বা/-
(মোঃ আবদুল হালিম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সংশোধিত সাকুল্যে বেতন নির্ধারণী ছক

শ্রেণি	প্রারম্ভিক বেতন	বাড়ি ভাড়া	টিফিন ভাতা	মোট সাকুল্যে বেতন
শ্রেণি নং-১	১৫,০০০	৬০০০.০০	২০০.০০	২১,২০০.০০
শ্রেণি নং-২	১২,৯০০	৫,১৬০.০০	২০০.০০	১৮,২৬০.০০
শ্রেণি নং-৩	১১,৭০০	৪,৬৮০.০০	২০০.০০	১৬,৫৮০.০০
শ্রেণি নং-৪	১০,৭০০	৪,২৮০.০০	২০০.০০	১৫,১৮০.০০
শ্রেণি নং-৫	৯,৫০০	৪,০৫০.০০	২০০.০০	১৩,৭৫০.০০
শ্রেণি নং-৬	৭,২০০	৩,২৪০.০০	২০০.০০	১০,৬৪০.০০
শ্রেণি নং-৭	৬,১৫০	২,৭৬৮.০০	২০০.০০	৯,১১৮.০০
শ্রেণি নং-৮	৪,৮০০	২,১৬০.০০	২০০.০০	৭,১৬০.০০
শ্রেণি নং-৯	৪,৩০০	১,৯৩৫.০০	২০০.০০	৬,৪৩৫.০০
শ্রেণি নং-১০	৩,৪০০	১,৭০০.০০	২০০.০০	৫,৩০০.০০
শ্রেণি নং-১১	২,৫৫০	১,২৭৫.০০	২০০.০০	৪,০২৫.০০
শ্রেণি নং-১২	২,৩৭৫	১,১৮৮.০০	২০০.০০	৩,৭৬৩.০০
শ্রেণি নং-১৩	২,২৫০	১,১২৫.০০	২০০.০০	৩,৫৭৫.০০
শ্রেণি নং-১৪	২,১০০	১,০৫০.০০	২০০.০০	৩,৩৫০.০০
শ্রেণি নং-১৫	১,৯৭৫	৯৯০.০০	২০০.০০	৩,১৬৫.০০
শ্রেণি নং-১৬	১,৮৭৫	৯৯০.০০	২০০.০০	৩,০৬৫.০০
শ্রেণি নং-১৭	১,৭৫০	৯৬৩.০০	২০০.০০	২,৯১৩.০০
শ্রেণি নং-১৮	১,৬২৫	৮৯৪.০০	২০০.০০	২,৭১৯.০০
শ্রেণি নং-১৯	১,৫৬০	৮৫৮.০০	২০০.০০	২,৬১৮.০০
শ্রেণি নং-২০	১,৫০০	৮৫০.০০	২০০.০০	২,৫৫০.০০

- বাড়ি ভাড়া :
যে সকল প্রকল্পের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আছে সে সকল প্রকল্পের জন্য ৩ নং কলাম প্রযোজ্য হবে না।
- উৎসব ভাতা/টি,এ,ডি,এ :
উৎসব ভাতা প্রদান এবং টি,এ,ডি,এ, নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত ২ নং কলামে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক বেতনকে মূল বেতন হিসাবে ধরা যেতে পারে।
- টিফিন ভাতা :
যে সকল কর্মচারী তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে লাঞ্চ ভাতা পান না, তাদের ক্ষেত্রে ১০০/- (একশত টাকা) হারে টিফিন ভাতাসহ সাকুল্যে বেতন প্রদান করতে হবে।
- পাহাড়ী ভাতা :
পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২ নং কলামে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক বেতনের ৩০ % হারে সর্বোচ্চ মাসিক ১২০০ (এক হাজার দুই শত) টাকা পাহাড়ী ভাতা প্রদান করতে হবে।
- যাতায়াত ভাতা :
উক্ত শ্রেণি নং-১১ থেকে ২০ নং শ্রেণি ভুক্ত কর্মচারীগণের কর্মস্থল ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট এর সিটি কর্পোরেশন/পৌরএলাকায় অবস্থিত হলে তিনি মাসিক ৮০/- (আশি) টাকা হারে যাতায়াত ভাতাও পাবেন।
- আয়কর :
আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত সরকারী বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।

(প্রকল্পের পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বছরওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণীর বিস্তারিত ব্যয় খাতে
অর্থনৈতিক কোড ব্যবহারের নমুনা)
বিস্তারিত ব্যয় খাত

বাজেট প্রস্তাব, বিভাজন আদেশ, খরচ ও পূর্নভরণ বিবরণী ইত্যাদি প্রস্তুতকালে নিম্নে বর্ণিত হিসাবের
শ্রেণীবিন্যাস বা গ্রুপিং অনুসরণ করতে হবে।

রাজস্ব ব্যয়					
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪৮৫২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়
		৪৮০২	বদলী ব্যয়	৪৮৫৩	বুলেট প্রুফ জ্যাকট
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪৮০৪	আনুষঙ্গিক ব্যয়	৪৮৫৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪৮০৫	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	৪৮৫৫	দুধ ও দুধজাত দ্রব্যাদি ক্রয়
		৪৮০৬	ভাড়া অফিস	৪৮৫৬	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ
৪৭০০	ভাতাদি	৪৮০৭	ভাড়া আবাসিক	৪৮৫৭	নিরারণ ও সংরক্ষণ
৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	৪৮০৮	ভাড়া সরঞ্জামাদি	৪৮৫৮	বীজ ও উদ্ভিদ
৪৭০৫	বাড়ীভাড়া ভাতা	৪৮০৯	ভাড়া এশিয়াতিশন	৪৮৫৯	কীটনাশক ওষধ
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪৮১০	পৌরকর	৪৮৬০	টেউটিন
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৪৮১১	ভূমি কর	৪৮৬১	সার
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৪৮১৩	কাষ্টম, স্ক্রু/ভ্যাট	৪৮৬২	টাকা ও গুণ্ড
৪৭২১	পাহাড়ী ভাতা	৪৮১৪	অন্যান্য কর	৪৮৬৩	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৪৮১৫	ডাক	৪৮৬৪	মৎস্য ও পশুর খাদ্য
৪৭২৯	বৈদেশিক ভাতা	৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপিটার	৪৮৬৬	হাঁস-মুরগী
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	৪৮১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স	৪৮৬৭	পশুপালন
৪৭৩৭	দায়িত্বভার ভাতা	৪৮১৮	রিজিস্ট্রেশন ফি	৪৮৬৮	চিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ
৪৭৪১	রিটেনার ভাতা	৪৮১৯	পানি	৪৮৬৯	চিকিৎসা ব্যয়
৪৭৪৫	ক্ষতিপূরণ ভাতা	৪৮২১	বিদ্যুৎ	৪৮৭০	খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ
৪৭৪৯	রেশম ভাতা	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	৪৮৭১	বিছানাপত্র
৪৭৫৩	দৈনিক/খোরাকী ভাতা	৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৪৮৭২	পথ্য
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৪৮২৪	বীমা/ব্যাংক চার্জস	৪৮৭৩	রেশম
৪৭৫৭	ইন্টানী/শিক্ষানবিশ ভাতা	৪৮২৫	বার্তা সংস্থার চাঁদা	৪৮৭৪	কসালসৌ
৪৭৬১	ভ্রমণ ভাতা (ফিল্ড)	৪৮২৬	কমিশন/সুদ	৪৮৭৫	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৪৮৭৭	সামরিক সরবরাহ
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	৪৮৭৯	অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ
৪৭৭৫	পোশাক ভাতা	৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	৪৮৮০	জনশৃঙ্খল ও নিরাপত্তা
৪৭৭৭	প্রশিক্ষণ ভাতা (ফিল্ড)	৪৮৩০	স্ট্যাম্পস, টাকা নোট মুদ্রণ	৪৮৮১	নিরাপত্তা প্রহরী
৪৭৮১	বুকি ভাতা	৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়
৪৭৮৫	চুক্তি ভাতা	৪৮৩২	অডিও, ভিডিও চলচ্চিত্র নির্মাণ	৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক
৪৭৮৯	নির্বাচনী এলাকা ভাতা	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪৮৮৪	পরীক্ষা ফি সংক্রান্ত ব্যয়

৪৭৯৩ টেলিফোন ভাতা
৪৭৯৫ অন্যান্য ভাতা

৪৮৩৪ খেলার সামগ্রি
৪৮৩৬ ইউনিফর্ম
৪৮৩৭ পাসপোর্ট বই
৪৮৩৮ গোয়েন্দা কার্যাবলী
৪৮৪০ প্রশিক্ষণ ব্যয়
৪৮৪২ সেমিনার, কনফারেন্স
৪৮৪৪ প্রতিনিধি প্রেরণ
৪৮৪৫ আপ্যায়ন ব্যয়
৪৮৪৬ পরিবহন ব্যয়
৪৮৪৭ পুরস্কার
৪৮৪৮ ম্যানেজমেন্ট চার্জ
৪৮৪৯ ক্ষতিপূরণ
৪৮৫১ অনিয়মিত শ্রমিক

৪৮৮৫ টেস্টিং ফি
৪৮৮৬ সার্ভে
৪৮৮৭ কপি/অনুলিপি ব্যয়
৪৮৮৮ কম্পিউটার সামগ্রী
৪৮৮৯ অডিট ফি
৪৮৯০ অনুষ্ঠান/উৎসবাদি
৪৮৯১ খোরাকী
৪৮৯২ রয়্যালটি
৪৮৯৩ হায়ারিং চার্জ
৪৮৯৪ সংসদ অধিবেশন
৪৮৯৫ কমিটি গঠন/কমিশন
৪৮৯৬ মেইলব্যাগ
৪৮৯৭ স্বাস্থ্য বিধান
৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয়

৪৯০০ মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন

৪৯০১ মোটর যানবাহন
৪৯০৬ আসবাবপত্র
৪৯১১ কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম
৪৯১৬ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম
৪৯২১ অফিস ভবন
৪৯২৪ ব্যালটবক্স মেরামত ও সংরক্ষণ
৪৯২৬ আবাসিক ভবন
৪৯২৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৪৯৩১ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা
৪৯৩২ প্রকৌশল সরঞ্জাম
৪৯৩৬ সড়ক, সেতু ও মহাসড়ক
৪৯৪১ গ্রাম্য সড়ক ও কালভার্ট
৪৯৪৬ সেচ অবকাঠামো
৪৯৪৭ ড্রেনেজ কাঠামো
৪৯৫১ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ
৪৯৫৫ সিগন্যাল/ওয়ারলস সরঞ্জাম
৪৯৫৬ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম
৪৯৫৮ লাইন ও তার

৫৯০০ সাহায্য, মঞ্জুরী

৫৯০১ সাধারণ মঞ্জুরী
৫৯০৩ বেতন বাবদ সহায়তা
৫৯০৫ পোশাক বাবদ মঞ্জুরী
৫৯০৭ গৃহ বাবদ মঞ্জুরী
৫৯০৯ বাসভাড়া বাবদ মঞ্জুরী
৫৯১১ চিকিৎসা বাবদ মঞ্জুরী
৫৯১৩ উৎসব বোনাস
৫৯১৪ পেনশন মঞ্জুরী
৫৯১৫ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সম্মানী
৫৯১৬ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সম্মানী
৫৯১৭ খেলাধুলা মঞ্জুরী
৫৯১৯ বই পুস্তক মঞ্জুরী
৫৯২১ গবেষণা মঞ্জুরী
৫৯২৩ সাংস্কৃতিক মঞ্জুরী
৫৯২৫ কল্যাণ অনুদান
৫৯২৭ দাফন অনুদান
৫৯২৯ গাড়ী বাবদ মঞ্জুরী
৫৯৩১ বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন সহায়তা

৬৬০০ খোক বরাদ্দ

৬৬০১ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প
৬৬০৫ বিশেষ অপারেশন
৬৬১১ হজ্জ
৬৬১৩ সরকারী ও বেসরকারী কলেজের বই ক্রয়
৬৬১৫ সরকারী ও বেসরকারী কলেজের ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি
৬৬১৭ শিক্ষা সপ্তাহ
৬৬১৮ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা
৬৬২১ শল্য চিকিৎসা দ্রব্যাদি (এমএসআর)
৬৬৩১ নবায়ন ও সংরক্ষিত ফান্ড
৬৬৩৫ অনিশ্চিত খাত স্থানান্তর
৬৬৪৩ মেরামত ও সংরক্ষণ খোক-সরকারী স্কুল ও কলেজ
৬৬৪৫ মেরামত ও সংরক্ষণ খোক-বেসরকারী স্কুল ও কলেজ
৬৬৪৭ মেরামত ও সংরক্ষণ খোক-কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৬৬৫০ বিদ্যালয় খাদ্য প্রদান কর্মসূচি
৬৬৫১ অপ্রত্যাশিত
৬৬৬১ কাজের বিনিময় খাদ্য
৬৬৭১ কল্যাণ তহবিল
৬৬৭৫ চোরচালান বিরোধী কার্যক্রম

৪৯৫৯	খুটি ও এরিয়াল	৫৯৩৩	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুদান	৬৬৮১	থোক বরাদ্দ
৪৯৬৬	রোলিং ষ্টক	৫৯৩৭	ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মঞ্জুরী	৬৬৮৩	কম্পেনসেশন ইন লিউ অফ ডিউটি ড্র ব্যাক
৪৯৭১	রেলওয়ে অবকাঠামোসমূহ	৫৯৩৯	কর্মচারী কল্যাণ তহবিল	৬৬৮৫	কর প্রত্যাপর্ণ
৪৯৭৬	জলযান	৫৯৪১	যৌথবীমা		
৪৯৮১	আকাশযান	৫৯৪৩	ভিজিডি		
৪৯৮৬	পুনর্বাসন	৫৯৪৪	ভিজিএফ		
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	৫৯৪৫	টিআর		
		৫৯৪৭	জিআর		
		৫৯৪৯	ত্রাণ ও দান		
		৫৯৫১	চাঁদা/উপহার		
		৫৯৫৩	স্বচ্ছাধীন মঞ্জুরী		
		৫৯৫৫	কর্মচারীদের চিকিৎসা বাবদ মঞ্জুরী		
		৫৯৫৭	বন্যা		
		৫৯৫৯	অনাবৃষ্টি		
		৫৯৬১	বিদ্যুৎ ব্যয়		
		৫৯৬২	পানি মঞ্জুরী		
		৫৯৬৩	বৃত্তি/স্কলারশিপ		
		৫৯৬৫	বিশেষ মঞ্জুরী		
		৫৯৬৭	কল্যাণ তহবিল		
		৫৯৬৯	ট্রাস্ট ফান্ড		
		৫৯৭১	কৃষি পুনর্বাসন মঞ্জুরী		
		৫৯৭৩	বন্যা পুনর্বাসন মঞ্জুরী		
		৫৯৭৫	ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন মঞ্জুরী		
		৫৯৭৬	পল্লী সড়ক নির্মাণ মঞ্জুরী		
		৫৯৭৭	অন্যান্য		
		৫৯৯৭	লাইফ ফান্ড ঘাটতি		

মূলধন ব্যয়

৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত
৬৮০১	অফিস ভবন	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন
৬৮০৩	আবাসিন ভবন	৬৯১১	বন	৭০০৬	অফিস ভবন
৬৮০৫	অন্যান্য ভবন	৬৯২১	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	৭০১১	বাস ভবন
৬৮০৭	মোটরযান	৬৯৩১	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	৭০১৬	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো
৬৮০৯	জলযান	৬৯৪১	অন্যান্য	৭০২১	সড়ক ও মহাসড়ক
৬৮১১	আকাশযান			৭০২৬	সেতু
৬৮১২	ক্যামরা			৭০৩১	গ্রাম্যসড়ক ও অবকাঠামো
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম			৭০৩৬	সেচ অবকাঠামো
৬৮১৪	প্রকৌশলী সরঞ্জাম			৭০৪১	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ			৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার			৭০৫১	টেলিযোগাযোগ
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম			৭০৫৫	সুল ক্যাপিটাল ওয়ার্কস
৬৮২১	আসবাবপত্র			৭০৫৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	৭০৬১	রেলওয়ে অবকাঠামোসমূহ
৬৮২৪	ব্যালটবক্স(সংগ্রহ)	৭০৬৬	খনিজ অনুসন্ধান
৬৮২৫	বেতার সরঞ্জাম	৭০৭১	খনিজ সম্পদ আহরণ
৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৭০৭৬	সূতিসৌধ ও ধর্মীয়স্থানসমূহ খনন
৬৮২৮	মিলিটারী হার্ডওয়ার	৭০৮১	অন্যান্য
৬৮২৯	রোলিং স্টক		
৬৮৩০	আবহাওয়া সরঞ্জাম		
৬৮৩১	রেলওয়ে অবকাঠামো		
৬৮৩৩	সড়ক ও মহাসড়ক		
৬৮৩৪	মিলিটারী হার্ডওয়ার(বকেয়া)		
৬৮৩৫	সেতু		
৬৮৩৭	গ্রাম্যসড়ক ও কালভার্ট		
৬৮৩৯	সেচ অবকাঠামো		
৬৮৪১	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো		
৬৮৪৩	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ		
৬৮৪৫	বনায়ন		
৬৮৪৭	সূতিসৌধ		
৬৮৪৯	যাদুঘর সামগ্রী,পেইন্টিং ও আর্কাইভস ফিল্মস ইত্যাদি		
৬৮৫০	নলকূপ যন্ত্রাংশ		
৬৮৫১	অন্যান্য		
৬৮৫২	বুলেট প্রুফ জ্যাকেট		
৬৮৫৩	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম		
৬৮৬৫	তাঁবু ও সরঞ্জাম		
৭১০০	শেয়ার ও ইকুইটিতে বিনিয়োগ	৭২০০	মূলধন মঞ্জুরী
৭১০১	শেয়ার ও মূলধন	৭২০১	আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৭১১১	ইকুইটি	৭২০৬	আর্থিক খাত বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান
৭১২১	আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৭২১১	টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন
৭১২৩	নগদ ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর	৭২১৬	রেলওয়ে
৭১২৭	বৈদেশিক ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর	৭২২১	ডাক বিভাগ
৭১৪১	অন্যান্য বিনিয়োগ	৭২২৬	জেলা পরিষদ
		৭২৩১	সিটি কর্পোরেশন
		৭২৩৬	পৌরসভা
		৭২৪১	অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
		৭২৪৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
		৭২৫১	অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
		৭২৫৬	অন্যান্য
৭৯০০-৭৯৭৯	মূলধন খাত ও সিডিভ্যাট	৭৩০০	ঋণ ও অগ্রিম
৭৯০১	মূলধন খাত সিডিভ্যাট	৭৩০১	উন্নয়ন খাত নগদঋণ
		৭৩১১	অনুন্নয়ন খাত নগদ ঋণ
		৭৩২১	বৈদেশিক ঋণ
		৭৩৩১	সুদমুক্ত ঋণ
		৭৩৩৫	কৃষি ঋণ
		৭৩৩৭	স্থানীয় সংস্থাকে দেয় ঋণ
		৭৩৩৯	সমবায় ঋণ
৭৯৮০-৭৯৯৮	মূলধন খোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়		
		৭৯৮১	বিবিধ মূলধন ব্যয়
		৭৯৮২	উন্নয়ন মূলধন খোক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৫২/৯৬(অংশ-১)/৩২৪

তারিখ :- ৯/৯/২০০১ খ্রি':

পরিপত্র

বিষয় :- ১লা জুলাই, ১৯৯৭ থেকে চালু হয়ে সমাণ্ড প্রকল্পের জনবলের বেতন ভাতা প্রদান প্রসংগে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১/৮/১৯৯৭ ইং তারিখের সম/সওব্য/টিম-৪(২)/উ:প্র:নি/৪৭/৯৭-১৮৮ স্মারক এবং অর্থ বিভাগের স্মারক নং- অম/অবি/উ:-৩/পউবো-১৬/৯৮(অংশ-১)/২৭৪ তারিখ :- ১৯/০৬/২০০০ ইং অনুযায়ী ১লা জুলাই ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রকল্পের জনবল সাকল্য বেতন ও চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের বিধান রয়েছে। নিয়োগ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই নিয়োগপত্রই অব্যাহতি পত্র হিসাবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন থেকে প্রকল্পের জনবল কর্মরত নাই বলে গন্য হবে। সে মোতাবেক ১লা জুলাই ১৯৯৭ হতে চালু প্রকল্পের (২য়/৩য় পর্যায়সহ) ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জনবলের বেতন ভাতা প্রদানের আর কোন অবকাশ নেই।

স্বাক্ষর/

(শেখ এ, কে, মোতাহার হোসেন)
উপ-সচিব।

বিতরণ :-

১। সচিব.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

(সকল)

২। সকল কর্মকর্তা, উন্নয়ন অনুবিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/ ৩০৭

তারিখ :- ১৪/৮/২০০১ খ্রিঃ

বিষয় :- জিওবি অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার প্রসংগে।

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কিছু প্রকল্পের জন্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ আছে (এডিপি কলাম নং-১৮ অন্যান্য)। এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এর অনুচ্ছেদ নং-১.২৩ (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত বলে বিবেচিত হবে।

স্বাক্ষর
(জাকির আহমেদ খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ।

সচিব,
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন বাজেট শাখা-১

নং- অম/অবি/উ:১/বিবিধ-৪৬/৯৫/১৪৬

তারিখ:-১৬/১১/২০০৩

বিষয় :- স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবমুক্ত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখা সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের ২০/২/২০০২ তারিখের অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৪৬/৯৫/৪৫৪ নং স্মারকটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

২। উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের ২৩/১০/২০০৩ তারিখে জারীকৃত অম/অবি/ব্যাংহি নীতি শাখা-২/নীতি-৩/২০০৩/৫৫৪ নং বিজ্ঞপ্তি অনুসরণে স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Annual Development Program (ADP) এর আওতায় সরকার থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত দশ বা ততোধিক বছর যাবৎ বাংলাদেশ ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত বেসরকারী ব্যাংকে জমা রাখতে পারবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে এই পরিপত্র জারী করা হ'লো।

স্বা/-
(কাজী শফিকুল আযম)
উপ-সচিব (উন্নয়ন বাজেট-১)

বিতরণ:-

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্য-সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ৪। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৫। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৭। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পাঙ্কিক/মাসিক প্রতিবেদন
প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম (..... তারিখ পর্যন্ত):

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২। (ক) ২০০৩-০৪ সনের এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা

: মোট প্রকল্প-

: বিনিয়োগ প্রকল্প-

: কারিগরি সহায়তা প্রকল্প-

: অন্যান্য, যদি থাকে-

(খ) অনুমোদনের পর্যায় অনুযায়ী প্রকল্প সংখ্যা

: অনুমোদিত প্রকল্প-

: অননুমোদিত প্রকল্প-

: সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প-

৩। উল্লিখিত এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ

: মোট-

(লক্ষ টাকায়)

: টাকা-

: প্রকল্প সাহায্য-

: সিডি ভ্যাট-

৪। প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তির পরিমাণ

: মোট -

(লক্ষ টাকায়)

: টাকা (সিডি ভ্যাট সহ) -

: প্রকল্প সাহায্য-

৫। প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়

: মোট-

(লক্ষ টাকায়)

: টাকা (সিডি ভ্যাট সহ) -

: প্রকল্প সাহায্য-

৬। বরাদ্দের ভিত্তিতে অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%)

: মোট-

: টাকা (সিডি ভ্যাট সহ) -

: প্রকল্প সাহায্য-

: সিডি ভ্যাট-

মন্ত্রণালয়/বিভাগের পক্ষে প্রতিবেদন প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

অফিস সীল ও তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৫২/৯৬/৩২০

তারিখঃ ১৯/৩/১৪০৪ বাং
০৩/০৭/১৯৯৭ ইং

পরিপত্র

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পে জনবল নিয়োগ, মেয়াদকাল, বেতন ইত্যাদি নির্ধারণের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:-

- (ক) বর্তমানে যে সকল প্রকল্পে স্কেলভিত্তিক পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে তা বহাল রাখা যেতে পারে এবং যে সকল প্রকল্পে ইতিমধ্যে আংশিকভাবে জনবল স্কেলভিত্তিক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সে সকল প্রকল্পের অবশিষ্ট জনবল স্কেলভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
- (খ) যে সকল প্রকল্পে আদৌ কোন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই সে সকল প্রকল্পে এবং ১লা জুলাই, ১৯৯৭ তারিখ হইতে সকল নতুন প্রকল্পের পদে সাকুল্যে বেতনে চুক্তিভিত্তিক কেবরমাত্র প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হবে। অর্থ বিভাগ জাতীয় বেতন স্কেল অনুসরণে প্রোভিত্তিক (২০টি), সাকুল্যে বেতন কাঠামো (Consolidated pay) কাঠামো নির্ধারণ করে দেবে (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সাকুল্যে বেতন কাঠামো সংযোজনী ক এ দেখা যেতে পারে)। তবে রাজস্ব বাজেটভুক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ বেতনক্রমে লিয়েন সংরক্ষণ সাপেক্ষে প্রেষণে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন।

২। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পিসিপি/পিপি প্রয়োজনীয় সংশোধন/প্রণয়ন করার সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহকে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/-
তারিখঃ ০৩/০৭/৯৭
(মোঃ মোজাম্মেল হক)
যুগ্ম-সচিব।
ফোনঃ ৮৬৪৪৮৪

বিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব/মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ২। সচিব (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৩। সদস্য, (সকল) পরিকল্পনা কমিশন।
- ৪। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
- ৫। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৫২/৯৬/৩২০

তারিখঃ ১৯/৩/১৪০৪ বাং
০৩/০৭/১৯৯৭ ইং

- অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ
- ১। অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
 - ২। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।

স্বা/-
তারিখঃ ০৩/০৭/৯৭
(অরিজিত চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সাকুল্যে বেতন নির্ধারণী ছক

শ্রেণি	প্রারম্ভিক বেতন	১০% বর্ধিত বেতন	মোট বেতন	বাড়ি ভাড়া	চিকিৎসা ভাতা	মোট সাকুল্যে বেতন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রেণি নং-১	১০,০০০	১,০০০	১১,০০০	৪,৪০০	১৫০	১৫,৫৫০
শ্রেণি নং-২	৮,৬০০	৮৬০	৯,৪৬০	৩,৭৮৪	১৫০	১৩,৩৯৪
শ্রেণি নং-৩	৭,৮০০	৭৮০	৮,৫৮০	৩,৪৩২	১৫০	১২,১৬২
শ্রেণি নং-৪	৭,১০০	৭১০	৭,৮১০	৩,১২৪	১৫০	১১,০৮৪
শ্রেণি নং-৫	৬,৩০০	৬৩০	৬,৯৩০	২,৭৭২	১৫০	৯,৮৫২
শ্রেণি নং-৬	৪,৮০০	৪৮০	৫,২৮০	২,৩৭৬	১৫০	৭,৮০৬
শ্রেণি নং-৭	৪,১০০	৪১০	৪,৫১০	২,০৩০	১৫০	৬,৬৯০
শ্রেণি নং-৮	৩,২০০	৩২০	৩,৫২০	১,৫৮৪	১৫০	৫,২৫৪
শ্রেণি নং-৯	২,৮৫০	২৮৫	৩,১৩৫	১,৪১১	১৫০	৪,৬৯৬
শ্রেণি নং-১০	২,৩০০	২৩০	২,৫৩০	১,২৫০	১৫০	৩,৯৩০
শ্রেণি নং-১১	১,৭২৫	১৭৩	১,৮৯৮	৯৪৯	১৫০	২,৯৯৭
শ্রেণি নং-১২	১,৫৫০	১৫৫	১,৭০৫	৮৫৩	১৫০	২,৭০৮
শ্রেণি নং-১৩	১,৪৭৫	১৪৮	১,৬২৩	৮১১	১৫০	২,৫৮৪
শ্রেণি নং-১৪	১,৩৭৫	১৩৮	১,৫১৩	৭৫৬	১৫০	২,৪১৯
শ্রেণি নং-১৫	১,৩০০	১৩০	১,৪৩০	৭১৫	১৫০	২,২৯৫
শ্রেণি নং-১৬	১,২০০	১২০	১,৩২০	৬৬০	১৫০	২,১৩০
শ্রেণি নং-১৭	১,১২৫	১১৩	১,২৩৮	৬৬০	১৫০	২,০৪৮
শ্রেণি নং-১৮	১,০৫০	১০৫	১,১৫৫	৬৩৫	১৫০	১,৯৪০
শ্রেণি নং-১৯	৯৭৫	৯৮	১,০৭৩	৫৯০	১৫০	১,৮১৩
শ্রেণি নং-২০	৯০০	৯০	৯৯০	৫৪৫	১৫০	১,৬৮৫

- (১) বাড়িভাড়া: জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১-এর ১৫নং অনুচ্ছেদ ব্যয়বহুল এলাকার জন্য নির্ধারিত হার মোতাবেক করা হয়েছে।
- (২) উৎসবভাতা/টিএ ডিএ: উৎসব ভাতা প্রদান এবং টিএ ডিএ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ছকের ৪নং কলামে বর্ধিত বেতনকে মূল বেতন হিসাবে ধরা যেতে পারে।
- (৩) আয়কর: আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত সরকারী বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৭৬/৯৬/১১৫০

তারিখঃ ২৪/১২/২০০২

পরিপত্র

বিষয়ঃ- উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোটরযান ক্রয় প্রসংগে।

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দফতর/সংস্থার অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোটরযান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

২। অর্থ বিভাগে এরূপ প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে।

স্বা/-

তারিখঃ ২৪/১২/০২

(মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ)

উপ-সচিব।

বিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
অডিট ভবন, ১৮৯, শহীদ নজরুল ইসলাম সরণী, ঢাকা।
- ৪। সচিব মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৫। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
- ৬। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

উন্নয়ন প্রকল্পে মোটরযান ক্রয়ের প্রস্তাবে প্রয়োজনীয় তথ্য

১। বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম	
২। উক্ত দপ্তর/সংস্থার বর্তমান মোটরযানের সংখ্যা (রাজস্ব এবং উন্নয়ন পৃথকভাবে)	
৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পের শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	
৪। প্রকল্পের অনুমোদনের পর্যায়	
৫। পিপি অনুযায়ী মোটরযানের সংখ্যা ও বরাদ্দ	
৬। প্রকল্পে বর্তমান মোটরযানের সংখ্যা	
৭। বর্তমান অর্থ বছরে মোটরযান ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ (অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী)	
৮। প্রস্তাবিত মোটরযান ক্রয়ের অর্থায়নে উৎস	
৯। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোটরযান ক্রয়ের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা	
১০। প্রাসংগিক তথ্যাদি (যদি থাকে)	
১১। প্রকল্পের মোটরযান ক্রয়ের প্রস্তাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য	

(নাম ও স্বাক্ষর)
যুগ্ম-সচিব
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-১/২০০৪/৬১৫

তারিখঃ

২৩/০৬/২০০৪

বিষয়ঃ- উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দের বিভাজন, পদ সৃষ্টি ইত্যাদি আদেশে অর্থ বিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন (Endorsement) পদ্ধতি রহিতকরণ প্রসংগে।

উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিদ্যমান পদ্ধতি সহজতর করণের অব্যাহত পদক্ষেপ হিসাবে অর্থ ছাড়, বরাদ্দের বিভাজন, প্রকল্পের পদসৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি সংস্থার পূর্বক সরকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

- (ক) অর্থ ছাড়ের যে সকল নথিতে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন সে সকল নথি পরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগের সম্মতি সম্বলিত পত্র (সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী) সহ নথি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত পাঠানো হবে। অর্থ বিভাগ থেকে উক্ত সম্মতি পত্রের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে প্রদান করা হবে। অর্থ বিভাগের সম্মতি পত্রের ভিত্তিতে (সম্মতিপত্র সংযোজন করতঃ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ ছাড়ের সরকারী আদেশ জারী করবে। উক্ত সরকারী আদেশে অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠাংকন (Endorsement) প্রয়োজন হবে না।
 - (খ) সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উপরের (ক) অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রাপ্ত অর্থ বিভাগের সম্মতি পত্রের নির্দেশনা অনুসারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সরকারী আদেশ জারী করা হলে তদানুযায়ী অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।
 - (গ) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সকল প্রকল্পের (অনুমোদিত/অননুমোদিত) বিভাজন আদেশ অর্থ বছরের শুরুতেই (১৫ জুলাইয়ের মধ্যে) জারী করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। উক্ত বিভাজন আদেশের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীর বিবরণ বিস্তারিত (উন্নয়ন) প্রণয়ন করবে। এরূপ কোন বিভাজন আদেশে আলাদাভাবে অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠাংকন প্রয়োজন হবে না।
 - (ঘ) অনুমোদিত/অননুমোদিত সকল উন্নয়ন প্রকল্পের পদ (আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী) সৃষ্টির ও সংরক্ষণের আদেশ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জারী করবে। এরূপ আদেশ জারীর ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠাংকন প্রয়োজন হবে না।
 - (ঙ) উপরের সমুদয় সরকারী আদেশের একটি কপি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় অবগতির জন্য প্রেরণ করতে হবে।
- ২। সরকারী আদেশ পৃষ্ঠাংকন পদ্ধতি রহিতকরণের উপরোক্ত পদ্ধতি আগামী ১/০৭/২০০৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

স্বা/-

(মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ)
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)।

বিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। সচিব মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। সদস্য..... পরিকল্পনা কমিশন।
- ৫। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা।
- ৭। মহা-ব্যবস্থাপক, সরকারী হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৯। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন বাজেট শাখা-.....

অম/অবি/উঃবা-

তারিখঃ

বিষয়ঃ- ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ প্রসংগে।

উপরের বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে,
.....মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন
.....প্রকল্পের (কোড নম্বর)
উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায়/আরপিএ (সরকারের মাধ্যমে)/সিডি ব্যাট বাবদ ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/অতিরিক্ত
কিস্তিতেলক্ষ (কথায়.....) টাকা (মূলধন
বাবদ....., রাজস্ব বাবদ..... এবং সিডিভ্যাট
বাবদ.....লক্ষ টাকা) ছাড়করণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

(.....)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-.....

১। সচিব

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ। উপরোক্ত সম্মতি পত্রের নির্দেশনা অনুসারে প্রশাসনিক

মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সরকারী আদেশ জারী করা হলে তদানুযায়ী অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁকে
অনুরোধ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন বাজেট শাখা-.....

অম/অবি/উঃবা-

তারিখঃ

বিষয়ঃ- উন্নয়ন বাজেট বহির্ভূত প্রকল্পের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে,
.....মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীনপ্রকল্পের
জন্য নতুন কোড নম্বর প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্পের অনুকূলে স্থানীয়
মুদ্রায়/আরপিএ(সরকারের মাধ্যমে)/সিডি ব্যাট বাবদ.....লক্ষ (কথায়.....)
টাকা (মূলধন বাবদ....., রাজস্ব বাবদ..... এবং সিডিভ্যাট
বাবদ.....লক্ষ টাকা) এককালীন ছাড়করণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হ'লো।

২। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটে উপরোক্ত প্রকল্পের কোড নম্বর এবং বরাদ্দ যথাযথভাবে
প্রতিফলন করা হবে।

(.....)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-.....

১। সচিব

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ। উপরোক্ত সম্মতি পত্রের নির্দেশনা অনুসারে প্রশাসনিক

মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সরকারী আদেশ জারী করা হলে তদানুযায়ী অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁকে
অনুরোধ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ জানুয়ারী ২০০৩/০৯ মাঘ ১৪০৯

নং-মপবি/কগবিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের পূর্বে শুরু হওয়া সমাণ্ড উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করিয়া সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নরূপ সচিব কমিটি গঠন করিয়াছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব,	-	আহবায়ক
(২)	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৪)	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
(৫)	সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১৯৯৭ সালের পূর্বে শুরু হওয়া সমাণ্ড উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করিয়া রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য পদ/জনবলের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করিবে।

২। অর্থ বিভাগ কমিটিতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বা/-
তারিখঃ ২২/০১/২০০৩
(মুহাম্মদ আবুল কাশেম)
যুগ্ম-সচিব
কমিটি ও উন্নয়ন।

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

- (১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- (২) সকল সদস্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ জানুয়ারী ২০০৩/০৯ মাঘ ১৪০৯

নং-মপবি/কগবিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৮-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের পিসিপি/পিপি প্রণয়নকালে পদ/লোকবলের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করিয়াছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

(১)	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ	-	আহবায়ক
(২)	যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব	-	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটি প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের পিসিপি/পিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে পদ/লোকবলের ধরণ ও সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রদান করিবে।

২। অর্থ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বা/-
তারিখঃ ২২/০১/২০০৩
(মুহাম্মদ আবুল কাশেম)
যুগ্ম-সচিব
কমিটি ও উন্নয়ন।

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

- (১) অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ।
- (২) সকল সদস্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অর্থ মন্ত্রণালয়
 অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন বাজেট শাখা-১

অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৫২/২০০৪/৭২৩

তারিখঃ ১৩/১০/২০০৪

বিষয়ঃ নতুন পিসিপি/পিপি/টিএপিপিতে নতুন জনবল নির্ধারণের জন্য তথ্য-ছক সংশোধন প্রসংগে।

উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দফতর/সংস্থার অধীনে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পিসিপি/পিপি/টিএপিপিতে নতুন পদ/জনবল নির্ধারণের ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য বিদ্যমান তথ্য-ছক সংশোধন করা হয়েছে। এখন থেকে সংশোধিত ছক (সংযুক্ত ছক) মোতাবেক তথ্যাদি/কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/-

তারিখঃ ১৩/১০/০৪
 (আশীষ কুমার সরকার)
 সিনিয়র সহকারী সচিব।

সচিব

.....(সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

(ক) প্রকল্প সংক্রান্তঃ-

১	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নামঃ	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	
৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ	
৪	প্রকল্পের মেয়াদকালঃ	
৫	প্রকল্প ব্যয়ঃ	(ক) জিওবি- (লক্ষ টাকায়) (খ) প্রকল্প সাহায্য- ” (গ) মোট ব্যয় ”
৬	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	

(খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১খনি বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য সকল প্রকল্পের জনবলের সর্ধক্ষিত সারঃ

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	পদের নাম	পদের সংখ্যা

(গ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে সমাপ্ত অন্যান্য প্রকল্পের (রাজস্ব খাতে সশাস্ত্রের প্রক্রিয়াধীন) জনবলের সর্ধক্ষিত সারঃ-

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে

(ঘ) অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদিঃ-

- ১। প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিসিপি/টিএপিপি- ৬ সেট
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো- ৬ সেট

(ঙ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল সংক্রান্তঃ-

ক্রমিক	প্রস্তাবিত পদের নাম ও সাকুল্য বেতন	সংস্থার রাজস্ব খাতে একই বা পারস্পরিক বদলীযোগ্য পদের সংখ্যা	প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা		মন্তব্য
			বাস্তবায়ন পর্যায়	বাস্তবায়ন শেষে	
	মোট পদ :				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন বাজেট-১

অম/অবি/উঃবাঃ-১/বিবিধ-৩৮/৯৪/৪৬৪

তারিখঃ ২৪/০৫/০৪

পরিপত্র

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ৩০ জুন ১৯৯৭ বা তৎপূর্বে শুরু হয়ে সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সুযোগ পাননি, তাদের নিম্নে বর্ণিত শর্তে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাবে:

- (ক) উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষেত্রভিত্তিক পদে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রকল্প সমাপ্তিতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ না পেলে এরূপ বাদ পড়া সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রকল্পে চাকুরীকালীন সময়ে প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ২ মাসের (শেষ আহরিত মূল বেতনের ভিত্তিতে) সমপরিমান অর্থ আর্থিক সহায়তা হিসাব প্রদান করা যাবে।
- (খ) প্রকল্প চাকুরীকালসহ প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে রাজস্বখাতে পদ স্থানান্তরের সম্মতি পত্র জারীর তারিখ পর্যন্ত চাকুরীকাল গণনার ভিত্তিতে এরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে।
- (গ) উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে ৫/১১/২০০১ তারিখের পূর্বে জারীকৃত সম্মতিপত্র অনুযায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত প্রকল্পের বাদ পড়া জনবল এরূপ আর্থিক সুবিধা পাবেন না।
- (ঘ) উপরের (ক) এ বর্ণিত আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে (রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত প্রকল্পে) অথবা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে (যে ক্ষেত্রে প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয় নাই) এককালীন প্রয়োজনীয় বরাদ্দ গ্রহণ করতে হবে।

স্বা/-

২৪/৫/২০০৪

(মোহাম্মদ আবদুল মজিদ)

যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)

বিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অম/অবি/উঃবাঃ-১/বিবিধ-৩৮/৯৪/৪৬৪

তারিখঃ ২৪/০৫/০৪

- ১। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ২। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

স্বা/-

(আব্দুর রউফ তালুকদার)

সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

উন্নয়ন বাজেট-১

অম/অবি/উঃবাঃ-১/বিবিধ-৫২/২০০৩/২৫৮

তারিখঃ ২৫/০১/০৪

পরিপত্র**বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।**

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত শর্তে উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ শ্রেণিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মূল বেতনের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ হারে মহার্ঘভাতা এবং চিকিৎসাভাতা ২০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা হারে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেনঃ

শর্তাবলীঃ

- (১) সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১০ ভাগ হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২২/০৪/২০০১ তারিখের জারীকৃত সাকুল্য বেতন নির্ধারণী ছকের ২নং কলামের প্রারম্ভিক বেতনকে মূল বেতন হিসাবে ধরতে হবে;
 - (২) প্রকল্পের শ্রেণিতে নিয়োজিত রাজস্ব খাতের নিয়মিত লোকবল এবং প্রকল্পে স্বেচ্ছা ভিত্তিক নিয়োজিত লোকবলের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ১৯/৭/২০০৩ তারিখের অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/বিবিধ-৮(মঃভাতা)/২০০৩/১২৫(১০০০) নং স্মারক মোতাবেক ১০ মহার্ঘভাতা প্রাপ্য হবেন;
 - (৩) কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ মহার্ঘভাতার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে মাসিক ২০০ টাকা হবে;
 - (৪) উপরে বর্ণিত ভাতাদি প্রদানের ফলে চলতি অর্থ বছর অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা প্রকল্পের রাজস্ব খাতের বরাদ্দ হতে পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে মেটাতে হবে। এ বাবদ নতুন কোন অর্থ বরাদ্দ করা হবে না এবং মোট প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করা যাবে না;
 - (৫) প্রকল্পের রাজস্ব খাত থেকে এ বাবদ ব্যয় মেটানো সম্ভব না হলে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে তা মূলধন খাত থেকে মেটানো যেতে পারে;
 - (৬) উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না।
- ২। এ আদেশ ১ জুলাই ২০০৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

স্বা/-

(আব্দুর রউফ তালুকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিববিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
- ৪। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৫। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৭। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অর্থ মন্ত্রণালয়
 অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন বাজেট শাখা-১

অম/অবি/উন্নয়ন-১/বিবিধ-৭২/০১(অংশ)/৬২৬

তারিখঃ ০১/০৭/২০০৪

অর্থ বিভাগের ০৫/১১/২০০১ তারিখে জারীকৃত অম/অবি/উঃবাঃ-১/বিবিধ-৭২/০১/৩৬১ নং স্মারক আংশিক সংশোধনক্রমে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে যে, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সরকারের/সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তদুর্ধ্ব বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর মহোদয়কে আহবায়ক করে গঠিত এতদসংক্রান্ত বাছাই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

২। উপরোক্ত স্মারকের অন্যান্য বিধানাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বা/-
 (মোহাম্মদ আবদুল মজিদ)
 যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)

বিতরণঃ

- ১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ২। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন।
- ৩। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

(জিওবির মাধ্যমে আরপিএ এর পুনর্ভরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন)

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ
জিওবির মাধ্যমে আরপিএ পুনর্ভরণের প্রতিবেদন
(.....হতে.....পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়ঃ
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ
প্রকল্পের নামঃ

(লক্ষ টাকায়)

	অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	পুনর্ভরণ দাবীর পরিমাণ	পুনর্ভরণ প্রাপ্তির পরিমাণ	পার্থক্য
বর্তমান অর্থ বছরেমাস পর্যন্ত				
ক্রমপূঞ্জিত। শুরু থেকে বর্তমান অর্থবছরের.....মাস পর্যন্ত				

প্রতিস্বাক্ষর
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিনি.সহ: সচিব/প্রধান
নাম ও ফোন

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
স্বাক্ষর ও সিল।
ফোন নম্বর

প্রকল্পের বাজেটে বরাদ্দ বিভাজন (সংক্ষিপ্ত)

মন্ত্রণালয়	:		কোডঃ কোডঃ কোডঃ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:		
প্রকল্পের নাম	:		
প্রকল্পের মেয়াদ	:		
অনুমোদিত পর্যায়	:		
প্রকল্প পরিচালকের নাম	:		
টেলিফোন নং	:		
	:		

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও বিবরণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			সর্বমোট
		আরপিএ (জি ও বি র মাধ্যমে)	অন্যান্য আর পি এ (ডসা,কোনটাসা,সেফ,ইমপেট)	আর পি এ ব্যতীত (প্রকল্প সাহায্য ডিপি)	
ক-রাজস্ব ব্যয়					
৪৫০০	অফিসারদের বেতন				
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন				
৪৭০০	ভাতাদি				
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা				
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পূণর্বাসন				
৫৯০০	সাহায্য, মঞ্জুরী				
৬৬০০	থোক বরাদ্দ				
	মোট-রাজস্ব ব্যয়ঃ				
খ-মূলধন ব্যয়					
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়				
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়				
৭০০০	নির্মান ও পূর্ত				
৭১০০	শেয়ার ও ইকুইটিতে বিনিয়োগ				
৭২০০	মূলধন মঞ্জুরী				
৭৩০০	ঋণ ও অগ্রীম প্রদান				
৭৯০০-	মূলধনখাতে সিডি ভ্যাট				
৭৯৭৯					
৭৯৮০-	মূলধন থোক ও বিবিধ				
৭৯৯৮	মূলধন ব্যয়				
	মোট-মূলধন ব্যয়ঃ				
	সর্বমোটঃ				

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত
কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)

প্রকল্প পরিচালক

(একই নম্বর ও তারিখের প্রজ্ঞাপন প্রতিস্থাপিত হবে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

২১/০৮/১৯৯৭ ইং

নং-সম/সওব্য/টিম-৪(২)উঃপ্রা/নিঃ/৪৭/৯৭-১৮৮

তারিখঃ-----

০৬/০৫/১৪০৪ বাং

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ জনবল নিয়োগ, মেয়াদকাল, বেতন-ভাতা ইত্যাদি নিয়োগের ব্যাপারে নির্ধারিত নীতিমালা সম্বলিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে :

- (১) সরকার অনুমোদিত প্রকল্পের পদ অর্থ বিভাগের ১২/০৪/৯৪ ইং তারিখের নং-অম/অবি/উঃপঃশাঃ/৩/৯৪-৩৩৯ অনুযায়ী সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ হবে;
- (২) অনুমোদিত নিয়োগ বিধি অনুসারে এবং নিয়োগ কমিটির সুপারিশক্রমে সংযুক্ত ছক মোতাবেক প্রকল্পের বিভিন্ন বেতন গ্রেড ১-১০ পর্যন্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং ১১-২০ পর্যন্ত পরিচালক কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক সাকুল্য বেতনে (Consolidater Pay) জনবল নিয়োগ প্রাপ্ত হবে;
- (৩) চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত জনবলের সাকুল্য বেতন ও অন্যান্য সুবিধা অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/উঃ১/বিবিধ-৫২/৯৬-৩২০ তারিখ ৩/৭/৯৭ ইং এর পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক পরবর্তীতে অন্য কোন পরিপত্র জারী হলে তা অনুসরণীয় হবে। তবে রাজস্ব বাজেটভুক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজ বেতনক্রমে প্রকল্প পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবে;
- (৪) প্রকল্প (বিনিয়োগ/টিএ প্রকল্প) ছকে উল্লেখিত জনবলের বিস্তারিত তালিকা পিপি/পিসিপি/টিএপিপি সংশ্লিষ্ট ক্রমিকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকতে হবে :

(ক) সাকুল্য বেতনসহ পদের তালিকা ;

(খ) অভিজ্ঞতাসহ নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ;

(গ) পদের কর্তব্য ও দায়িত্বের (Charter of duties) বিবরণ।

(৫) প্রকল্পের জনবল সার্বক্ষণিকভাবে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং চুক্তিভিত্তিক জনবলের ক্ষেত্রে প্রচলিত আচরণ বিধি ও অন্যান্য বিধিসমূহ প্রযোজ্য হবে ;

(৬) কাজের মান (Performance) সন্তোষজনক না হলে প্রকল্প পরিচালক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এক মাসের নোটিশ প্রদান করে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের চুক্তি বাতিল করতে পারবে। তবে চুক্তি বাতিলের পূর্বে সরকারী পাওনা আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৭) চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত জনবল অস্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় ছুটি প্রাপ্য হবে ;

(৮) প্রকল্পের নিয়োজিত জনবলকে অন্য পদে বদলী করা যাবে না ; তবে যে প্রকল্পে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে সে প্রকল্প আওতায় অন্য স্থানে প্রকল্প পরিচালক তাকে বদলী করতে পারবে ;

(৯) প্রকল্প মেয়াদ শেষে চুক্তিপত্রই অব্যাহতি পত্র হিসেবে গণ্য হবে ;

(১০) এই নির্দেশ জারীর পর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত (১) সম(উঃ ও বাঃ-১)-৮/৯৩-১০২, তারিখঃ ৩০/৭/৯৪, (২) সম(উঃ ও বাঃ-১)-৮/৯৩-১২ তারিখঃ ১৮/১/৯৫ এবং (৩) সম(উঃ ও বাঃ-১)-৮/৯৩-১৩ তারিখঃ ১৮/১/৯৫ ইং বাতিল বলে গণ্য হবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারী করা হল।

স্বা/-

(মোঃ মাহে আলম)

সচিব

২১/০৮/১৯৯৭ ইং

নং-সম/সওব্য/টিম-৪(২)উঃপ্রা/নিঃ/৪৭/৯৭-১৮৮

তারিখঃ-----

০৬/০৫/১৪০৪ বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

- ১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, আপন বিভাগ/ জন বিভাগ, বংগ ভবন, ঢাকা।
- ৩। সচিব----- মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

স্বা/-

(মোবারক হোসেন)

এসাইনমেন্ট অফিসার

ফোনঃ ৩৭২৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
-----মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা

প্রকল্পে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ছক

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন সংখ্যা সম/ওওব্য/টিম-৪(২)-উঃপ্রঃনিঃ/৪৭/৯৭-১৮৮ তারিখ ২১/৮/১৯৯৭ ইং মোতাবেক এবং প্রকল্পের সিলেকশন কমিটির সুপারিশক্রমে আপনাকে জনাব/বেগম-----
পিতা/স্বামী-----
ঠিকানা -----
প্রকল্পের কোড নং----- পদে ----- বৎসরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান করা হল। এই নিয়োগের শর্তাবলী নিম্নরূপ হবে :

- ১। বেতন ভাতা : সাকুল্য বেতন : টাকা----- (অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/উঃ১/বিবিধ-৫২/৯৬-৩২০ তারিখ ৩/৭/৯৭ ইং হার অনুযায়ী)। এছাড়া সরকার কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোন পরিপত্র/স্মারক জারী করা হলে তাও প্রযোজ্য হবে।
- ২। প্রকল্পে নিয়োজিত সকল জনবল চুক্তিকালীন সময়ে সার্বক্ষণিকভাবে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং এই চুক্তি পত্রই মেয়াদ শেষে অব্যাহতি পত্র হিসাবে গণ্য হবে।
- ৩। চাকুরী সংক্রান্ত যে প্রবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে তৎসম্পর্কীয় আচরণ বিধি এবং অন্যান্য বিধিসমূহ প্রযোজ্য হবে।
- ৪। চুক্তিভিত্তিক জনবলকে প্রকল্প পরিচালক একই প্রকল্প আওতায় অন্যস্থানে বদলী করতে পারবে।
- ৫। কোন কারণ দর্শন ব্যতিরেকে যে কোন পক্ষ হতে এক মাসের নোটিশে অথবা এক মাসের বেতন প্রদান সাপেক্ষে এই চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে। তবে চুক্তিপত্র বাতিলের পূর্বে সরকারী পাওনা পরিশোধ করা হইবে।
- ৬। যা এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়নি, তা এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রকল্পে নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক জনবল অস্থায়ী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিসমূহের আওতাধীন থাকবে।

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ

উপরে উল্লিখিত শর্তাবলীতে আমি----- তারিখ হতে এই নিয়োগ গ্রহণ করতে সম্মত হলাম এবং চুক্তিভুক্ত পদে যোগদান করলাম।

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

স্বাক্ষর :

১।

২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১

নং-অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯

তারিখঃ ১৪/০৭/২০০৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজিত জবনলের সুবিধাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা।

বর্তমানে সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সময় কতিপয় পদের ক্ষেত্রে ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের সুপারিশ করা হচ্ছে। এরূপ নিয়োজনের ক্ষেত্রে জবনলের আর্থিক সুবিধাদি ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী সংযুক্ত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এছাড়াও সরকারী অফিসে /স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায়/উন্নয়ন প্রকল্পে দাপ্তরিক প্রয়োজন অনুযায়ী ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে জনবল নিয়োজন করা হলে একই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই পরিপত্র জারী করা হলো।

স্বা/-
(সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। সচিব,-----মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। সদস্য,----- বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৫। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নং-অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯(২)

তারিখঃ ১৪/০৭/২০০৩

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো :

- ১। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।
- ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,----- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

স্বা/-
(আব্দুর রউফ তালুকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব

‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের সুবিধাবলী সংক্রান্ত

সরকারী অফিসে/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায়/উন্নয়ন প্রকল্পে দাপ্তরিক প্রয়োজন অনুযায়ী এম এল এস এস/ব্যাডুদার/টেবিল বয়/ফরাস এ ধরনের ৪র্থ শ্রেণীর সকল পদে কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে জনবল নিয়োজনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :-

ক) বাজেট বরাদ্দ :

কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে কর্মরত জনবলের মজুরী সরবরাহ ও সেবা খাতের আওতাধীন কোড নং ৪৮৫১ থেকে পরিশোধ করা হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাজেটে রাখতে হবে। বেতন ও ভাতাদী খাতে এ বাবদ কোন বরাদ্দ থাকবে না।

খ) নিয়োজন পদ্ধতি :

বাৎসরিক/মাসিক মেয়াদের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল সংশ্লিষ্ট অফিসে নিয়োজন প্রদান করা যেতে পারে।

• বাৎসরিক মেয়াদে

• বাৎসরিক মেয়াদে নিয়োজনের ক্ষেত্রে এক বৎসরের জন্য চুক্তিতে ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ হিসাবে নিয়োজন প্রদান করা যেতে পারে। এক বৎসর কাজ শেষে কমপক্ষে এক সপ্তাহের বিরতি দিয়ে পুনরায় আরও এক বৎসরের জন্য চুক্তিতে নিয়োজন প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়া একাধিক বার চলতে পারে।

• মাসিক মেয়াদে

• মাসিক মেয়াদে নিয়োজনের ক্ষেত্রে এক মাসের জন্য চুক্তিতে ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ হিসাবে নিয়োজন প্রদান করা যেতে পারে এবং এ প্রক্রিয়া একাধিক বার চলতে পারে। এক মাস কাজের পর কমপক্ষে একাধিক বিরতি দিয়ে পুনরায় এক মাসের জন্য চুক্তিতে নিয়োজন প্রদান করতে হবে।

এতদুশ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে একটি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাতে নাম, ঠিকানা, ছবি, পদবী ইত্যাদি তথ্য লিখে/সংযুক্ত করে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন কাজের শেষে তাতে স্বাক্ষর দিতে হবে। রেজিস্ট্রারের তথ্য অনুযায়ী মাসের শেষে একত্রে মজুরী পরিশোধ করতে হবে।

গ) মজুরী :

কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে নিয়োগকৃত জনবলকে দৈনিক ১২০.০০ টাকা হারে মজুরী পরিশোধ করা যেতে পারে।

** অর্থ বিভাগ সময়ে সময়ে উপরোক্ত দৈনিক মজুরীর হার পুনঃ নির্ধারণ করতে পারে।

ঘ) মজুরীর হার বৃদ্ধির সুবিধা :

সরকারী /স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থায়/উন্নয়ন প্রকল্পে প্রতি দুই বৎসর কাজের অভিজ্ঞতার জন্য মজুরীর দৈনিক হার ১০ (দশ) টাকা বাড়ানো যেতে পারে।

(ঙ) অন্যান্য সুযোগ সুবিধা :

- চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক/মাসিক মেয়াদে ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে এক বছর কাজ করার পর ঐ ব্যক্তিকে ৩০ দিনের সমপরিমান মজুরী এককালীন পরিতোষিক হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। তবে শর্ত থাকবে যে, তাঁর কাজ সন্তোষজনক এবং কাজের মোট সময় সংশ্লিষ্ট বছরে ন্যূনতম পক্ষে ২৫০ দিন হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে এবং /বা পূর্ববর্তী অর্থ বছরে মোট কাজের সময় ন্যূনতম পক্ষে ১৫০ দিন হলে নিয়োজনকৃত ব্যক্তিকে দুই ঈদ/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মজুরীর সমান অর্থ উৎসব বোনাস হিসাবে দেওয়া যাবে। দুই ঈদের জন্য প্রাপ্য বোনাস দুই ভাগে আগ করে প্রতি ঈদে আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে।

(চ) নিয়োজনের জন্য বয়সসীমা :

কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে নিয়োজনের জন্য বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর হতে হবে। ৫৭ বৎসরের অধিক বয়সের ব্যক্তিকে কাজ নাই মজুরী নাই হিসাবে নিয়োজন করা যাবে না।

(ছ) চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজনের নমুনা :

কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে জনবল বাৎসরিক/মাসিক মেয়াদে নিয়োজনের ক্ষেত্রে এতদসংগে সংযুক্ত মডেল চুক্তিপত্র (সংযোজনী ক) অনুসরণ করতে হবে এবং উক্ত মডেল অনুযায়ী জনবল নিয়োজন প্রদান করতে হবে। নিয়োজনের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্ব-পরিচিতি এবং তার চরিত্রে সম্পর্কে খোজ-খবর নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হবেন যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দ্বারা অফিসের কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

(জ) চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজনের সংখ্যা :

- নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২/০১/২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গঠিত জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক জনবল ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজন প্রদান করা যাবে।
- সমাপ্ত প্রকল্পের পদ/জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২/০১/২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গঠিত সচিব কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত জনবল ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজন প্রদান করা যাবে।
- সরকারী/স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার কেবল মাত্র দাপ্তরিক প্রয়োজনে ৪র্থ শ্রেণীর পদ সমূহে ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজন প্রদান করা যাবে। তবে নিয়মিত এবং ‘কাজ নাই মজুরী নাই’ ভিত্তিতে নিয়োজিত ৪র্থ শ্রেণীর মোট কর্মচারীর সংখ্যা অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো (TO & E) অনুযায়ী নির্ধারিত মোট ৪র্থ শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা

জনাব-----
 গ্রাম-----
 ডাকঘর-----
 থানা-----
 জেলা-----

বিষয় : 'কাজ নাই মজুরী নাই' হিসাবে নিয়োজন প্রসংগে।

জনাব,

আপনাকে ----- (অফিসের নাম) সাময়িক ভিত্তিতে কিছু জরুরী কাজ সম্পাদন করার জন্য অদক্ষ কর্মী হিসেবে দৈনিক মজুরী ----- (-----) টাকা হারে----- হতে----- তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিয়োজন দেয়া হুল।

শর্তাবলী :

- ১। এ নিয়োজন আদেশের সাথে ----- (অফিসের নাম) নিয়মিত নিয়োগের কোন সম্পর্ক থাকবে না।
- ২। এ নিয়োজন----- তারিখের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৩। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এ নিয়োজন-----তারিখের পূর্বে কোন কারণ দর্শান ব্যতিরেকে বাতিল করতে পারবেন।
- ৪। দৈনিক হাজিরা তথা প্রকৃত অর্থ সম্পাদনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। কাজে অনুপস্থিত থাকলে কোন মজুরী দেয়া হবে না।
- ৫। আপনার নিয়োজনের অন্যান্য শর্তাদি অর্থ বিভাগের ১৪/০৭/২০০৩ তারিখের অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯ নং স্মারক অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
- ৬। এ নিয়োজন ----- তারিখ থেকে কার্যকর করা হল।

আপনার অনুগত,

(-----কর্মকর্তার নাম-----)
 পদবী
 অফিসের নাম ও ঠিকানা

অনুলিপি বিতরণঃ

- ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,----- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ২। সংস্থাপন শাখা
- ৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

নং-মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১(অংশ-১১)/২০০১-১০৬

২৫/০৫/২০০৪ খ্রিঃ
তারিখঃ-----
১১/০২/১৪১১ বাঃ

বিষয় : 'কাজ নাই মজুরী নাই' ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের সুবিধাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে।

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, 'কাজ নাই মজুরী নাই' সার্কুলার (অর্থ বিভাগ হতে ১৪ জুলাই ২০০৩ তারিখে জারীকৃত) এর কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। যে সব পদ 'কাজ নাই মজুরী নাই' ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সে সব পদ ও পদ সমূহের নিয়োজিত ব্যক্তিগণের আবশ্যিকতা যাচাই করে দেখবে। কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পদগুলো স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে। অবশিষ্ট পদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করার জন্য চিহ্নিত পদগুলোর বিপরীতে বর্তমানে 'কাজ নাই মজুরী নাই' ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবৃন্দকে যথানিয়মে নিয়মিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিলুপ্তির জন্য চিহ্নিত /নির্দিষ্টকৃত পদে নিয়োজিত ব্যক্তিবৃন্দকে চুক্তির মেয়াদ শেষে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।

২। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(শাহনাজ আরেফিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৭৬১০

বিতরণ :

- (১) সচিব, অর্থ বিভাগ।
- (২) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি : কার্যার্থে

- (১) সচিব -----মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাজেট-২ অনুবিভাগ

নং-অম/অবি/বাজেট-১১/বিবিধ-৫২/২০০৩/(অংশ-২)/৩৫

তারিখঃ- ২৬/০১/২০১০ ইং

পরিপত্র

বিষয়ঃ- উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাকুল্য বেতন নতুন জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯-এর ধারাবাহিকতায় বৃদ্ধিকরণ।

গত ০২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ (সরকারী-বেসামরিক) কার্যকর করে প্রজ্ঞাপন জারীর প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ২৪/১০/২০০৫ তারিখের অম/অবি/বাজেট-১২/বিবিধ-৫২/২০০৩/১৫৭৩ নং পরিপত্র জারীকৃত সাকুল্য বেতন নির্ধারণী ছক নিম্নরূপভাবে সংশোধনপূর্বক জারী করা হলো :

(ক) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্যঃ

শ্রেণি	সংশোধিত মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া		চিকিৎসা ভাতা		টিফিন ভাতা		মোট সাকুল্য বেতন	
		৩০-৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়	বিদ্যমান হার	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	বিদ্যমান	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	৩০-৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
								(২+৩+৫+৭)	(২+৪+৬+৮)
শ্রেণি-১	৪০০০	১১৫০০	২০০০০	৫০০	৭০০	০	০	৫২০০০	৬০৭০০
শ্রেণি-২	৩৩৫০০	৯৬৫০	১৬৭৫০	৫০০	৭০০	০	০	৪৩৬৫০	৫০৯৫০
শ্রেণি-৩	২৯০০০	৮৪০০	১৪৫০০	৫০০	৭০০	০	০	৩৭৯০০	৪৪২০০
শ্রেণি-৪	২৫৭৫০	৭৫০০	১২৮৭৫	৫০০	৭০০	০	০	৩৩৭৫০	৩৯৩২৫
শ্রেণি-৫	২২২৫০	৬৮৭৫	১১৯০০	৫০০	৭০০	০	০	২৯৬২৫	৩৪৮৫০
শ্রেণি-৬	১৮৫০০	৬০৫০	১০১৭৫	৫০০	৭০০	০	০	২৫০৫০	২৯৩৭৫
শ্রেণি-৭	১৫০০০	৪৯৫০	৮২৫০	৫০০	৭০০	০	০	২০৪৫০	২৩৯৫০
শ্রেণি-৮	১২০০০	৪০৭০	৬৬০০	৫০০	৭০০	০	০	১৬৫৭০	১৯৩০০
শ্রেণি-৯	১১০০০	৩৭৪০	৬৫০০	৫০০	৭০০	০	০	১৫২৪০	১৮২০০
শ্রেণি-১০	৮০০০	৩০৬০	৪৮০০	৫০০	৭০০	০	০	১১৫৬০	১৩৫০০
শ্রেণি-১১	৬৪০০	২৪৬০	৩৮৪০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৯৪৬০	১১০৯০
শ্রেণি-১২	৫৯০০	২২২০	৩৫৪০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৮৭২০	১০২৯০
শ্রেণি-১৩	৫৫০০	২১০০	৩৩০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৮২০০	৯৬৫০
শ্রেণি-১৪	৫২০০	১৯৮০	৩৩০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭৭৮০	৯৩৫০
শ্রেণি-১৫	৪৯০০	১৮৬০	৩১৮৫	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭৩৬০	৮৯৩৫
শ্রেণি-১৬	৪৭০০	১৮২০	৩০৫৫	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭১২০	৮৬০৫
শ্রেণি-১৭	৪৫০০	১৮২০	২৯২৫	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৯২০	৮২৭৫
শ্রেণি-১৮	৪৪০০	১৬৯০	২৮৬০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৬৯০	৮১১০
শ্রেণি-১৯	৪২৫০	১৬২৫	২৮০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৪৭৫	৭৯০০
শ্রেণি-২০	৪১০০	১৫৯০	২৮০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬২৯০	৭৭৫০

(খ) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকা এবং নারায়নগঞ্জ ও টঙ্গী পৌর এলাকার জন্য :

শ্রেণি	সংশোধিত মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া		চিকিৎসা ভাতা		টিফিন ভাতা		মোট সাকুল্য বেতন	
		৩০-৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়	বিদ্যমান হার	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	বিদ্যমান	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	৩০-৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (২+৩+৫+৭)	১০ (২+৪+৬+৮)
শ্রেণি-১	৪০০০	৯২০০	১৬০০০	৫০০	৭০০	০	০	৪৯৭০০	৫৬৭০০
শ্রেণি-২	৩৩৫০০	৭৭২০	১৩৪০০	৫০০	৭০০	০	০	৪১৭২০	৪৭৬০০
শ্রেণি-৩	২৯০০০	৬৭২০	১১৬০০	৫০০	৭০০	০	০	৩৬২২০	৪১৩০০
শ্রেণি-৪	২৫৭৫০	৬০০০	১০৩০০	৫০০	৭০০	০	০	৩২২৫০	৩৬৭৫০
শ্রেণি-৫	২২২৫০	৫৫০০	৯৭০০	৫০০	৭০০	০	০	২৮২৫০	৩২৬৫০
শ্রেণি-৬	১৮৫০০	৪৯৫০	৮৩২৫	৫০০	৭০০	০	০	২৩৯৫০	২৭৫২৫
শ্রেণি-৭	১৫০০০	৪০৫০	৬৭৫০	৫০০	৭০০	০	০	১৯৫৫০	২২৪৫০
শ্রেণি-৮	১২০০০	৩৩৩০	৫৪০০	৫০০	৭০০	০	০	১৫৮৩০	১৮১০০
শ্রেণি-৯	১১০০০	৩০৬০	৫৪০০	৫০০	৭০০	০	০	১৪৫৬০	১৭১০০
শ্রেণি-১০	৮০০০	২৫৫০	৪০০০	৫০০	৭০০	০	০	১১০৫০	১২৭০০
শ্রেণি-১১	৬৪০০	২০৫০	৩২০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৯০৫০	১০৪৫০
শ্রেণি-১২	৫৯০০	১৮৫০	২৯৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৮৩৫০	৯৭০০
শ্রেণি-১৩	৫৫০০	১৭৫০	২৮০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭৮৫০	৯১৫০
শ্রেণি-১৪	৫২০০	১৬৫০	২৮০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭৪৫০	৮৮৫০
শ্রেণি-১৫	৪৯০০	১৫৫০	২৬৯৫	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭০৫০	৮৪৪৫
শ্রেণি-১৬	৪৭০০	১৫৪০	২৫৮৫	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৮৪০	৮১৩৫
শ্রেণি-১৭	৪৫০০	১৫৪০	২৫০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৬৪০	৭৮৫০
শ্রেণি-১৮	৪৪০০	১৪৩০	২৫০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৪৩০	৭৭৫০
শ্রেণি-১৯	৪২৫০	১৩৭৫	২৫০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬২২৫	৭৬০০
শ্রেণি-২০	৪১০০	১৩৭০	২৫০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬০৭০	৭৪৫০

(গ) অন্যান্য স্থানের জন্য :

শ্রেণি	সংশোধিত মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া		চিকিৎসা ভাতা		টিফিন ভাতা		মোট সাকুল্য বেতন	
		৩০/৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়	বিদ্যমান হার	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	বিদ্যমান	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	৩০-৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (২+৩+৫+৭)	১০ (২+৪+৬+৮)
শ্রেণি-১	৪০০০	৮০৫০	১৪০০০	৫০০	৭০০	০০	০০	৪৮৫৫০	৫৪৭০০
শ্রেণি-২	৩৩৫০০	৬৭৫৫	১১৭২৫	৫০০	৭০০	০০	০০	৪০৭৫৫	৪৫৯২৫
শ্রেণি-৩	২৯০০০	৫৮৮০	১০১৫০	৫০০	৭০০	০০	০০	৩৫৩৮০	৩৯৮৫০
শ্রেণি-৪	২৫৭৫০	৫২৫০	৯০১৩	৫০০	৭০০	০০	০০	৩১৫০০	৩৫৪৬৩
শ্রেণি-৫	২২২৫০	৪৮১৩	৮৫০০	৫০০	৭০০	০০	০০	২৭৫৬৩	৩১৪৫০
শ্রেণি-৬	১৮৫০০	৪৪০০	৭৪০০	৫০০	৭০০	০০	০০	২৩৪০০	২৬৬০০
শ্রেণি-৭	১৫০০০	৩৬০০	৬০০০	৫০০	৭০০	০০	০০	১৯১০০	২১৭০০

গ্রেড	সংশোধিত মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া		চিকিৎসা ভাতা		টিফিন ভাতা		মোট সাকুল্য বেতন	
		৩০/৬/২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়	বিদ্যমান হার	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	বিদ্যমান	বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী	৩০-৬-২০১০ পর্যন্ত প্রদেয়	০১/৭/২০১০ হতে প্রদেয়
গ্রেড-৮	১২০০০	২৯৬০	৪৮০০	৫০০	৭০০	০০	০০	১৫৪৬০	১৭৫০০
গ্রেড-৯	১১০০০	২৭২০	৪৮০০	৫০০	৭০০	০০	০০	১৪২২০	১৬৫০০
গ্রেড-১০	৮০০০	২২৯৫	৩৬০০	৫০০	৭০০	০০	০০	১০৭৯৫	১২৩০০
গ্রেড-১১	৬৪০০	১৮৪৫	২৮৮০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৮৮৪৫	১০১৩০
গ্রেড-১২	৫৯০০	১৬৬৫	২৬৫৫	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৮১৬৫	৯৪০৫
গ্রেড-১৩	৫৫০০	১৫৭৫	২৫০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭৬৭৫	৮৮৫০
গ্রেড-১৪	৫২০০	১৪৮৫	২৫০০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৭২৮৫	৮৫৫০
গ্রেড-১৫	৪৯০০	১৪০০	২৪৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৯০০	৮২০০
গ্রেড-১৬	৪৭০০	১৪০০	২৩৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৭০০	৭৯০০
গ্রেড-১৭	৪৫০০	১৪০০	২২৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৫০০	৭৬০০
গ্রেড-১৮	৪৪০০	১৩০০	২২৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬৩০০	৭৫০০
গ্রেড-১৯	৪২৫০	১২৫০	২২৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৬১০০	৭৩৫০
গ্রেড-২০	৪১০০	১২৫০	২২৫০	৫০০	৭০০	১০০	১৫০	৫৯৫০	৭২০০

শর্তাবলী :

- (১) এ সাকুল্য বেতন গ্রেড অনুসারে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারিত হবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই, ২০০৯ হতে প্রদান করা হবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রদান করা হবে।
- (২) ০১/০৭/৯৭ তারিখের পূর্বে শুরু হওয়া প্রকল্পে স্কেলভিত্তিক নিয়োজিত জনবলের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯, ১ জুলাই, ২০০৯ হতে কার্যকর হবে।
- (৩) সাকুল্য বেতন, ২০০৯ কার্যকর হবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৯ হতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং ১ জুলাই, ২০০৯ হতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করতে হবে।
- (৪) বর্ধিত সাকুল্য বেতন রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত জনবলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
- (৫) বেতন বৃদ্ধির কারণে প্রয়োজনীয় বর্ধিত ব্যয় প্রকল্প / কর্মসূচীর বিদ্যমান রাজস্বখাতের বরাদ্দের মধ্যেই সংস্থান করতে হবে এবং অনুমোদিত প্রকল্পের মূলধন খাতের বরাদ্দ হতে কোন অর্থ প্রদান করা যাবে না। তবে রাজস্ব খাতের বেতন-ভাতাদি উপখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকলে রাজস্ব খাতের অন্যান্য উপখাত সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্ধিত অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে।
- (৬) যে সকল প্রকল্পের জনবলের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে সে সকল জনবলের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট ছকের ৩ ও ৪ নং কলাম প্রযোজ্য হবে না।

উৎসব ভাতা/টি.এ.ডি.এ :

০১/০৭/২০১০ তারিখ হতে উৎসব ভাতা প্রদান এবং টি.এ.ডি.এ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ছকের ২ নং কলামে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক বেতনকে মূল বেতন হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত বিদ্যমান মূল বেতনের ভিত্তিতে উক্ত ভাতাদি প্রদেয় হবে।

পাহাড়ী ভাতা :

পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাকুল্য বেতন ছকের ২ নং কলামে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক বেতনের ৩০% হারে সর্বোচ্চ মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পাহাড়ী ভাতা ০১/০৭/২০১০ তারিখ হতে প্রদেয় হবে।

যাতায়াত ভাতা :

সাকুল্য বেতন ছকের গ্রেড নং ১১-২০ ভুক্ত কর্মচারীগণের কর্মস্থল ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকা এবং নারায়নগঞ্জ ও টঙ্গী পৌর এলাকায় অবস্থিত হলে তাঁরা যাতায়াত ভাতা বাবদ বিদ্যমান মাসিক ১০০/- টাকার স্থলে ১৫০/-টাকা ০১/০৭/২০১০ তারিখ হতে প্রাপ্য হবেন।

শিক্ষা সহায়তা ভাতা :

অর্থ বিভাগ থেকে নীতিমালা জারী হওয়ার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সর্বনিম্ন বেতন বৃদ্ধি :

সাকুল্য বেতন গ্রেড, ২০০৯ এর আওতায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের ফলে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ২০০০/- টাকার নিম্নে হবে না। এক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ যদি ২০০০/- টাকার কম হয়, যে পরিমাণ অংক কম হবে তাহা ব্যক্তিগত বেতন হিসেবে প্রদেয় হবে।

স্বাক্ষর/-

(রুবিনা আমিন)

উপ-সচিব।

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব/ মুখ্য-সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়।
- ২। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৩। সদস্য,..... বিভাগ, (সকল), পরিকল্পনা কমিশন
- ৪। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, বাংলাদেশ,।
- ৫।(সকল কর্মকর্তা), অর্থ বিভাগ।
- ৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

নং-অম/অবি/বাজেট-১১/বিবিধ-৫২/২০০৩/(অংশ-২)/৩৫

তারিখঃ- ২৬/০১/২০১০ ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,
- ২। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট ভবন, ঢাকা।

স্বাক্ষর/-

(মোঃ মফিদুর রহমান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট শাখা-১১

নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০-৪৬১

তারিখঃ ০৪/১০/২০১০ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয়ঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যয়ের হার সংক্রান্ত।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২২ ডিসেম্বর, ২০০৪ এ জারীকৃত Delegation of Financial Power for Development Projects- শীর্ষক পুস্তিকায় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রকল্প দলিলে কোন হার ও নীতিমালা না থাকলে সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ ফি, আপ্যায়ন হার ইত্যাদি বিষয়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে পরিপত্র জারী করার বিধান রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যে সকল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প দলিলে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ- এর জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে কিন্তু এ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের জন্য আইটেম ভিত্তিক কোন হার নির্ধারণ করা নেই, সে সকল প্রকল্পের উক্ত কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস নির্বিশেষে সাধারণ ক্যাটাগরীর কতিপয় ক্ষেত্রে নিম্নরূপ হার নির্ধারণ করা হলো এবং কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো :

আইটেম	নির্ধারিত হার (টাকায়)
১। প্রশিক্ষণ :	
ক) প্রশিক্ষণার্থীঃ	
১) জনপ্রতি দৈনিক ভাতা (স্থানীয়)	২০০-৩০০/-
২) জনপ্রতি দৈনিক ভাতা (বহিরাগত)	৩০০-৭৫০/-
৩) জনপ্রতি দৈনিক যাতায়াত ভাতা (স্থানীয়)	১০০-১৫০/-
৪) জনপ্রতি যাতায়াত ভাতা (বহিরাগত)- এককালীন	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে হার নির্ধারণ করতে হবে।
খ) রিসোর্স পার্সন/ প্রশিক্ষক	
১) ঘন্টা প্রতি হার	৮৫০/-
২) জনপ্রতি দৈনিক ভাতা (বহিরাগত)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে হার নির্ধারণ করতে হবে।
৩) জনপ্রতি যাতায়াত ভাতা (বহিরাগত)- এককালীন	
গ) কোর্স পরিচালক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
১) সম্মানী ভাতা-প্রতিকোর্সের জন্য এককালীন	৪৫০০/-
ঘ) কোর্স কোঅর্ডিনেটর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
১) সম্মানী ভাতা-প্রতিকোর্সের জন্য এককালীন	৩০০০/-

আইটেম	নির্ধারিত হার (টাকায়)
(ঙ) আপ্যায়ন	
১) রিফ্রেশমেন্ট (চা-নাস্তা) জনপ্রতি (অর্ধবেলার জন্য ১ বার এবং সারাদিন ব্যাপী হলে ২ বার রিফ্রেশমেন্ট-এর ব্যবস্থা করা যাবে)	৪০/-
(চ) উদ্বোধনী/সমাপনী দুপুরের খাবার/রাতের খাবার জনপ্রতি	উপজেলা ২০০/- জেলা শহর ২৫০/- ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ৩০০/-
২। সেমিনার/ওয়ার্কশপ	
ক) রিফ্রেশমেন্ট (চা- নাস্তা) জনপ্রতি (অর্ধবেলার জন্য ১ বার এবং সারাদিন ব্যাপী হলে ২ বার রিফ্রেশমেন্ট-এর ব্যবস্থা করা যাবে)	৪০/-
খ) দুপুরের খাবার জনপ্রতি	উপজেলা ২০০/- জেলা শহর ২৫০/- ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ৩০০/- জাতীয়/আন্তর্জাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে হার নির্ধারণ করতে হবে।
গ) অনধিক ৩ ঘন্টাব্যাপী সেমিনার/ওয়ার্কশপের জন্য শুধুমাত্র রিফ্রেশমেন্ট-এর ব্যবস্থা করতে হবে।	
৩। স্থান নির্বিশেষে এ ধরনের প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপের জন্য হল ভাড়া, সাউন্ড সিস্টেম, ব্যানার, স্টেশনারী, ব্যাগ ইত্যাদি প্রকল্পের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী কৃচ্ছ অবলম্বনের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিচালক কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে।	

৪। উপর্যুক্ত আইটেমের বাইরে প্রকল্পের বিশেষত্ব অনুযায়ী অন্য কোন আইটেমের হার ডিপিপিতে বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ বিভাগকে অবহিত রেখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে নির্ধারণ করতে হবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর/-

(শাহাবুদ্দিন আহমদ)

যুগ্ম-সচিব(বাজেট-২)

বিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
- ৪। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৫। সদস্য,..... বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৬। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ৭। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।
- ৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সংব্য শাখা-১

নং-০৫.১৬১.০১৫.০০.০০.০০৭.২০০৯-৭৮(ক)

০২ বৈশাখ, ১৪১৭
তারিখঃ -----
১৫ এপ্রিল, ২০১০

পরিপত্র

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর অত্যাবশ্যিকীয়/অপরিহার্য পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০০৮ তারিখের স্মারক নং সম (সংব্য-৪)-১প-১/২০০৮-২৫৫ মূলে জারীকৃত পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ০১ জানুয়ারী ২০০৯ হতে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে তাতে প্রকল্প চলাকালীন প্রয়োজনীয় পদের পাশাপাশি প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত যে সব পদ অপরিহার্য বলে গণ্য হবে, সে সকল পদের চাহিদাও একই পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করে উন্নয়ন প্রকল্প ছক (উচচ) এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতঃপর DPP-তে উক্তরূপে অন্তর্ভুক্ত অত্যাবশ্যিকীয়/অপরিহার্য পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিধিমোতাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

২। কিন্তু উক্ত পরিপত্রটি জারীর পর উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিপত্রটির বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনামতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য অপরিহার্য পদের চাহিদা DPP-তে অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য অপরিহার্য পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের নিমিত্ত কোন প্রস্তাব অদ্যাবধি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অত্যাবশ্যিকীয়/অপরিহার্য পদসমূহ যথাসময়ে এবং যথাযথ উপায়ে DPP-তে অন্তর্ভুক্ত না করা হলে অপরিহার্য পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

৩। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০০৮ তারিখের ২৫৫ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনাগুলো আগামী ০১ জুলাই ২০১০ হতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২-০১-২০০৩ তারিখের স্মারক নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/মক-০১/২০০০/২৮ এর আলোকে গঠিত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি সরকারের উক্তরূপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৫। অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগ ভবিষ্যতে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অত্যাবশ্যিকীয়/অপরিহার্য পদসমূহ DPP-তে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আগামী ১ জুলাই ২০১০ হতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

স্বাক্ষরিত
১৫/০৪/২০১০
(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিতরণঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সচিব মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩. সদস্য (সকল) পরিকল্পনা বিভাগ/বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
৪. সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যক প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।

স্বাক্ষরিত
১৫/০৪/২০১০
(বিশ্বনাথ বণিক)
উপ-সচিব (সংব্য-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট শাখা-১১

নং-অম/অবি/বা-১১/বিবিধ-৬৫/০৭(অংশ)/২৬৭

তারিখঃ ১৮ মে, ২০১০

উপরোক্ত স্মারকের অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

১. বাজেট অনুবিভাগ-১/২ এর সকল কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ।
২. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ।

স্বাক্ষরিত
(উর্মি তামান্না)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-৫২/৯৬/৩৫

তারিখ : ২৭/০৩/২০০১ খ্রিঃ

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত জনবলের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্যতা প্রসংগে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সরকারী হলেও (স্কেল/সাকুল্য বেতনে নিয়োগ) অস্থায়ী এবং মেয়াদ ভিত্তিক বিধায় উন্নয়ন প্রকল্পের চাকুরী চুক্তিভিত্তিক বলে গণ্য করা হয়। এ কারণে উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ (স্কেল/সাকুল্য বেতনে নিয়োগ) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য হবে না।

সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর

২৭/০৩/২০০১

(মোঃ আবদুল হালিম)

সিনিয়র সহকারী সচিব(উঃ১)

বিতরণ :

- ১। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ
- ২। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ৩। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন বাজেট শাখা-১

অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-৫২/৯৬(অংশ-১)/১৪৬৪

তারিখ : ৩১/০৭/২০০৫ খ্রিঃ

বিষয় : এক প্রকল্পের কর্মচারীকে অন্য প্রকল্পে পুনঃ নিয়োগ প্রসংগে।

সূত্রঃ সিজিএ/প্রসি/প্রকল্প/৪৭০/খন্ড-১/১৮৩, তারিখঃ ২৫/১১/২০০৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল চুক্তিভিত্তিতে স্কেল ভিত্তিক বা সাকুল্য বেতনে প্রকল্প মেয়াদের জন্য নিয়োগ করা হয়। কোন প্রকল্পের সমাপ্তির পর বা প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার আগেই শেষ আহরিত বেতনের ভিত্তিতে অন্য প্রকল্পে পূর্বের বেতন ধারাবাহিকতায় জনবল নিয়োগের কোন সুযোগ নেই। প্রকল্পের সকল নিয়োগই নতুন নিয়োগ। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১০/০৬/১৯৯৯ তারিখের পবি/সমন্বয়-২/১৫/২২৯ নং পরিপত্র অনুসরণযোগ্য হবে।

স্বাক্ষর

৩১/০৭/২০০৫

(মোঃ আবদুল হালিম)

সিনিয়র সহকারী সচিব(উঃ১)

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক

হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

সচিবালয় ভবন, তৃতীয় ফেজ

সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

দৃঃ আঃ জনাব সন্তোষ কুমার শীল,

উপ-হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক (পদ্বতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট শাখা-১১

অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-(৮)/০৯/৬০৯

তারিখ : ২১/০৪/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার জন্য বাছাই কমিটির অনুমোদন গ্রহণ না করা প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকার অর্থ বিভাগের গত ০৬.০১.২০১০ তারিখে জারীকৃত অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-(৮)/০৯/৪৯৩ নং স্মারক বাতিলক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সরকারের/সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১০ (দশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উর্ধ্বে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়/এলসি খোলার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত বাছাই কমিটির অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকলে এলসি খোলা যাবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর/-
(বিজয় ভট্টাচার্য)
যুগ্ম সচিব (বাজেট-২)
ফোনঃ ৭১৬৯৯৮৪

বিতরণঃ

- ১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
- ২। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং- অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-৫২/৯৬/৪১৬

২৯ আশ্বিন, ১৪০৪

তারিখঃ -----

১৪ অক্টোবর, ১৯৯৭

অর্থ বিভাগের ০৩/০৭/৯৭ তারিখের অম/অবি/উঃ ১/বিবিধ-৫২/৯৬/৩২০ ও ৩২১ নং স্মারক দুইটির অনুবৃত্তিক্রমে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে,

- (ক) যে সকল প্রকল্পে ইতোমধ্যে সাকুল্য বেতনে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে তারা প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রতি বৎসর (১২ মাস) চাকুরীর জন্য ২ (দুই) মাসের সাকুল্য বেতনের সমপরিমান অর্থ আর্থিক সাহায্য হিসেবে পাবেন। এ ধরনের সুবিধা কেবলমাত্র সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে যারা প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটের নিয়মিত পদে নিযুক্ত হবেন তারা আর্থিক সাহায্য পাবেন না।
- (খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরীর মেয়াদে কোন ভগ্নাংশ হলে সে ক্ষেত্রে তাঁরা আনুপাতিক হারে আর্থিক সুবিধা পাবেন।
- (গ) এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিসিসি/পিপি/টিএপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা উহা নিশ্চিত করবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হলো।

স্বাক্ষর/-

(মোঃ মোজাম্মেল হক)

যুগ্ম সচিব

ফোনঃ ৮৬৪৪৮৪

বিতরণঃ

- ১। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। সদস্য,, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ
৪। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

অনুলিপি সদয় অবগতির নিমিত্ত :

- ১। অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ

স্বাক্ষর/-

(অরজিৎ চৌধুরী)

সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-২

উং-অম/অবি/বা-১২/বিবিধ-৫২/৯৬/১৭৪২

তারিখঃ ১২/০২/২০০৬ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

১৯৯৭ সালের পূর্বে শুরু হয়ে সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২২/০১/২০০৩ তারিখের স্মারক নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭ সূত্রে গঠিত এ সংক্রান্ত সচিব কমিটির স্থলে সরকার নিম্নরূপ স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করেছেঃ

(ক) কমিটির গঠনঃ

১.	অতিরিক্ত সচিব,	অর্থ বিভাগ	সভাপতি
২.	যুগ্ম-সচিব (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা)	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	যুগ্ম-সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব (ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শণ)	অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫.	যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি)	অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬.	যুগ্ম-সচিব (বাজেট-২)	অর্থ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটির বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১৯৯৭ সালের পূর্বে শুরু হয়ে সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্পর্কিত প্রস্তাব পরীক্ষা করে রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য পদ সমূহের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করবে।

- ২। স্থায়ী কমিটির সুপারিশে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন হবে।
- ৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বা/-

১২.০২.২০০৬
(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
যুগ্ম-সচিব (বাজেট-২)

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেঁজগাঁও, ঢাকা।

বিতরণঃ

১. অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ।
২. যুগ্ম-সচিব (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৩. যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৪. যুগ্ম-সচিব (ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শণ), অর্থ বিভাগ।
৫. যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি), অর্থ বিভাগ।
৬. যুগ্ম-সচিব (বাজেট-২), অর্থ বিভাগ।

অনুলিপিঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২. অর্থ সচিবের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ।
৩. সংস্থাপন সচিবের একান্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৪. আইএমইডি সচিবের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-২,
বাজেট শাখা-১২

নং-অম/অবি/বা-১২/বিবিধ-৬৫/০৭(অংশ)/১০৪০

তারিখঃ ১২/০২/২০০৬ বঃ
২২/০৫/২০০৮ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পে জনবল নিয়োগ প্রসংগে।

উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জিডিপির শতকরা হারে অনুন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে অনুন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন ব্যয়ের দ্বিগুণেরও বেশী। অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে দ্রুত দারিদ্র নিরসন ও উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মানব সম্পদ উন্নয়নসহ সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের যে বিনিয়োগ দরকার তা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

২। অনুন্নয়ন ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটভুক্ত জনবল দ্বারাই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও উন্নয়ন প্রকল্পে নতুন জনবল নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ অবসানের কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রত্যাশা সৃষ্টি হয় এবং অনেকসময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

৩। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ভবিষ্যতে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ যাতে ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে সে লক্ষ্যে এখন থেকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটভুক্ত নিয়মিত জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পে নতুন জনবল নিয়োগের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বাজেটভুক্ত নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রেষণে নিয়োগ/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের পদসমূহ পূরণ করতে হবে;

(খ) উন্নয়ন প্রকল্পের কোন পদ সংশ্লিষ্ট/সংস্থার রাজস্ব বাজেটভুক্ত নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রেষণে নিয়োগ/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব না হলে এ জাতীয় পদে সমধর্মী দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বাজেটভুক্ত নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

(গ) উন্নয়ন প্রকল্পের কোন পদে সরাসরি নিয়োগে আবশ্যিক হলে সংশ্লিষ্ট পদটি/পদসমূহ রাজস্ব বাজেটভুক্ত নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রেষণে নিয়োগ/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয় তার ব্যাখ্যা এবং সরাসরি নিয়োগের যৌক্তিকতা নতুন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) নতুন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পদ সৃষ্টির বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে প্রেষণে নিয়োগযোগ্য পদ এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক পদ সৃষ্টির সুপারিশ প্রদান করবে।

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বা/-

২২.০৫.২০০৮
(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
যুগ্ম-সচিব (বাজেট-২)

বিতরণঃ

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ৩। সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
- ৪। সভাপতি/সদস্য, নতুন প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সংখ্যা ১(৪) অধিশাখা

নং-সম(সংব্য-৪)-১প-১/২০০৮-২৫৫

তারিখঃ ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রি:

পরিপত্র

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর অত্যাৱশ্যকীয় পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচী প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটে পদ সৃজন ও স্থানান্তরের বিষয়ে নিম্নরূপ বিধান অনসৃত হবে :

১। এখন থেকে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হবে তাতে প্রকল্প চলাকালীন পদের চাহিদার পাশাপাশি প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত যেসব পদ অপরিহার্য বলে গণ্য হবে সে সকল পদের চাহিদাও একই পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করে উন্নয়ন প্রকল্প ছক (DPP)-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতঃপর (DPP) তে অন্তর্ভুক্ত রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য অপরিহার্য পদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২/১/২০০৩ তারিখের মপবি/কগবিঃশাঃ/মক-১/২০০৩/২৮ নং প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি পুঞ্জানুপুঞ্জ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাধ্যমে প্রকল্প চলাকালীন ও সমাপ্তির পর রাজস্বখাতের অপরিহার্য উভয় প্রকার পদের শ্রেণী ও সংখ্যা নির্ধারণের সুপারিশ প্রদান করবে।

২। প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য অপরিহার্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্থায়ীভিত্তিতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হবে। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগকে অবহিত রেখে রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তরের আদেশ/প্রজ্ঞাপন জারী করবে। এক্ষেত্রে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পুনরায় সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হবেনা।

৩। প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কোন কর্মসূচি দ্বারা উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কোন দপ্তর, থানা ও তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন এবং পদ সৃজন করা হলে সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ ও নিকার এর পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪। উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদে নিয়োগ বিধি ও বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করে জনবল নিয়োগ করতে হবে। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রচলিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদগুলো সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সরকারি আদেশসমূহের কপিসহ টিওএন্ডই সংশোধনের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২২/০৫/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/বা-১২/বিবিধ-৬৫/০৭(অংশ)/১০৪০ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

৬। এ পরিপত্র জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং তা ০১ জানুয়ারী, ২০০৯ খ্রিঃ হতে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর/-
২৪/১২/২০০৮
(মোঃ মোসমেহ উদ্দিন)
সচিব

বিতরণঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
২. সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩. সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ,
 উন্নয়ন বাজেট শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং - অম/অবি/উবা-১/বিবিধ-৫২/৯৬ (অংশ-১)/৭০৭

তারিখঃ ৩০/০৯/২০০৮ খ্রি:

বিষয় : জুলাই/১৯৯৭ এবং তদপরবর্তীতে শুরু হওয়া সমাপ্ত প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং থোক বরাদ্দ থেকে বেতন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১/৮/১৯৯৭ তারিখে জারীকৃত সম/সওব্য/টিম-৪(২)/উঃপ্রঃনিঃ/৪৭/৯৭-১৮৮ এবং অর্থ বিভাগ হতে ৯/৯/২০০১ তারিখে অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৫২/৯৬ (অংশ-১)/৩২৪ নং পরিপত্রের বিধান অনুযায়ী ১লা জুলাই, ১৯৯৭ তারিখ হতে শুরু হওয়া প্রকল্পে জনবল সাকুল্য বেতন ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিধান রয়েছে। নিয়োগভিত্তিক শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের জনবলের অনুকূলে দেয়া নিয়োগপত্রই প্রকল্প শেষে অব্যহতিপত্র হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ প্রকল্প শেষে জনবল আর কর্মরত নেই বলে গণ্য হবে।

২। উপরোক্ত অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জুলাই/৯৭ এবং তদপরবর্তীতে শুরু হওয়া প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি গ্রহণক্রমে অর্থ বিভাগে “পদ স্থানান্তর” এবং থোক বরাদ্দ হতে বেতন ভাতা প্রদানের প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে। উপরোল্লিখিত বিদ্যমান নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকে ঐসব ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অসম্মতি জানাতে হচ্ছে।

৩। ইতোপূর্বে জুলাই/৯৭ এবং তদপরবর্তীতে শুরু হওয়া প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশপত্র পুনঃ পর্যালোচনা করে রাজস্ব কাঠামোতে “নতুন পদ সৃষ্টি”র আর্থগিকে সুপারিশ করার জন্য অর্থ বিভাগ হতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এ অবস্থায় জুলাই/৯৭ এবং তদপরবর্তীতে শুরু হওয়া প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং থোক বরাদ্দ হতে বেতন ভাতার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ না করে এ জাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট স্হাপনা কিংবা সৃজিত কর্মসূচী রাজস্ব খাতে টেকসই করার লক্ষ্যে, যৌক্তিকতার ভিত্তিতে প্রয়োজন বোধে ‘নতুন পদ সৃষ্টি’র জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রাপ্তির সাপেক্ষে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগে পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো!

স্বাক্ষর/-
 ৩০/০৯/২০০৮
 (আশীষ কুমার সরকার)
 সিনিয়র সহকারী সচিব